786/92

ত্রৈমাসিক

সুন্নী জগৎ

Vol-5, Isue No 2, October 2009

৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

হাদিয়া ১৫ টাকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

سُنّی جگت

শিক্ষা, ধর্ম, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

SUNNI JAGAT

SUNNI JAGAT PATRIKA

অল ইন্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়ামের পরিচালনায়
মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র

-ঃবফয়জে রুহানী ঃ-

গাওসুল আজম হজরত বড় পীর আব্দুল
কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা মইনুদ্দিন
চিস্তী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হজরত শাইখ আহমাদ
সিরহান্দি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আজম আলা হজরত ইমাম আহমাদ
রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

-ঃ সারপরাস্ত ঃ-

আল্লামা তাওসিফ রেজা খান
বেরলবী-
মাদ্দাজিল্লাহুল আলী
বেরেলী শরীফ, উত্তর প্রদেশ

-ঃ কালামে রাজা ঃ-

সোনা জঙ্গল রাত আন্ধেরী
ছায়ি বাদলি কালি হ্যায়
সোনে ওয়ালো জাগতে রহিও
চোরও কি রাখওয়ালি হ্যায়।
আখসে কাজল সাফ চোরালে
ইয়া ও চোর বোলাকে হ্যায়
তেরী ঘড়ি তাকি হ্যায় আওর তুনে
নিন্দ নিকালি হ্যায়
সোনা পাস হ্যায় সোনা বন হ্যায়
সোনা জহর হ্যায় উঠ পিয়ারে
তুকাহতা হ্যায় নিন্দ হ্যায়
মিঠি তেরি মত হি নিরালি হ্যায়
জুগনু চমকে পাত্তা খড়কে
মুঝ তানহাকা দিল ধ্যাড়কে
ওর সামঝায়ে কোয়ি পোন হ্যায়
ইয়া আগিয়া বেতালি হ্যায়
বাদল গর্জে বিজলি তড়পে
ধাকসে কলিজা হোজায়ে
বন মে ঘটাকি ভয়ানক সুরাত
কেইসি কালি কালি হ্যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ

শিক্ষা ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

৫ম বর্ষ ঃঃ ৩ সংখ্যা

সফর ১৪৩০ হিজরী, অক্টোবর–২০০৯, ফাল্গুন ১৪১৬

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ঃ–

সাইখুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব

মোবাইল নং–৯৪৩৪৫৮৩৪৬০

সহ-সভাপতি ঃ–হাফিজ মাওলানা মুস্তাকিম রেজবী

নং–৯৯৩২৩৭১৮৭৯ ও মাওঃ হাশিম রেজা নূরী,

মোবাইল নং– ৯৭৩২৫২৭৯৪২

প্রধান সম্পাদক ঃ–মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী

সহ-সম্পাদক ঃ–মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

মোবাইল নং–৯৪৩৪১৬৪৩১৪

সম্পাদক ঃ–মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

মোবাইল নং–৯৬৭৯৪৮৮৮০২

কোষাধাক্ষ্য ঃ–মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী

মোবাইল নং–৯৫৬৪৫০০৭৩০

সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ঃ–

মুফতী তাফাজ্জুল হোসাইন কালিমী, মাওঃ আনসার আলী, ক্বারী আবুল কালাম রেজবী, ডাঃ মাওঃ মোঃ নাসিরুদ্দিন,মাওঃ নিয়াজ আহমাদ কাদেরী, মাওঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম রেজবী, হাফেজ গোলাম রসুল, মাওঃ মোঃ হেলালুদ্দিন রেজবী, মাওঃ আঃ সবুর, মাওঃ মেহের আলী। মাওঃ আলমগীর হোসাইন, মাওঃ নুরুল ইসলাম, মাওঃ ইজহারুল হক নুরী, মাওঃ মোয়াজ্জাম হোসাইন কালীমি, মাওঃ কেতাবুদ্দিন কাদেরী, মাওঃ নিজামুদ্দিন রেজবী, মাওঃ মইজুদ্দিন কালিমী, মোঃ মানসুর আলী।

সূচিপত্র

তাফসীরুল কোরআন ----------৩

হাদীসে রাসুল----------৭

বে-মেসল বাশার---------- -----৯

ফাতাওয়া বিভাগ----------২০

জানা অজানা----------২২

মৌলবী সফিকের ভুল ফাতাওয়া------২৪

চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ------২৮

হযরত আমীরে মোয়াবীর্য়া----------৩১

মুফতী স্বাদরুদ্দিন আজরুদা দেহলবী--৩৯

মানুষের পূর্ব পুরুষ কি বানর----------৪২

অহংকারী জেন্টেলম্যান----------৫১

ফাতেহা কি এবং কেন----------৫২

রাসুলুল্লাল্লা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অদৃষ্য জ্ঞানের অধিকারী----------৫৩

কবিতাবলী----------৫৫

খবরা খবর----------৫৬

প্রধান কার্য্যালয়

খলিফায়ে হুজুর রায়হানে মিল্লাত

মুফতী আলহাজ মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী সাহেব

সাং–দিয়াড় জালিবাগিচা, পোঃ–ভগবানগোলা, জেলা–মুর্শিদাবাদ

মোবাইল নং ৯৪৩৪৮৬১১১৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াস স্বালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিহিল কারীম ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

সিয়াম সাধনা–

মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সুন্দরতম সৃষ্টি কিন্তু নিজ কর্ম দোষে অধঃপতিত হতে হতে পশুত্বে তথা তা অপেক্ষা নিকৃষ্টে পরিণত হয়। আবার কর্ম গুনে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়ে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভে ধন্য হয়।

সাধনায় হয় সিদ্ধিলাভ। প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে, ষড়রিপুর কুমন্ত্রনা থেকে বাঁচিয়ে আমিত্বকে বিসর্জিত করে আত্মিক উন্নতি সাধন করাই সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তি, ষড়রিপুর বশীভূত জন মানব জীবনের কলঙ্ক। মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে পশুত্বে পদার্পণ।

মানব স্রষ্টা আল্লাহ মানব কে ভালবেসে তার উন্নতির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রেম বন্ধনে বাঁধার মানসে দান করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন সিয়াম সাধনার। সিয়াম মানে বিরত থাকা, বিরত হওয়া, দূরে থাকা। প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে বিরত থেকে, ষড়রিপুর মন্ত্রণা হতে বিরত থেকে, খাদ্য-পানীয় হতে বিরত থেকে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর কর্ম হতে বিরত থেকে খোদার ধ্যানে, খোদার স্মরণে, খোদার নির্দেশ পালনে নিয়োজিত থাকায় সিয়াম সাধনা।

আল্লাহ অতি সুন্দর আর সুন্দরকেই তিনি ভালবাসেন। আর সিয়াম সাধনার ফলেই হয় দেহ-মন পবিত্র ও সুন্দর। এই কৃচ্ছ-সাধনার ফলে হয় সিদ্ধিলাভ, বন্দুত্বলাভ, হয় "লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন।"

"অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস (রমজান মাস) পায় সে যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে।"

–আল কোরআন

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাফ্‌সীরুল ক্বোরআন

তরজমা-ই- ক্বোরআন
কানজুল ঈমান
কৃতঃ– আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত
মাওলানা শাহ্ মহম্মদ আহমদ রেজা
বেরলবী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

তাফসীর ঃ–
"খাজাইনুল ইরফান"
কৃতঃ–সাদরুল আফাযিল
মাওলানা সৈয়দ মহম্মদ নঈমউদ্দিন
মুরাদাবাদী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ–আলহাজ মাওলানা মহম্মদ আব্দুল মান্নান
ইংরেজী অনুবাদ–প্রফেসার শাহ ফরিদুল হক

১ম পারা সূরা ফাতিহা

সূরা ফাতিহা মাক্কী | ১ রুকু | *আয়াত ১ হতে ৭*

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়।
Allah is the name of the Most Affectionate, the Merciful.

১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর , যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর,
1. All prise unto Allah, Lord of all the worlds.
২। পরম দয়ালু করুনাময়;
2. The most Affectionate, The mercifull.
৩। প্রতিদান দিবসের মালিক।
3. Master of the Day of Raquital.
৪। আমরা (যেন) তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।
4. We warship you alone, and beg you alone for help.
৫। আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো।
5. Guide us in the Straight Path.
৬। তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো ;
6. The path of those whom you have foroured
৭। তাদের পথে নয় যাদের উপর গযব নিপাতিত হয়েছে এবং পথ ভ্রষ্টদের পথেও নয়।
(আমিন)

pdf By Syed Mostafa Sakib

7. Not of those who have earred your anger and nor of those who have gone astray.

–ঃ সংক্ষিপ্ত তাফসীর ঃ–

১) সূরা ফাতিহার নাম সমূহ ঃ– এই সূরার বহু নাম রয়েছে–(ক) ফাতিহা (খ) ফাতিহাতুল কিতাব (ক্বোরআনের ভূমিকা) (গ) উম্মুল কোরআন (ক্বোরআনের মূল) (ঘ) সূরাতুল কান্য (ভান্ডার সূরা) (ঙ) কাফিয়াহ (প্রাচুর্য সম্পন্ন) (চ) ওয়াফিহা (পরিপূর্ণ) (ছ) শাফিয়াহ (আরোগ্যদায়ক) (জ) শেফা (আরোগ্য) (ঝ) সাবই মাসানী (বারংবার আবৃত্তি যোগ্য সপ্ত আয়াত) (ঞ) নূর (জ্যোতি) (ত) রুক্বাইয়াহ (দোয়া তাবিজ) (থ) সূরাতুল হামদ (প্রসংশার সূরা) (দ) সূরাতুল দোয়া (প্রার্থনার সূরা) (দ) তালীমূল মাসআলা (মাসআলা শিক্ষা) (ধ) সূরাতুল মুনাজাত (মুনাজাতের সূরা) (ন) সূরাতুল তাফাভীদ (অর্পনের সূরা) (প) সূরাতুস সাওয়াল, (ফ) উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল) (ব) ফাতিহাতুল ক্বোরআন) ক্বোরআনের সূচনা (ভ) সূরাতুস সালাত (নামাজের সূরা)।

২) মাসআলা ঃ–নামাজে এই সূরা পাঠ করা ওয়াজিব– ইমাম ও একাকী নামাজ আদায়কারীর জন্য নিজ মুখে উচ্চারণ করা প্রত্যক্ষ ভাবে এবং মুক্তাদীর জন্য হুকুমী বা পরোক্ষ ভাবে (অর্থাৎ ইমামের মুখে)। বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে আছে "ক্বিরআতুল ইমামে লাহু ক্বিরআতুন" অর্থাৎ ইমামের পাঠ করাটাই মুক্তাদির পাঠ করা। কোরআন মাজিদে মুক্তাদির নিরব থাকার এবং ইমামের ক্বিরাত শ্রবণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–"ইযা কুরিয়াল ক্বোরআনো ফাসতামিয়ু লাহু ওয়া আনসিতু" অর্থাৎ যখন কোরআন মাজীদ পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নিশ্চুপ থাকো) মুসলীম শরীফে বর্ণিত হয়েছে "ইজা কারাআ ফানসিতু" অর্থাৎ "ইমাম যখন ক্বিরাত পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাকো"। আরো বহু সংখ্যক হাদীসে এই কথায় বর্ণিত হয়েছে।

৩) মাসআলা ঃ–জানাযার নামাজে দোয়া স্মরণ না থাকলে সূরা ফাতেহা দোয়ার নিয়তে পাঠ করা জায়েজ, ক্বিরাতের নিয়তে জায়েজ নয়। (আলমগিরী)

৪) সূরা ফাতিহার ফজিলত সমূহ ঃ– হাদীস সমূহে এই সূরার বহু ফজিলত বর্ণিত হয়েছে , হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, " তাওরীত, ইনজিল, যবুরে এর মত কোন সূরা নাজিল হয় নি।" (তিরমিজী শরীফ)

এক ফেরেস্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর সালাম আরজ করলেন এবং এমন দুটি নূরের সুসংবাদ দিলেন যা হুজুরের পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি।, একটা হচ্ছে সূরা ফাতিহা এবং অন্যটা হচ্ছে সূরা বাকারার শেষ আয়াত সমূহ। (মুসলীম শরীফ)

সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের জন্য শেফা। (দারেমী শরীফ) সূরা ফাতিহা একবার পাঠ করে যে প্রার্থনাই করা হোক তা আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন। (দারেমী শরীফ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫) সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তু সমূহ ঃ– এই সূরায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, রাবুবিয়াত, রহমাত, মালিকানা, ইবাদতের একক উপযুক্ততা, উত্তম কাজের তৌফিকদান, বান্দাদের পথ নির্দেশনা, আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ, ইবাদতকে একমাত্র তাঁরই জন্য সীমিত করণ, সাহায্য তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা, তাঁরই হিদায়ত তলব করা, প্রার্থনার নিয়ম কানুন, সৎ বান্দাদের অবস্থাদির সাথে একাত্মতা ঘোষনা করা, পথ ভ্রষ্টদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা ও তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা, পার্থিব জীবনের পরিণতি ও প্রতিদান, প্রতিদান দিবসের বিস্তারিত এবং সমস্ত মাসয়ালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

৬) হামদ ঃ– (আল্লাহর প্রশংসা)

মাসয়ালা–প্রতিটি কাজের প্রারম্ভে তাসমিয়াহ (আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা) এর ন্যায় হামদ (আল্লাহর প্রশংসা) করা চাই।

মাসয়ালা–হামদ কখনও ওয়াজিব, যেমন জুময়ার খোৎবায়। কখনো মুস্তাহাব, যেমন বিবাহের খোৎবায়, গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রারম্ভে এবং প্রত্যেক পানাহারের পর। কখনো সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ, যেমন হাঁচি আসার পর। তাহতাবী শরীফ)

৭) রাব্বিল আলামীন ঃ– এর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি জগৎ যে ক্ষণস্থায়ী "মুমকিন ও মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ তায়ালা যে চিরস্থায়ী, অনাদী, অনন্ত, চিরন্তন, চিরজীবি, চির তত্ত্বধায়ক, সর্ব শক্তিমান ও সর্বজ্ঞ সে সব বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে। যে সব গুনাবলী আল্লাহ পাক "রাব্বুল আলামীন" এর জন্য অপরিহার্য্য। এই দুটি মাত্র শব্দের মধ্যে "ইলম-ই-ইলাহিয়াত" (খোদাতাত্বিক জ্ঞান) এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৮) মালিকি ইয়াও মিদ্দীন ঃ–আল্লাহরই মালিকানার পূর্ণ বিকাশের বর্ণনা এবং এটা এই বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমান যে, আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কেহ উপাসনার উপযোগী নয়। কেননা, সমগ্র সৃষ্টি হল তাঁরই মাখলুক (মালিকানাধীন) এবং মাখলুক উপাস্য হবার যোগ্য হতে পারে না। এ থেকে জানা যায় যে, দুনিয়া হচ্ছে দারুল আমল বা কর্ম ক্ষেত্র। আর এর একটা অন্ত বা শেষ রয়েছে। বিশ্বের এই পরম্পরা আদী অন্তহীন বলা বাতিল দুনিয়ার পরিসমাপ্তির পর একটা প্রতিদান দিবস রয়েছে। এ আয়াত দ্বারা "তানাসুখ" (পুনঃ জন্মবাদ) বাতিল বলে প্রমানিত হলো।

৯) ইয়্যাকা না'বুদু ঃ– আল্লাহ তায়ালার সত্বা ও গুনাবলী বর্ণনার পর আয়াতের এই অংশটা উল্লেখ করে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় যে, আকীদাই আমলের পূর্ব শর্ত এবং ইবাদতের গ্রহণ যোগ্যতা আকীদার বিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল।

মাসয়ালা–"না'বুদু" এ বহু বচন ক্রীয়াপদ দ্বারা ইবাদত কে জামায়াত সহকারে (সম্মিলিত ভাবে) আদায় করার বৈধ্যতাও বোধগম্য হয়। একথা বুঝা যায় যে সাধারণ মুসলমানদের ইবাদত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ইবাদতের সাথে মিলে কাবুলিয়াতের মর্যদা লাভ করে।

মাসয়ালা–এতে শিরক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কারন আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইবাদত হতে পারে না।

১০) ইয়্যাকা নাসতাঈন ঃ–এতে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সাহায্য প্রার্থনা শুধু আল্লাহর নিকটেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রত্যক্ষ ভাবে হোক কিংবা পরোক্ষ ভাবে হোক সাহায্য প্রার্থনার উপযোগী প্রকৃত পক্ষে তিনিই অন্যান্য উপায় উপকরণ সেবক ও বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি সবই আল্লাহর সাহায্যরই প্রকাশ স্থল। বান্দাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর কুদরতকে ই প্রকৃত কার্য্য সম্পাদন কারী মনে করা একান্ত আবশ্যক। আয়াতের এই অংশ থেকে নাবী ও ওলীগণের নিকট সাহায্য চাওয়াকে শিরক মনে করা একটা বাতিল আকীদা (ভ্রান্ত বিশ্বাস) কেননা, আল্লাহর নৈকট্যধন্য বান্দাদের সাহায্যে (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহরই সাহায্য আল্লাহ ব্যতিত অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা নয়, যদি এই আয়াতের এই অর্থ হতো যা ওহাবী সম্প্রদায় বুঝে নিয়েছে, তাহলে কোরআন মাজীদে (আয়িনুনি বিকুওয়াহ) (যুল কারনায়ন বললেন, "তোমরা আমাকে শক্তি দ্বারা সাহায্য করো"।) এবং (ইসতায়িনু বিস সবরে ওয়াস সালাহ্) অর্থাৎ তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো কেন এরশাদ হয়েছে আর হাদীস শরীফ সমূহে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নিকট সাহায্য চাওয়ার শিক্ষাই বা কেন দেওয়া হয়েছে।

১১) ইহ দিনাস সিরা তাল মুস্তাক্বীম ঃ– আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুনাবলীর পরিচয়ের পর ইবাদত, অতঃপর প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন। এই থেকে এই মাসয়ালা জানা যায় যে বান্দাদের ইবাদতের পর দোয়ায় মগ্ন হওয়া উচিৎ। হাদীস শরীফেও নামাজের পর দোয়ার বা প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। (তাবরানী ফিল্ কবীর ও বায়হাকী ফিস সুনান)

"সিরাতাল মুস্তাকীম" দ্বারা "ইসলাম" অথবা "কোরআন মাজীদ" কিংবা নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার পরিজন (আহলে বায়ত) ও সাহাবায়ে কেরামদের কথাই বুঝানো হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে "সিরাতাল মুস্তাকিম" হলো আহলে সুন্নাতেরই অনুসৃত পথ, যারা আহলে বায়ত, সাহাবায়ে কেরাম, কোরআন ও সুন্নাহ এবং বৃহত্তম জামায়াত সবাইকে মান্য করে।

১২) সিরাতাল্লাযী-না আন্ আমতা আলায়হিম ঃ–এ আয়াত উপরোক্ত বাক্যেরই তাফসীর বা ব্যাখ্যা। অর্থাৎ সিরাতাল মুস্তাকীম দ্বারা মুসলমানদেরই পথকে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া তা দ্বারা অনেক মাসয়ালার সমাধানও পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে বুর্জগানে দ্বীনের আমল রয়েছে তা সিরাতাল মুস্তাকিম এর অন্তরভুক্ত।

১৩) গায়রিল মাগদুবী আলায়হিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন ঃ–এ বাক্যেও হিদায়েত রয়েছে।

মাসয়ালা–সত্য সন্ধানীদের জন্য খোদার দুষমন থেকে দূরে থাকা এবং এদের পথ কার্য কলাপ, আচার আচরণ এবং রীতি নীতি থেকে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক।

তিরমিজী শরীফের রেওয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মাগদুবি আলায়হিম দ্বারা ইহুদী এবং এবং দোয়াল্লীন দ্বারা খ্রীষ্টানদের কথা বুঝানো হয়েছে।

মাসয়ালা– "দ্বোয়াদ" ও "যোয়াদ"। এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন বৈশিষ্টের অক্ষর দুটির মধ্যে মিল থাকা উভয়কে এক করতে পারে না। কাজেই গায়রিল মাগদুব যোয়াদ সহকারে পাঠ করা যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তা হবে কোরআন পাকের বিকৃতি সাধন ও কুফর নতুবা না-জায়েজ।

মাসয়ালা–যে ব্যক্তি দ্বোয়াদ এর স্থলে যোয়াদ পড়ে সে ব্যক্তির ইমামত জায়েজ নয়। (মুহীতে বুরহানী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৪) আমীন ঃ–এর অর্থ হচ্ছে এরূপ করো অথবা কবুল করো।

মাসয়ালা–এটা কোরআনের শব্দ নয়।

মাসয়ালা–সূরা ফাতিহা পাঠান্তে নামাজে ও নামাজের বাইরে আমীন বলা সুন্নাত।

মাসয়ালা–হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজহাব হচ্ছে নামাজের ভিতর আমীন নীরবে (চুপেচুপে) বলতে হয়।

হাদীসে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

শায়খুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব

(সাইদাপুর আরবী ইউনিভারসিটি)

(কবর জিয়ারত ও ইসালে সওয়াব)

১। হযরত বুরাইদা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের কে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা জিয়ারত করতে পারো। এ ভাবে আমি তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কোরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা রাখতে পারো যতদিন তোমাদের ইচ্ছা। (মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড পৃঃ ৩১৪) (মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ১৫৪)

২। হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের কে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা জিয়ারত করতে পারো। কারণ তা দুনিয়ার আসক্তিকে কমিয়ে দেয়। এবং তা আখেরতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (ইবনে মাজাহ)

নিয়ম ঃ– ক) কবর জিয়ারত করার উত্তম নিয়ম হল পায়ের দিক দিয়ে গিয়ে মৃত ব্যক্তির মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলা "আস সালামু আলায়কুম আহলা দারে কাউমিম মুমিনিনা আনতুম লানা সালাফুন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিনা নাসআসুল্লাহ না আলুল্লাহা লানা ওলাকুমুল আফওয়া ওয়াল আফিয়া" তিনবার, পাঁচবার, সাতবার, অথবা এগারো বার দরুদ শরীফ পড়া, তার পর সামর্থ মোতাবিক কোরআন শরীফের সূরা তেলাওয়াত করা, যেমন–সূরা ইয়াসিন, সূরা মূলক, চারকুল, সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারাহ, শুরু হতে মুফলিহুনল পর্যন্ত এবং আমানার রাসুল হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা। পরিশেষে দরুদ শরীফ পড়ে ইসালে সওয়াব করা।

খ) আউলিয়া কেরামগণের মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ। (বাহারে শরীয়ত)

গ) আউলিয়া কেরামগণের জিয়ারত করা আল্লাহর প্রতি মহব্বতের দলিল এবং জিয়ারত কারীকে কাফির ও বিদয়াতি বলা প্রকাশ্যে গুমরাহী এবং বদ আকিদা। (তং-সীরে সাবী ১ম খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।

ঘ) শরীয়তের পরিপন্থি কোন কাজ যদি ওরসে পাওয়া যায় তবে তার জন্য জিয়ারত করা পরিত্যাগ করবে না। এই ধরণের কাজের জন্য ভাল কাজ ত্যাগ করা যায় না বরং তাকে খারাপ মনে করবে এবং সংশোধন করার চেষ্টা করবে। (রাদ্দুল মুখতার ১ম খন্ড পৃঃ ৬৩১)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঙ) নারীদের আত্মীয় স্বজনদের কবরে যাওয়া নিষেধ, কারন তারা কান্নাকাটি করবে।

চ) আউলিয়া কেরামগণের পবিত্র মাজারে বরকতের উদ্দেশ্যে যুবতী নারীদের উপস্থিত হওয়া না জায়েজ। (রাদ্দুল মুহতার ১ম খন্ড পৃঃ ৬৩১) সদরুশ শারীয়াহ আলায়হির রহমাহ বলেন ইহাই সঠিক যে, নারীদের অর্থাৎ যুবতী হোক বা বুড়ি হোক উভয়কেই মাজারে যেতে নিষেধ করবে। (বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড-পৃষ্ঠা ৫৪৯)

ছ) পবিত্র মাজারে হাত ফিরা, চুমা দেওয়া, তার সামনে ঝুকে যাওয়া এবং মাটির উপর চেহেরা মলা নিষেধ। কারণ এই সব হচ্ছে নাসারাদের তারিকা।

ইসালে সওয়াব ঃ-

১। হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন একদা আমি বললাম-ইয়া রাসুলাল্লাহ-সাদের মা (অর্থাৎ আমার মা) মারা গিয়েছেন, তার জন্য কোন দান উত্তম হবে ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, পানি। রাবী বলেন, সুতরাং সাদ একটি কুয়া খনন করলেন এবং বললেন তা ওকফ সাদের মায়ের জন্য। (আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফ)

২। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নাবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসল এবং আরজ করলো ইয়া রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার মা হঠাৎ মারা যাওয়ায় কিছু অসিয়ত করতে পারেননি, আমার ধারনা মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে কিছু বলা ও শুনার সুযোগ পেলে সে অবশ্যই সাদকা করত। যদি আমি তার পক্ষ হতে সাদকা আদায় করি তবে তার রুহে এর সওয়াব পৌছবে কি ? নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন-হ্যাঁ পৌছাবে।

সতর্কবার্তা ঃ- আল্লামা নাববী (রহমাতুল্লাহ আলায়হে) উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন এই হাদীস হতে প্রমানিত হয় যে যদি মৃত ব্যক্তির তরফ হতে সাদকা করা হয় তবে মৃত ব্যক্তির নিকট ঐ সাদকার উপকার ও সওয়াব পৌছাবে। এই বিয়য়ে আলেমগণ একমত।

উক্ত হাদীস হতে নীচের কথা গুলো বিস্তারিত জানা গেল।

ক) মৃত ব্যক্তির ইসালে সওয়াবের জন্য উত্তম সাদকা হলো পানি অর্থাৎ কুয়ো খনন করে বা নলকুপ বসিয়ে তা মৃত ব্যক্তিকে দান করা যায়।

খ) মৃত ব্যক্তিকে যে কোন ভালো কাজের সওয়াব পৌছানো উত্তম।

গ) সওয়াব বখশানোর শব্দ গুলো মুখ হতে আদায় করা সাহাবীদের সুন্নত।

ঘ) খাবার অথবা মিষ্টান্ন দ্রব্য সামনে রেখে ইসালে সওয়াব করা জায়েজ। এই জন্য যে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) নিকট বোধক শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেন "হাজেহী লিউম্মি সায়াদিন (এই কুঁয়া সায়াদের মায়ের জন্য) অর্থাৎ হে আল্লাহ তায়ালা এই কুঁয়ার পানির সওয়াব আমার মাকে দান করুন। এ থেকে জানা গেল যে তার সামনে কুঁয়ো ছিল।

ঙ) গরীব মিসকিনকে খাবার দেওয়ার পূর্বেও ইসালে সওয়াব করা জায়েজ।

চ) কোন বস্তুর উপর নাম নিলে সেই বস্তু হারাম হবে না যেমন-গওসে পাকের নামের খাসী ও গাজী গিঞার নামের মুরগা ইত্যাদি। এই জন্যই যে বিখ্যাত সাহাবী যে কুঁয়োকে আপন মৃত মায়ের নামে চিহ্নিত করেছিলেন তা আজও সায়াদের মায়ের কুঁয়োর নামে বিখ্যাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بسم الله الرحمن الرحيم

বে- মেসল বাশার

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

হায়াতুন নাবী (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

(গত সংখ্যায় পবিত্র হাদীসের আলোকে প্রমানিত হয়েছে যে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিন্দা। এই সংখ্যায় কয়েকটি বাস্তব সত্য ঘটনাবলী হতে প্রমানিত হবে যে তিনি জিন্দা এবং সৃষ্টিতে সাহায্য করছেন, প্রেমিকদের সালামের জবাব দিচ্ছেন।)

১। রওজা পাকের দরজা উন্মুক্ত হওয়া ঃ–সাইয়েদোনা সিদ্দিকে আকবর আবু বাকার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বেস্বাল মোবারকের পূর্বে সাহাবাগণকে যে অসিয়ত করেছিলেন সেই অসিয়ত মোতাবেক তাঁর ইন্তেকালের পর সাহাবাগণ তাঁকে গোসল দিয়ে ও কাফন পরিয়ে রওজাপাকের সম্মুখে উপস্থিত করে নিবেদন করেন – "আসসালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ হাজা আবু বাকারিন বিল্ বাবি" অর্থাৎ ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার সফরের সাথী, আপনার সঙ্গের সাথী, ওহুদ ও বদরের সাথী, মক্কা ও মদিনার সাথী, সুখ ও দুঃখের সাথী, সুর গর্তের সাথী, এখন আপনার মাজারের সাথী হতে চান। তিনি আজ আপনার রওজা পাকের সামনে উপস্থিত যদি আপনি অনুমতি প্রদান করেন তবে আপনার কদম তলে তাঁকে দাফন করব।

ইহার পর সাহাবাগণ দেখলেন যে রওজা পাকের দরজা নিজে নিজেই খুলে গেল এবং রওজা শরীফ হতে আওয়াজ এলো "আদখিলুল হাবিবা ইলাল হাবিবে" অর্থাৎ হাবিবকে হাবিবের নিকট পৌছে দাও। (তাফসীরে কাবীর ৫ম খন্ড ৪৬৫ পৃষ্ঠা)

দয়ার নাবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম জীবিত রওজা পাকে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তিদের আবেদন নিবেদন শ্রবণ করেন এবং তাদের সাহায্য ও করে থাকেন।

"বান্দা মিট যায়ে না আকা পে ওহ্ বান্দা কিয়া হ্যায়
বে-খবর হো যো গোলামুসে ওহ্ আকা কিয়া হ্যায়"

২। মা আয়েষার পরদা ঃ–মাওয়াহিবে মায়া জুরকানী ৫ম খন্ড ৩৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বেস্বাল মোবারকের পর যখন রওজা পাকে উপস্থিত হতেন তখন বিনা পরদায় উপস্থিত হতেন। তারপর যখন হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে পবিত্র রওজা শরীফের পার্শে দাফন করা হল তখনও তিনি বিনা পরদায় উপস্থিত হতেন কিন্তু যখন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে পবিত্র রওজা পাকের পার্শে দাফন করা হল তখন তিনি বলেন–খোদার কসম, আমি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে লজ্জা করে পূর্ণ শরীরকে আবৃত করে রওজা পাকে উপস্থিত হতাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাঠকবৃন্দ–হযরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা নবী করীমের রওজা শরীফে পরদা না করেই উপস্থিত হতেন কেননা সরকারে মদিনা তাঁর স্বামী। তারপর যখন আবু বকর সিদ্দিককে দাফন করা হয় তখনও বিনা পরদায় উপস্থিত হতেন কেননা তিনি তাঁর পিতা। কিন্তু যখন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে দাফন করা হল তখন তিনি পরদা করে যেতেন। ইহা হতে প্রমানিত হয় যে নবীপাক জিন্দা, হযরত আবু বাকার জিন্দা ও হযরত ওমর ফারুক ও জিন্দা। মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নবী ও সাহাবাগণের জীবিত থাকার সম্পর্কে যে আকিদা সমস্ত আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের ও উহাই আকিদা।

৩। তাফসীরে মাদারিক ও তাফসীরে খাজায়েনুল ইরফান সূরা নেসা আয়াত ৬৪ এর ব্যাখ্যায় (পৃষ্ঠা ১৭৪ বাংলা) বলা হয়েছে যে সাইয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত শরীফের পর একজন গ্রাম্য লোক রওজায়ে আকাদাসের নিকট উপস্থিত হয়ে রওজা পাকের মাটি নিয়ে তার মাথায় মালিশ করল এবং নিবেদন করতে লাগল–ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনার প্রতিটি বাক্য আমরা শ্রবণ করেছি কোরআন মাজীদের এই আয়াত শ্রবণ করেছি " ওয়া লাও আন্নাহুম ইজ জালামু....." অর্থাৎ আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে, হে মাহবুব তারা আপনার দরবারে হাজির হয়। অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসুল তাদের জন্য সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে অত্যন্ত তৌবা কবুলকারী দয়ালু পাবে।

আমি আমার আত্মার প্রতি জুলুম করেছি এবং আপনার দরবারে আল্লাহর নিকট হতে গুনাহের ক্ষমা লাভের জন্য উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং আমার প্রতিপালকের নিকট হতে আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়ে দিন। তৎউত্তরে রওজা শরীফ হতে সুসংবাদ আসল "লাকাদ গুফেরা লাকা" অর্থাৎ তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে।

ইহা হতে প্রমানিত হয় যে নবীপাক জীবিত এবং আবেদন কারীদের আবেদন গ্রহণ করেন। উক্ত আয়াত হতে কয়েকটি মসলা অবগত হওয়া যায় ঃ–

১। আল্লাহর দরবারে স্বীয় প্রায়োজনে আবেদন করার জন্য তাঁর মাকবুল বান্দাদেরকে অসিলা বানানো কৃত কার্য্যতার উপায়।

২। মাকবুল বান্দাদের কবরের নিকট প্রয়োজন মিটানোর জন্য যাওয়া "যাউকা" এর অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বোৎকৃষ্ট যুগেরই স্বীকৃত আমল।

৩। ওফাতের পর আল্লাহর মাকবুল বান্দাগণকে ""ইয়া" সহকারে সম্বোধন করা বৈধ।

৪। আল্লাহর মাগবুল বান্দাগন সাহায্য করেন এবং তাঁদের দোয়ায় মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

৪। মেহমানে রাসুল ঃ–আল্লামা শারেখ আবদুল হক মুহাদ্দীসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (মৃত ১০৫২ হিজরী) "জাজবুল কুলবে ইলা দয়ারিল মাহবুব" নামক গ্রন্থের ২২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন যে ইবনুল জালাইয়া আলায়হির রহমা বলেন–আমি মদিনা শরীফে উপস্থিত হয়ে দুদিন অনাহারে ছিলাম। আমি নবীপাকের রওজা শরীফে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলাম–"আনা দ্বায়ফুকা ইয়া রাসুলুল্লাহ" অর্থাৎ ইয়া রাসুলাল্লাহ আমি আপনার মেহমান। তারপর আমি ঘুমাইয়া গেলাম। স্বপ্নে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে আমার দিদার হল। তিনি আমাকে একটি রুটি দান করলেন। অর্ধেক আমি স্বপ্নেই খেয়ে নিলাম। ইহার পর যখন আমার ঘুম ভাঙ্গল দেখলাম অর্ধেক রুটি আমার হাতেই মওজুদ আছে।

বিশ্ব নবী জীবিত এই জন্যই তিনি রওজা পাক হতে নিজ মেহমানকে রুটি প্রদান করলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলা হযরত বলেন–"ওহি রব হ্যায় জিসনে তুঝকো হামাতান করম বানায়া
হামে ভিক মাঙ্গনেকো তেরা আস্তা বাতায়া"–

৫। **নবীপাকের পবিত্র হস্তে চুম্বন** ঃ–হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সিউতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "আলহাবি" পুস্তকের মধ্যে হযরত সাইয়েদ আহমদ রফায়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হি যিনি সুফি গণের মধ্যে একজন বিখ্যাত বোজর্গ সম্পর্কে একটি বিখ্যাত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি ৫৫৫ হিজরীতে হজ্জ সমাপ্ত করে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনা মুনাওরায় উপস্থিত হন এবং রওজা পাকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজ লিখিত কবিতার দুটি শের পাঠ করেন–

"ফি হালাতিল বু'দে রুহী কুনতো উরসিলুহা
তুকাব্বিলুল আরদা আন্নী ওয়া হিয়া নায়েবাতী"

অর্থাৎ আমি দূরবর্তি স্থান হতে নিজ আত্মাকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করতাম সে আমার নায়েব হয়ে হুজুরের পবিত্র আস্তানায় চুমা দিত।

"ওয়া হাজিহী দাওলাতুল আশবাহী কাদ হাদ্বারাত
ফামদুদ ইয়ামিনাকা কায় তাখাততা বিহা শাফাতী"

অর্থাৎ এখন স্বশরীরে উপস্থিত হয়েছি অতএব দয়া করে পবিত্র হস্ত প্রদান করুন তা আমি আমার ঠোঁট দ্বারা চুম্বন করব।

হযরত সাইয়েদ আহমদ রফায়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হির আবেদনে সরকারে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম পবিত্র মাজার শরীফ হতে নিজ হস্ত মোবারক বের করেন। হযরত সাইয়েদ আহমদ রফায়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হি মহব্বতে হস্ত মোবারকে চুম্বন প্রদান করেন।

"আনবুনিয়ানুল" পুস্তকের মধ্যে বর্ণিত যে সে সময় কয়েক হাজার মানুষ মাসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলেন। যারা এই বাস্তব ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করেন ও নবীপাকের হস্ত মোবারক দর্শনও করেন তাঁদের মধ্যে মাহবুবে সুবহানী গওসে সামদানী হযরত শায়েখ আব্দুল কাদির জিল্লানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও উপস্থিত ছিলেন। এজন্য কবি বলেছেন–

"অম্বিয়া কো ভি মাউত আনী হ্যায়
মাগার এয়সি কে ফাক্বত আনী হ্যায়
বাস উসি আনকে বাদ উনকি হায়াত
মিসলে সাবেক ওহী জিসমানী হ্যায়"

৬। **সালামের উত্তর প্রদান** ঃ–(ক) শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দীসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "জাজ্বুল কুলুব" নামক পুস্তকের ১৯৯ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা আব্দুল হাসান আলী তাকীউদ্দিন সুবতী শাফেয়ী (জন্ম ৬৮৩ হিজরী, মৃত্যু ৭৫৬ হিজরী) "সেফাউস সেকাম" (উর্দু) নামক কেতাবের ৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে হযরত ইমাম ইব্রাহিম ইবনে বাশশার বলেন–আমি একবার হজ পালন করে মদিনা শরীফে উপস্থিত হয়ে নবীপাকের রওজা পাকের নিকট গিয়ে সালাম নিবেদন করলাম। আমি তখনই রওজাপাক হতে সালামের উত্তর–"ওয়া আলায়কাস সালাম" শ্রবণ করলাম।

(খ) শায়েখ ফরিদুদ্দিন আত্তার রহমাতুল্লাহি আলায়হি "তাজকেরাতুল আওলিয়া" কেতাবের ১২৬ পৃষ্ঠা (উর্দু) বর্ণনা করেন যে–ইমাম আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হুজুরে আকরাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রওজা শরীফে উপস্থিত হয়ে সালাম নিবেদন করলেন–আসসালামো আলায়কা ইয়া সাইয়েদাল মুরসালীন। তখনই রওজা শরীফ হতে উত্তর আসল – ওয়া আলায়কাস সালাম ইয়া ইমামাল মুসলেমীন।

৭। আশেকে নাবী মাওলানা জামী ঃ–মৌলবী মোঃ জাকারিয়া "তাবলিগী নেসাব" পুস্তকের জায়েলে দরুদ এর অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে মাওলানা জামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কে একটি বিরাট নায়াত লিপিবদ্ধ করেন–

জা-মাহজুরী বর আমদ জানে আলাম
তারাহহাম ইয়া নবী আল্লাহ তারাহহাম
.....শেষ পর্যন্ত।

অর্থাৎ আপনার বিচ্ছেদে সৃষ্টি জগৎ বেচায়ীন হয়ে আছে। হে আকা দয়া করুন, ইয়া নাবী আল্লাহ রহম করুন। এই মহব্বতের নায়াত শরীফ লিপিবদ্ধ করার পর হজের উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং মনে এই ইচ্ছা পোষন করেন যে এই নায়াত শরীফ নবীপাকের রওজা শরীফের নিকট দাঁড়িয়ে পাঠ করব।

হজ সমাপ্ত করার পর মদিনা শরীফের দিকে রওনা হলেন। এই সময় মক্কার আমীর নবীপাকের দর্শন লাভ করলেন এবং তিনি নির্দেশ দিলেন–হে মক্কার আমীর মাওলানা জামীকে মদিনা শরীফে আসতে দিও না। মক্কার আমীর নবীপাকের হুকুম অনুসারে মাওলানা জামী রহমাতুল্লাহ আলায়হি কে মদিনা শরীফ যাওয়ার জন্য নিষেধ করলেন। কিন্ত মাওলানা জামী নবীপাকের ইশকে এতই বিভোর ছিলেন যে নির্দেশ অমান্য করে লুকিয়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করলেন।

মক্কার আমীরকে দ্বিতীয়বার দিদার দিয়ে বললেন–মাওলানা জামীকে আমার রওজার নিকট আসতে দিও না। মক্কার আমীর নবীপাকের নির্দেশ মোতাবেক তাকে রাস্তা হতে ধরে নিয়ে এসে কয়েদ খানায় আবদ্ধ করলেন। তৃতীয়বার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মক্কার আমীরকে দেখা দিয়ে বললেন–মাওলানা জামী কোন অপরাধী নয় বরং তাকে আমার রওজাতে আসতে এই জন্য নিষেধ করেছি যে সে একটি নায়াত শরীফ লিখেছে যা সে আমার রওজার নিকট পাঠ করার ইচ্ছা করেছে। যদি সে মদিনা শরীফ পৌঁছে সেই নায়াত শরীফ আমার রওজার নিকট দাঁড়িয়ে পাঠ করে তবে আমাকে নিজ রওজা হতে উঠে তার সঙ্গে মুসাফাহ করার জন্য হাত বের করতে হবে। ইহাতে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। এই জন্যই তাঁকে বারণ করছি।

ইহা শ্রবণ করে মক্কার আমীর তাঁকে কয়েদখানা হতে বের করেন, অত্যাধিক সম্মান প্রদর্শন করেন এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন।

(৮) আশেকের নিকট নবীপাকের উপস্থিতি ঃ–হযরত শাহ অলিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি "আনফাসুল আরেফীন" পুস্তকের ৪১–৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আমার পিতা শাহ আব্দুর রহিম রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলতেন যে একবার আমার কঠীন অসুখ হয় এবং এ অসুখ এত দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে যায় যে অসুখে আমার বাঁচার কোন আসা ছিল না। আমি আমার জীবন সম্মন্ধে নিরাস হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন আমি ঘুমিয়ে আছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই অবস্থাতে হযরত শায়েখ আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলায়হি উপস্থিত হয়ে বলেন–হে বেটা, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তোমাকে দেখার জন্য আগমন করছেন, মনে হয় এই দিক দিয়েই তিনি প্রবেশ করবেন যে দিকে তোমার পা রয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার খাটলী ঘুরিয়ে নাও যাতে নবীপাকের দিকে তোমার পা না হয়। তারপর লোকেদের ইশারা করে আমার খাটলীর দিক পরিবর্তন করিয়ে নিলাম। ইহার পর রহমাতে আলাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হলেন এবং বললেন–"কায়ফা হালোকা ইয়া বুনাইয়া" হে আমার পুত্র তোমার কি অবস্থা ? নবীপাকের এই কথা শ্রবণ করে আমার দিলের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। তারপর হুজুর পাক আমাকে এ ভাবে জড়িয়ে ধরলেন যে তাঁর পবিত্র দাড়ী আমার মাথার উপর এবং তাঁর জামা মোবারক আমার চোখের পানিতে ভিজে গেল। আমি ইহাতে সুস্থতা লাভ করলাম।

সে সময় নবীপাকের চুল মোবারক পাওয়ার দীর্ঘ দিনের বাসনা আমার মনে জাগরিত হয়ে উঠল। যদি দয়া করে দয়ার নবী আজ দান করেন তবে আমার সৌভাগ্য। ইমামূল আম্বিয়া আমার দিলের বাসনা জানতে পেরে তাঁর দাড়ী মোবারক হতে দুটি দাড়ী আমাকে দান করলেন।

তারপর আমি চিন্তা করলাম যে জাগ্রত অবস্থাতে কি আমার নিকট এই দাড়ী মোবারক থাকবে। তখন দয়ার নবী বললেন–হ্যাঁ জাগ্রত অবস্থাতেও ইহা তোমার নিকটই থাকবে। এরপর তিনি পূর্ণ সুস্থ হওয়া এবং দীর্ঘ জীবন লাভের সুসংবাদ দান করলেন। তারপর আমি জাগ্রত হই এবং বাতী আনতে বলি। আলো আসার পর হাতে দাড়ী মোবারক না পেয়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। তারপর আমি নবীপাকের প্রতি মুতাওয়াজ্জা হলাম এবং তন্দ্রা আসল দেখি নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ নিয়ে এসে বললেন–দাড়ী মোবারকের হেফাজতের জন্য উহা তোমার বালিসের নিচে রাখা আছে। আমার তন্দ্রা ভাঙ্গার পর বালিসের নীচে হতে দাড়ী মোবারক গ্রহণ করে রক্ষিত করি। শাহ আব্দুর রহিম রহমাতুল্লাহি আলায়হির উক্ত ঘটনা হতে প্রমানিত হয় নূর নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে জীবিত এবং তাঁর উম্মতগণের সর্বদা সাহায্য কারী।

হজরত শাহ আব্দুর রহীম রহমাতুল্লাহি আলায়হির ঘটনা হতে বর্তমান দেওবন্দী তাবলিগীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

উক্ত দাড়ী মোবারকের বিশেষত্ব এই ছিল যে দুটি দাড়ী আলাদা থাকত কিন্তু যখন দরুদ শরীফ পাঠ করা হতো তখন একত্রিত হয়ে যেত।

একবার কিছু বিরোধী মত পোষন কারী পরিক্ষা করার জন্য এসে দাড়ী মোবারক রোদে নিয়ে গেলে সাথে সাথে আকাশে মেঘ উঠে ছায়া করে নেয়। তৃতীয় বিশেষত্ব ছিল যেমন নবীপাকের পবিত্র শরীর ছায়াহীন সে রকম এই দাড়ী মোবারকেরও কোন ছায়া ছিল না।

৯। ইমাম বুসাইরীর আরোগ্য লাভ ঃ– শায়খুল ইসলাম হযরত ইমাম শরিফুদ্দিন বুসাইরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্ম ৬০৮ হিজরী, মৃত্যু ৬৯৭ হিজরী) একবার তিনি প্যারালাইসিস (অর্ধাঙ্গ) অসুখে আক্রান্ত হন। তাঁর অর্ধেক শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল এবং উত্থান শক্তি রহিত হয়েছিল। বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ হাকিম চিকিৎসা করেছিলেন কিন্তু সুস্থ না হয়ে অসুখ আরও বাড়তে ছিল। ১২ বৎসর যাবৎ এই অসুখে তিনি ভুগছিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজ তিনি জীবন সম্বন্ধে নিরাস হয়ে পড়েন। ডাক্তারগণ শেষ চেষ্টা করে নিরাশ হয়ে বলেন এই অসুখ আর আরোগ্য হওয়ার নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই রোগীর বাঁচার কোন সম্ভাবনা নাই। হাসপাতাল হতে তাঁকে বাড়ী নিয়ে আসা হলো আত্মীয় স্বজন তাঁকে ঘিরে কান্না কাটি আরম্ভ করেছে। তিনি তাদের কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল যে ডাক্তাররা জবাব দিয়েছে আপনার জীবিত থাকার আর কোন আশা নাই। তিনি হেঁসে বললেন জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ, তিনিতো জবাব দেন নাই। হায়াত মউৎ তাঁরই নিকটে। তোমরা নিরাশ হইও না আল্লাহ দয়া করবে..।

রাত্রি বেলা সবাই একে একে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইমাম শারফুদ্দিন বুসাইরী মদিনার দিকে মুখ করে কান্না করতে করতে বলছিলেন–আমি দীর্ঘ বারো বৎসর এই অসুখের মধ্যে পড়ে আছি, ডাক্তারগণ ও জবাব দিয়ে দিয়েছে, মহান আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বিশ্ব জগতের আলিম ও হাকিম করে প্রেরণ করেছেন। ইয়া রাসুলাল্লাহ এই গোলামের প্রতি দয়া করুন। মেহেরবানী করুন। আপনি দয়ালু আপনি যদি দয়া না করেন কে আমাকে দয়া করবে ? হঠাৎ আমার মনের মধ্যে এই খেয়াল হলো–হে বুসাইরী পৃথিবীর ডাক্তাররা তোমাকে জবাব দিয়েছে তুমি তাবিবে দোজাহান দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জিকর করে দেখ। তাঁরই জিকর বা স্মরণ লা জবাব মারিজের জন্য দাওয়া। তাঁর নিকটই ফরিয়াদ করো তুমি আরোগ্য লাভ করবে।

সেই সময়ই তিনি নবীপাকের শানে প্রসংশিত কাসিদা অর্থাৎ কাসিদায়ে বুরদা পড়তে শুরু করলেন এবং ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখনই প্রাই ১৬৫ টি শের রচনা করে ক্রন্দন রত অবস্থায় পাঠ করতে থাকেন এবং পড়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর সৌভাগ্যের তারকা চমকালো, দোজাহানের দয়ার নবী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছেন। স্বপ্নে তিনি নবীপাকের হস্ত ও পা মোবারকে চুম্মন প্রদান করলেন। নবীপাক বললেন–হে বুসাইরী, তুমি দাঁড়িয়ে যাও। যে বুসাইরী বার বছর চিকিৎসা করার পরও তার দাঁড়াবার শক্তি অর্জিত হয় নাই আজ নবীপাকের একটি আওয়াজে দাঁড়িয়ে গেলেন। সরকারে মদিনা উপবেশন করলেন। বুসাইরী দেখলেন দয়ার নবীর সঙ্গে আরও অনেক আল্লার ওলিগণও উপস্থিত আছেন।

তারপর বললেন–বুসাইরী তুমি আমাকে তোমার নায়াত শরীফ শোনাও।

বুসাইরী নিবেদন করলেন–হুজুর আপনার শানেতো অনেক নায়াত শরীফ লিখেছি এখন কোন নায়াত শোনাব।

নবীপাক মুচকি হেঁসে বললেন–ঐ নায়াত শোনাও যা এখনই আমার শানে পড়তেছিলে। বুসাইরী দাঁড়িয়ে নায়াত শরীফ পড়তে লাগলেন। আকা শুনতেও ছিলেন, খুশি ও হতে ছিলেন। ইহার পর যখন তিনি নায়াত শরীফ বা কাসিদা পাঠ করা সমাপ্ত করলেন তখন দয়ার নবী বললেন–বুসাইরী তুমি আমার জন্য নায়াত শরীফ পাঠ করেছ আমি তোমার প্রতি অত্যান্ত খুশী হয়েছি তার পরিবর্তে আমি তোমাকে পুরস্কৃত করছি। বুসাইরী নিবেদন করলেন–যদি পুরস্কৃত করতে চান তবে আমাকে সুস্থতা দান করুন।

নবীপাক বললেন–আমি তোমাকে আমার ইয়ামিনি চাদর দান করব। তখন বুসাইরী প্রার্থনা করলেন–হুজুর সুস্থতা আমার আমার পক্ষ হতে দান করুন আর চাদর আপনার পক্ষ হতে দান করুন। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর দয়ার হাত বুসাইরীর শরীরে বুলিয়ে দিলেন এবং নিজ পবিত্র চাদর ও দান করলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুসাইরী তখনই সুস্থতা লাভ করলেন। মনে হচ্ছিল তাঁর কোন অসুখই হয় নাই। ইহার পর নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হি ওয়া সাল্লাম অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বুসাইরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি জাগরিত হয়ে দর্শন করলেন তাঁর শরীরে কোন অসুখ নাই এবং নবীপাকের দানকৃত চাদর মোবারকও তাঁর মাথার পাশে মওজুদ আছে। তারপর ইমাম বুসাইরী পবিত্র চাদর মস্তকের উপর রাখলেন, চুম্বন দান করলেন এবং চোখে লাগালেন। ইমাম বুসাইরী ওজু করে দুই রাকায়াত শুকরানা নামাজ পাঠ করলেন এবং তাহাজ্জুদের নামাজ পাঠ করলেন। সকাল বেলায় মোবারক চাঁদর কাঁধে নিয়ে মাসজিদে গেয়ে জামায়াতে নামাজ আদায় করলেন। মানুষ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে বুসাইরী বার বৎসর চলাফেরা করতে পারে না সে কেমন করে আরোগ্য লাভ করে জামাতে নামাজ আদায় করল। নামাজ সমাপ্ত করে তিনি বাড়ির দিকে ফিরতেছিলেন। সেই জামানার ওলি হযরত আবু রাজা আস সিদ্দিকীর সঙ্গে পথে তাঁর সাক্ষাত হয়। সালামের পর তিনি বললেন–হে বুসাইরী তোমার কাসিদা শুনাও যা নবীর শানে লিখেছ। তিনি বললেন–কোন কাসিদা শুনাবো। তিনি বললেন–ঐ কাসিদা শুনাও যে কাসিদা রাত্রে নবীপাককে শুনিয়েছ। যা শুনে দয়ার নবী তোমাকে সুস্থতা দান করেছেন এবং চাদর মোবারক দান করেছেন যা তোমার কাঁধের উপর বিরাজ করছে। বুসাইরী আশ্চর্য হলেন যে স্বপ্নের কথা কাউকেও বলেন নাই বা না কাসিদা কাউকে পড়ে শুনান নাই কেমন করে তিনি জানতে পারলেন। বুসাইরী জিজ্ঞাসা করলেন রাত্রের ঘটনা সম্পর্কে আপনি কি ভাবে অবগত হলেন ? তিনি জবাব দিলেন–আমি ইহা নিজেই শুনেছি কেননা তুমি যখন নবীপাককে ইহা শোনাও তখন নবীপাকের সঙ্গে এই অধমও উপস্থিত ছিল। তখন বুসাইরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি সমস্ত কাসিদাটা তাঁকে পড়ে শোনালেন, এই জন্য কবি বলেছেন–

"না কিঁউ কর নাম লো হর দম তুমহারা ইয়া রাসুল্লাল্লাহ
হুয়ে হাল মুশকিলে জিস দম পুকারা ইয়া রাসুলাল্লাহ"

(৬৬০ হিজরীতে এই কাসিদা তিনি রচনা করেন)

এই ঘটনা পুরো মেসর দেশে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সময় মেসরের বাদশাহ ছিলেন সেখ বাহাউদ্দিন এবং তাঁর প্রধান উজিরের নাম ছিল সায়াদউদ্দিন ফারুকী। কিন্তু তিনি অন্ধ ছিলেন। একদিন তিনি নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দর্শন করলেন নবীপাক বললেন–হে সায়াদউদ্দিন ফারুকী দৃষ্টি যদি চাও তবে শারফুদ্দিন এর নিকট হতে কাসিদা নিয়ে চোখে লাগিয়ে নাও। নির্দেশ মোতাবেক উজিরে আযম কাসিদা নিয়ে চোখে লাগালেন এবং পাঠ করলেন। আল্লাহ তায়ালা এই কাসিদার বরকতে তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন। উজির মেসরে ঘোষনা করে দিলেন যে কোন বিমারগ্রস্থ ব্যক্তি থাকলে আমার নিকট এসো। যে সব বিমারগ্রস্থ ব্যক্তি তাঁর নিকট আসতে লাগলেন তিনি তাদের মাথার উপর কাসিদা রাখতেন কাসিদার বরকতে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সুস্থ করে দিতেন।

(শারাহ কাসিদায়ে বুরদা শরীফ ২২–২৩ পৃষ্ঠা
দালায়েলুল খায়রাত ২৬৭ পষ্ঠা, নাশরুত্বীব ৩২৫–৩২৬ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত আহমদ রেজা বলেন–"তুমহে হাকিমে বরায়া তুমহে কাসিমে আত্বায়া তুমহে দাফিয়ে বালায়া তুমহে শাফিয়ে খাত্বায়া"।

১০। ***মুনাজারায় নবীপাকের মদদ***–সুলতানুল মুনাজিরিন আজমালুল উলামা হযরত আল্লামা মুফতী শাহ মহম্মদ আজমল সাহেব রহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্ম ১৫ই মহরম ১৩১৮ হিজরী, মোতাবেক মৃত্যু ২৮শে রবিউল আখের ১৩৮৩ হিজরী মোতাবেক ১৯০০ খৃঃ) তিনি বিনা ফটোতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে হজ পালন করেন। তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষের অনেক সঙ্গী সাথী ছিলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন–আমি মদিনা শরীফ পৌঁছে খলিফায়ে আলা হযরত কুতুবে মদিনা হযরত মাওলানা জিয়াউদ্দিন আহমদ রেজবী সাহেবের দরবারে উপস্থিত হই। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে আপনার নাম কি এবং হিন্দুস্থানের কোন স্থান থেকে আগমন করেছেন। আমি উত্তর দিলাম–আমি হিন্দুস্থানের মুরাদাবাদ জেলার সম্ভল থেকে এসেছি আমার নাম মোঃ আজমল। ইহা শ্রবণে কুতুবে মদিনা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমার সাথে মুসাফাহ ও মোয়ানাকা করলেন। আমি তাঁর নিকট জানতে চাইলাম যে এই মহব্বতের কারন কি ? তিনি তখন তাঁর বিছানার মাথার দিক হতে একটা পুস্তক বের করে দেখালেন এবং বললেন যে আমি প্রতি দিন নবীপাকের বরগাহে উপস্থিত হয়ে এই পুস্তকের লেখকের জন্য দোয়া করি যেন আল্লাহ তাঁকে হজ পালন করার ক্ষমতা প্রদান করেন। আল্লাহ তায়ালা আমার এই দোয়া কবুল করে নিয়েছেন।

তারপর জিজ্ঞাসা করলাম– হুজুর এখানে এ ভাবে আলমারী রাখার কারন কি ? তিনি বললেন–আমাকে একবার প্যারালাইসিস (অর্ধাঙ্গ) রোগ হয়েছিল এবং ডাক্তারগণ আমার আরোগ্য লাভের ব্যপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় আমি নবীপাকের রওজা শরীফে সাহায্য প্রার্থনা করলাম। সেই রাত্রেই স্বপ্নে দেখি যে আলা হযরত ফাজেলে বেরলবী এবং সাইয়েদোনা হুজুর গাওসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা ও সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ নিয়ে এসেছেন। আমি খাটলির উপর শুয়ে ছিলাম তখন সরকারে আকদাস ইরশাদ করলেন–জিয়াউদ্দিন তুমি শুয়ে কেন ? তোমার কি হয়েছে ? তখন আমি নিবেদন করলাম–হুজুর আমি প্যারালাইসিস অসুখে ভুগতেছি। জীবনের আশা থেকে নিরাশ হয়ে গেছি। ডাক্তার হেকিম জবাব দিয়ে দিয়েছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন–জিয়াউদ্দিন তুমি দাঁড়িয়ে যাও। হুকুম পেয়েই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর তিনি বললেন–আমার জাগাতে চলো। আমি হুজুরের তাবেদারী করে চলতে লাগলাম। সাইয়েদোনা হুজুর গাওসে আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আমার প্যারালাইসিস হওয়া অঙ্গের উপর হাত ফিরালেন। আমি স্বপ্নেই আরোগ্য লাভ করলাম। তারপর ঐ তিন হযরত এই স্থানেই নামাজ আদায় করলেন। সেই জন্য এই স্থানের পবিত্রতা রক্ষার্থে ঐ স্থানে আলমারী রেখে দিয়েছি যাতে এই স্থান কারো পদস্পর্শে অপবিত্র না হয়। মাওলানা জিয়াউদ্দিন বলেন সকালে নিকটতম লোকজন সাক্ষাত করতে এসে আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন–তখন তিনি বলেন আমার পীর ও মুর্শিদের আমার উপর দয়া হয়েছে তাই দয়ার নবী আমার উপর দয়া করেছেন এবং তাঁর রহমতে আমি আরোগ্য লাভ করেছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই হজ্বের সফরেই একটি মুনাজেরার ঘটনা সংঘটিত হয়। একজন গায়ের মুকাল্লিদ (লা-মাজহাব) আলেম নবীর ইলমে গায়েব সম্পর্কে মুনাজারার চ্যালেঞ্জ করে যে, যেকোন সুন্নী আলেম আমার সাঙ্গে মুনাজেরা করতে পারে। সুন্নী জামাতের লোকজন একজন মুনাজিরের জন্য হযরত জিয়াউদ্দিন মাদানীর নিকট উপস্থিত হন। তখন তিনি আজমালুল উলামা মোঃ আজমল সাহেবকে মুনাজেরার জন্য মুনাজির হিসাবে তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন।

চৌধুরী খোরসেদ আলী খাঁ যিনি আজমল সাহেবের সঙ্গে ছিলেন তিনি বলেন যে মুনাজারা মদিনা শরীফের রওজা মোবারকের সন্নিকটে অনুষ্ঠিত হয়। মুনাজেরার সময় আজমল সাহেবের চেহেরা ছিল রওজা মোবারকের দিকে আর গায়ের মুকাল্লিদ রওজা পাকের দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। আজমল সাহেব বলেন আমার নিকট কোন কেতাব ছিল না এবং আমি অনারবী ভারতীয়। গায়ের মুকাল্লিদের নিকট বহু কেতাব ছিল এবং সে ছিল আরবী। মুনাজেরার শুরুতে গায়ের মুকাল্লিদ নবীপাকের ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে হাদীস পড়তে আরম্ভ করেন এবং হাদীসের মধ্যে নিজ পক্ষ হতে কিছু অতিরিক্ত শব্দ বলেন। আজমল সাহেব সঙ্গে সঙ্গে গায়ের মুকাল্লিদকে বলেন তোমার কেতাব আমার নিকট পৌঁছাও হাদীস পাকের মধ্যে তুমি কিছু মনগড়া শব্দ সংযোজন করেছ যা হাদীসপাকের মধ্যে নাই। যখন কেতাব দেখা হলো তখনই প্রমানিত হল যে তার মনগড়া শব্দ গুলি হাদীসপাকে নাই। ইহার পর গায়ের মুকাল্লিদকে ধরা হল, সে মিথ্যাবাদী প্রমানিত হল এবং সে হতবুদ্ধি হয়ে মুনাজারার স্থান হতে পলায়ন করল।

অতঃপর আজমালুল উলামাকে জিজ্ঞাসা করা হল হুজুর আপনি কেমন করে জানতে পারলেন যে এই শব্দ গুলি হাদীস পাকের মধ্যে নাই ? এই গুলি তাঁর মনগড়া শব্দ ?

তিনি বললেন–সে যখন শব্দ গুলি বলতেছিল তখন আমি নবীপাককে স্মরণ করি এবং হুজুরের চেহেরা চাক্ষুষ দর্শন করি। তিনি আমাকে বললেন–এই শব্দ গুলি আমার হাদীস পাকে নাই সে হাদীসের মধ্যে কিছু মনগড়া শব্দ ব্যবহার করছে। তখনই আমি তাকে পাকড়াও করি।

আজমালুল উলামাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হল যে আপনি তো আজমী আরবীতে মুনাজেরা করতে কোন অসুবিধা বোধ করেন নাই ? তিনি বললেন–রওজা মোবারকের দিকে আমার চেহেরা ছিল এবং স্মরণ ছিল তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন।

এই মুনাজেরায় তাঁর জয়লাভে বহু বদ আকিদার মানুষ তৌবা করে সুন্নী সহীহ আকিদার মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মুনাজেরা কমিটি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বহু পুরস্কার প্রদান করেছিলেন। (সংগৃহিত–ফাতাওয়ায়ে আজমালীয়া ১ম খন্ড মুকাদদামাতুল কেতাবের ৪৩–৪৫ পৃষ্ঠা)

উক্ত ঘটনা হতে প্রমানিত হয় নবীপাক জিন্দা, গওসেপাক জিন্দা এবং আলা হযরতও জিন্দা আছেন।

"তু জিন্দা হ্যায় ওয়াল্লাহ তু জিন্দা হ্যায় ওয়াল্লাহ
মেরে চশমে আলম সে ছুপ জানে ওয়ালে"।

নবীপাক ও আলা হযরতের দাওলাতুল মাক্কিয়া ঃ– আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত আহমদ রেজা আলায়হি রহমা (জন্ম ১০ই শওয়াল ১২৭২ হিজরী মোতাবেক ১৪ই জুন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু ২৫শে শফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ২৮শে অক্টোবর ১৯২১ খৃষ্টাব্দ) ১৩২৩ হিজরী মোতাবেক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার তিনি হজ পালন করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁর মক্কা শরীফে অবস্থান কালে ওহাবীগণ নবীপাকের ইলমে গায়েব সম্পর্ক পাঁচটি প্রশ্ন করেন। কয়েক দিন তাঁকে সময়ও দেওয়া হয় কিন্তু তিনি সময় না নিয়ে নবীপাকের ইশকে ও মহব্বতে ঐ দিনই তার উত্তর লিখতে আরম্ভ করেন। সেই অবস্থায় তাঁর নিকট কোন কেতাব ও মওজুদ ছিল না। কিন্তু তিনি ইলমে লাদুন্নীর দ্বারা ৮/৮–৩০ ঘন্টায় আরবী ভাষায় অকাট্য কোরআন ও হাদীসের দলীল সহকারে একটি লা জাবাব কেতাব "আদদাওলাতুল মাক্কিয়া বিল মাদ্দাতিল গায়বীয়া" প্রণয়ন করে মক্কার ইমামের নিকট উপস্থিত করেন। বিরুদ্ধবাদীরা এত অল্প সময়ে এমন একখানা কেতাব লিপিবদ্ধ করা দর্শন করে আশ্চার্যান্বিত হয়ে যায় তথাপি এই কেতাবের বিরুদ্ধে কোন ত্রুটি বা কেতাবের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত করা ছিল তাদের সাধ্যাতীত। এমনকি আজ পর্যন্ত কোন বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর এই কেতাবের বিরুদ্ধে মত পোষনের সাধ্য হয় নাই।

তিনি হজ সমাপ্ত করে ফিরে আসার পথে কুতুবে মদিনা শায়খুল আরবে আযম মাওলানা জিয়াউদ্দিন আহমদ কাদেরী মাদানী আলায়হির রহমাকে আদদাওলাতুল মাক্কিয়া কেতাবের পান্ডুলিপি হেযায, মিশর, শাম প্রভৃতি দেশের উলামা কেরামগণের নিকট হতে তাসদিকাত অভিমত লেখার জন্য দিয়ে আসেন। মাওলানা জিয়াউদ্দিন তাসদিকাত নেওয়ার জন্য বিভিন্ন উলামাগণের নিকট গমন করেন। তাঁরা অভিমততো লিপিবদ্ধ করেন কিন্তু জিজ্ঞাসা করেন এত অল্প সময়ে অসুস্থবস্থায় কোন কেতাব পুস্তকের সাহায্য ব্যতিত এমন অকাট্য দলিল সহকারে বিশাল কেতাব রচনা করা কেমন করে সম্ভব হল ? ইহা বোধগম্যের বাইরে।

ইহার পর তিনি উক্ত কেতাব এবং উলামাগণের তাসদিকাত সহকারে বেরেলী শরীফ আলা হযরত আলায়হির রহমার নিকট আগমন করেন এবং সমস্ত উলামা গণের মতামত জ্ঞাত সমূহ করান। তখন আলা হযরত বলেন, তাঁরা যা মন্তব্য করেছেন তা সঠিকই করিছেন। কেননা একজন মানবের দ্বারা এ অল্প সময়ে এ রকম কেতাব রচনা সম্ভব নয়। তখন মাওলানা জিয়াউদ্দিন বলেন তবে আপনার দ্বারা কেমন করে সম্ভব হলো আপনিও তো একজন মানব ? তখন তিনি বলেন–এ ফকির মাকামে ইব্রাহিমের পার্শে বসে যখন কেতাব লেখা আরম্ভ করল তখন দর্শন করছি যে কাবা ঘরের দরজার একদিকে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং অন্য দিকে আলীয়ে মোর্তুজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আর মধ্যে খানে সাইয়েদোনা গওসে আজম শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। নবীপাক হযরত আলীকে যা বলছিলেন হযরত আলী তাই গওসে পাককে বলছিলেন। আর গওসে পাক যা বলতেছিলেন এই ফকির তা লিখতেছিল। এই পুস্তকের কলম ছিল আলা হযরতের হাতে আর জবান ছিল গওসে পাকের। এই জন্যই এই অসম্ভব কার্য্য সম্পন্ন হয়েছিল।

নবীয়ে পাক জিন্দা ওলি আওলিয়াগনও জিন্দা আশেকদের সর্বদা মদদ করেন। (মাহনামায়ে আলা হযরত, জুন–জুলাই ২০০৫)

১২। রওজাপাক হতে দুধ পান ঃ–হযরত শায়েখ আবু আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, একবার আমি মদিনা মানুয়ারায় মাসজিদে নববীর মেহরাবের নিকট এক বোজর্গ ব্যক্তিকে ঘুমন্তবস্থায় দর্শন করলাম। তিনি কিছুক্ষন পর জাগরিত হয়ে রওজা পাকের নিকট গিয়ে সালাম নিবেদন করলেন, তারপর মুচকি হেসে ফিরে এলেন। একজন খাদেম তাঁর মুচকি হাঁসার কারণ জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন–আমি খু ব ক্ষুধার্ত ছিলাম এমতবস্থায় রওজা পাকে উপস্থিত হয়ে ক্ষুধার অভিযোগ করি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারপর এসে শুয়ে পড়ি। স্বপ্নে দয়ার নবীর দীদার হয় এবং তিনি আমাকে এক বাটি দুধ দান করেন আমি তা পেট পুরে পান করি। তারপর সেই বোজর্গ সত্যতার প্রমান স্বরূপ নিজ মুখ হতে দুধ বের করে সকলকে দর্শন করালেন। (ফায়জানে আহমদ রেজা ২৫৭ পৃষ্ঠা)

১৭। জিহ্বা ফিরে পাওয়া ঃ– মিশরে যখন ফাতেমিয়া শাসন কায়েম ছিল সে সময় মানুষেরা আসুরার দিন মদিনা শরীফে হযরত সাইয়েদোনা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাজারে উপস্থিত হয়ে (মায়াজাল্লাহ) সায়খাইন অর্থাৎ হযরাত আবু বাকার সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা ও অন্যান্য সাহাবাগণকে গালি দিত। একবার আসুরার দিন এক ব্যক্তি আব্বাসের মাজারে উপস্থিত হয়ে বলল যে তোমাদের মধ্যে কে আছে যে হযরত সাইয়েদোনা সিদ্দিকে আকবারের মহব্বতে আমাকে খাবার দিবে। তাদের মধ্যে হতে একজন বৃদ্ধ মানুষ বেরিয়ে এসে বলল যে আমার সঙ্গে এসো । সে আমাকে তার বাড়ী নিয়ে গেল এবং আমাকে খাবার দেবার পরিবর্তে আমার জিহ্বা কেটে আমার হাতে রেখে দিল এবং বলল ইহাই আবু বাকার সিদ্দিকের মহব্বতের খানা। এই এই অবস্থায় রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শায়খাইনগণের মাজার শরীফে উপস্থিত হয়ে ব্যাথিত অবস্থায় বসে পড়লাম এবং এই অবস্থায় আমার ঘুম চলে এল। আমি দেখলাম দয়ার নাবী আবু বাকার সিদ্দিক কে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। রাসুলেপাক সিদ্দিকে আকবারকে বললেন এ ঐ ব্যক্তি যার জিহ্বা তোমার মহব্বতে কাটা হয়েছে তার জিহ্বা ঠিক করে দাও। ইহার পর সিদ্দিকে আকবার তার কাটা জিহ্বাকে জিহ্বার সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন দেখলাম যে আমার জিহ্বা ঐ রকম আছে যা কাটার পূর্বে ছিল বরং তা অপেক্ষাও উত্তম। আমি বাড়ি ফিরে গেলাম কিন্তু এই ঘটনা কারো সামনে প্রকাশ করলাম না।

যখন দ্বিতীয় বৎসর আসুরার দিন মদিনা শরীফে হযরত আব্বাসের মাজারে উপস্থিত হয়ে আবার আমি হযরত সিদ্দিকে আকবারের মহব্বতে কিছু চাইলাম তখন তাদের মধ্যে হতে একজন যুবক বেরিয়ে এসে আমাকে সঙ্গে করে নিজ বাড়ি নিয়ে গেল। আমি পোঁছানের পর দেখলাম ইহা ঐ বাড়ি যে বাড়িতে গত বৎসর আমার জিহ্বা কাটা হয়েছিল। কিন্তু এই বৎসর যুবক তার খুব সেবা যত্ন করলো এবং সম্মান প্রদর্শন করলো। আমি তার ব্যবহারে খুব আশ্চর্য হলাম এবং আমি তাকে বললাম যে গত বৎসর আমাকে এই বাড়িতে খুব কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। যুবকটি জিজ্ঞাসা করলো আপনার সঙ্গে কি খুব খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিল। আমি তাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। যুবকটি বলল যে সে আমার পিতা ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাকে ধ্বংশ করে দিয়েছেন। যুবকটি নিজ মাজহাব হতে তৌবা করে নিল। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন)

"মুশকিল যো সার পে আ পড়ি তেরেহী নাম সে টলী
মুশকিল কোষা হ্যায় তেরা নাম তুঝপর দরুদ ও সালাম"।

ইয়া নাবী সালাম আলায়কা, ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা, ইয়া হাবিব সালাম আলায়কা।
স্বালাওয়া তুল্লাহি আলায়কা।

----------চলবে----------

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়া বিভাগ

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী
শিক্ষক–নাইত শামসেরিয়া হাইমাদ্রাসা
মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী
শিক্ষক–ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা

প্রশ্ন ঃ-(১) জনাব মুফতী সাহেব, সালাম নিবেন এবং দয়া করে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর পত্রিকাতে দিলে উপকৃত হব। ? -ইতি মির রেজাউল আলী, সাং-সানবান্দী, হুগলী

(ক) নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জানাজা কে পড়িয়েছেন এবং কি ভাবে ?

(খ) জানাজায় চতুর্থ তাকবিরের পর হাত ছেড়ে না বেঁধে সালাম ফিরাতে হবে ?

(গ) জানাজার নামাজে তকবীর বলার সময় রফা ইয়াদাইন করা কি ?

(ঘ) ঈদ ও বকরাঈদের নামাজের পর মুসাফাহ ও মোয়ানাকা করা কি জায়েজ ?

(ঙ) জানাজা নামাজের পর ও দাফন করার পর দোয়া করা কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ–১) (ক) নবীপাকের জানাজার নামাজের বিষয়ে উলামাগণের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। এক শ্রেণীর উলামাদের নিকট এই নামাজ প্রচলিত নিয়ম অনুসারে হয় নাই বরং দলে দলে মানুষ উপস্থিত হয়ে স্বালাত ও সালাম পাঠ করেছেন। ইহার সমর্থনে কিছু হাদীসও বর্নিত আছে। কিছু উলামাগণের মত যে ইহা প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পড়ানো হয়। সাহাবাগণ দলে দলে আসেন এবং নামাজ পাঠ করতে থাকেন তারপর সর্বসম্মতিক্রমে যখন হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলিফা নির্বাচিত হন তখন তিনি জানাজার নামাজ পড়েন তারপরে আর কেউ পড়ে নাই। আল্লাহ মহাজ্ঞানী। (ফাতওয়ায়ে রাজাবীয়া ৪র্থ খন্ড ৫৪ পৃষ্ঠা)

(খ) জানাজার নামাজে ৪র্থ তাকবীর বলার পর কিছু পাঠ না করে হাত ছেড়ে সালাম ফিরাবে। (বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৫৪ পৃষ্ঠা,ফাতওয়ায়ে আমজাদীয়া ১ম খন্ড ৩১৭ পৃষ্ঠা) আরও প্রকাশ থাকে যে তাকবীর বলার সময় আকাশের দিকে মুখ করা মাকরুহ।

(গ) জানাজার নামাজে নিয়ত করার পর প্রথম তাকবীর বলার সময় ব্যতিত রফা ইয়াদাইন করা সুন্নত বিরোধী ও মাকরুহ। (ফাতওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ১ম খন্ড ৪৪৪ পৃষ্ঠা)

(ঘ) ঈদ ও বকরাঈদের নামাজের পর বা অন্য কোন নামাজের পর মুসাফাহ ও মুয়ানাকা করা সুন্নত। রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত এবং এ সম্পর্কে একাধিক হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। সাদরুল আফাযিল মুফাসসেরুল কোরআন মুফতী সাইয়েদ নাইমুদ্দিন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফাতাওয়ায়ে সাদরুল আফাযিল নামক কিতাবে ৪৮৫ হতে ৪৯৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন মুসাফাহ ও মুয়ানাকাহ করা জায়েজ ও সুন্নাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) জানাজার নামাজের পর বা মৃত ব্যক্তিকে দাফন কাফন করার পর দোওয়া করা প্রকাশ্য শরীহ দলিল হতে প্রমাণিত। হাদীসপাকে বর্ণিত "আদদোওয়াও মুখখুল ইবাদাত" অর্থাৎ দোওয়া ইবাদাতের মগজ। আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেজা ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার ৪র্থ খন্ডে ১৯ পৃষ্ঠা হতে ২২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং ২৪ পৃষ্ঠা হতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ সম্পর্কে শতাধিক দলিল সহকারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে দোওয়া করা মুসতাহাব ও জায়েজ। জীবিত ব্যক্তিদের দোওয়াতে মৃত ব্যক্তিগণ উপকৃত হন।

প্রশ্ন ঃ-(২) সালাম গ্রহণ করবেন, আমার এই কটি প্রশ্নের উত্তর কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আলোকপাত করবেন।

-ইতি গোলাম কিবরিয়া, সাং-উলুবেড়িয়া, হাওড়া, হুগলী

(ক) লাইফ ইনসুরেন্সে জমানো টাকা হালাল না হারাম ?

(খ) ডাঃ জাকির নায়েক এক স্থানে এজিদকে (রাদঃ) বলেছে ইহা ঠিক না ভুল ?

(গ) নবীপাকের কয়টি সুরাত এবং সেগুলি কি কি ?

(খ) তাবলিগ জামায়াতের মধ্যে খারাপ কোন জিনিসটি ? দেওবন্দী আকিদার আলেমের পিছনে নামাজ পড়া যাবে কি না, যদি পড়া যায় সেটি কি ?

উত্তর ঃ-(ক) লাইফ ইনসুরেন্সের জমানো টাকা জায়েজ ও হালাল। ইহার ইন্টারেষ্টের টাকা সুদে গন্য হবে না। (ফাতওয়ায়ে ইউরোপ ৪৬৩ পৃষ্ঠা, ইসলাম আউর জাদিদ গাসায়েল ৭৭, ৭৮ পৃষ্ঠা)

(খ) নিঃসন্দেহে এজিদ একজন ফাসেক, ফাজের, শারাবী, গোনাহগার, খবিস। মক্কা মদিনার উপর অন্যায় অত্যাচার করেছে। আহলে বায়াতের উপর কঠিন উৎপীড়ন করেছে। তার মৃত্যু কুফর অবস্থায় হয়েছে না ঈমানী অবস্থায় হয়েছে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই জানেন এ জন্যই ইমাম আযম আবু হানিফা তার কুফর বা ঈমান সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। এ রকম সন্দেহ যুক্ত অত্যাচারী শরীয়ত আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির জন্য রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যবহার করা নিষেধ। ভারতবর্ষের কোন সুন্নী উলামা তার নামের শেষে ইহা ব্যবহার করেন নাই। (ফাতওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ১মখন্ড) এ জন্য জাকির নায়েকের এজিদ এর নামের শেষে রাদিঃ শব্দ ব্যবহার করা ভুল।

ডাঃ জাকির নায়েক একজন সুন্নী জামায়াত বিরোধী ব্যক্তি তার বক্তৃতা শ্রবণ করা বা তার নামে বাংলায় প্রকাশিত বই পুস্তক পাঠ করা সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য নিষেধ।

(গ) মুফাসসিরুল কোরআন আল্লামা শায়েখ ইসমাইল হাক্কি আলায়হির রহমা (মৃত্যু ১১৩৭ হিজরী) তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে রুহুল বয়ান (উর্দূ) ৮ম খন্ড ১৬ পারা সূরা মরিয়ম ১ম আয়াত এর ব্যখ্যায় ১০২ পৃষ্ঠায় বলেছেন, হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুরাত তিনটি।

১) সুরাতে বাশারী-আয়াত "ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম"।

২) সুরাতে মালাকী-হাদীস "লাসতুকা আহাদিন আবিতু ইনদা রাব্বি....."

৩) সুরাতে হাক্কি-হাদীস, "লি মায়াল্লাহি ওয়াকতুন লা ইয়াসয়ানী ফিহী মালাকুন মুকার রাবুন ওয়ালা নাবিউন মুরসালুন"

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ঘ) দেওবন্দী মৌলবী আশরাফ আলী থানবী, খলিল আহমদ আম্বেঠী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, প্রভৃতিদের যে আকিদা তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা বা আবিস্কারক মৌলবী ইলিয়াস কান্ধোলবীর ও সেই আকিদা। সে বলেছে মৌলবী আশরাফ আলীর শিক্ষা আর আমার হবে প্রচার ও পদ্ধতি। আর আশরাফ আলীর শিক্ষা তার লিখিত কেতাব হিফজুল ঈমানের ৮ পৃষ্ঠায় নবীপাকের জ্ঞানকে জীব জন্তু, পাগল, চতুষ্পদ জন্তুর জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করেছে। দেওবন্দী আলেমগনের কুফরী আকিদার কারণে আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের মুফতীগণ তাদেকে কাফের, মুরতাদ ও বেদ্বীনের ফাতাওয়া প্রদান করেছেন যা "হুসামূল হারামাইন ও আসসাওয়ারেমূল হিন্দিয়া" পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। এই দেওবন্দী তাবলিগী, ওহাবী, মৌদুদী জামায়াতী কারো পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। ভুলবশতঃ পড়লে সেই নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। তাবলিগীদের প্রকাশ্য কাজ কলেমা নামাজের প্রচার কিন্তু তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুন্নী মুসলমানদেরকে দেওবন্দী ওহাবী তৈরী করা। এজন্য তাদের সভাতে যাওয়া, সম্পর্ক রাখা, তাদের চিল্লাতে অংশগ্রহণ করা নাজায়েজ ও হারাম। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ।

(এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন "দেওবন্দী তাবলিগী পরিচয়" প্রকাশিত মুসলীম লাইব্রেরী কোলুটোলা নাখোদা মাসজিদের পার্শে, কলকাতা।)

-ঃ জানা-অজানা ঃ-

মুফতী ইসমাইল

প্রশ্ন ১) জমিন ও আসমান কয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে ?

উত্তর ঃ জমিন ও আসমান ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে (কোরআন শরীফ)

প্রশ্ন ২) জমিন ও আসমানের মধ্যে প্রথমে কি সৃষ্টি করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন প্রথমে জমিন অর্থাৎ পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে তারপর আসমান। তবে জমিনকে পরে ঠিক করা হয়েছে (ইবনে কাসীর ১ম পারা)

প্রশ্ন ৩) পানির উপর মাটি কোথায় সর্ব প্রথম তৈরী করা হয় ?

উত্তর ঃ পানির উপর মাটি সর্ব প্রথম ঐ স্থানে তৈরী করা হয় যেখানে আজ কাবা ঘর অবস্থিত (তাফসীরে নায়িমী ১ম খন্ড ৮৩৯ পৃঃ)

প্রশ্ন ৪) জমিন সৃষ্টি করার পর জমিনকে স্থির রাখার জন্য কয়টি পাহাড় তৈরী করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন তার সংখ্যা ১৭ টি (তাফসীরে জালালাইন ৩৪৬ পৃষ্ঠা টিকা নং ১৬)

দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে তার সংখ্যা ৪৪১ টি (নুজহাতুল মাজালিস)

প্রশ্ন ৫) পৃথিবীর কোন স্থান সর্বপেক্ষা উত্তম ?

উত্তর ঃ যে স্থানে নূর নবীর পরিত্র শরীরকে রাখা হয়েছে (ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ৪র্থ খন্ড ৬৮৭ পৃঃ)

প্রশ্ন ৬) পৃথিবীতে মোট পাহাড়ের সংখ্যা কত ?
উত্তর ঃ পৃথিবীতে মোট ৬৬৭৩ টি পাহাড় আছে (তাফসীরে নায়িমী ৩য় খন্ড ৯০ পৃঃ)
প্রশ্ন ৭) সমুদ্রের পানি কখন হতে লবনাক্ত হয় ?
উত্তর ঃ সমুদ্রের পানি সর্ব প্রথম মিষ্টি ছিল কিন্তু যে দিন কাবিল হাবিলকে হত্যা করে সেদিন হতে সমুদ্রের পানি লবনাক্ত হয়ে যায়।
প্রশ্ন ৮) কার কার মৃত্যুতে আসমান ক্রন্দন করেছে ?
উত্তর ঃ দুজন ব্যক্তির মৃত্যুতে আসমান ক্রন্দন করেছে।
১ম–হযরত ইয়াহ ইয়া আলায়হিস সালামের মৃত্যুতে আসমান ক্রন্দন করেছে
২য়–হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর (আসমানের ক্রন্দনের অর্থ লালবর্ণ হওয়া)
প্রশ্ন ৯) আল্লাহ তায়ালা কয়টি জিনিস জমিনে পাঠিয়েছেন ?
উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা চারটি জিনিস আসমান হতে জমিনে পাঠিয়েছেন–লোহা, আগুন, পানি, ও লবন। (তফসীরে খাজায়েনুল ইরফান ২৭ পারা)
প্রশ্ন ১০) ঐ দুটি গাছের নাম কি এবং কোথায় পাওয়া যায় যার ভেজা ডালের ঘর্ষনে আগুন তৈরী হয়?
উত্তর ঃ এই দুটি গাছ আরবের জঙ্গলে বেশী দেখা যায় একটির নাম মারাখ ও অপরটির নাম আফফার। এই গাছের ডালগুলি এতই ভেজা থাকে যে ডালথেকে পানি ঝরতে থাকে কিন্তু তবুও উভয় ডালের ঘর্ষনে আগুন জ্বলে উঠে। (সূরা ইয়াসিন, খাজায়েনুল ইরফান)
প্রশ্ন ১১) সর্বপ্রথম আল্লাহ কোন পাহাড়কে তৈরী করেন ?
উত্তর ঃ জমিনের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা মক্কা মুকাররামার আবু কোবাইশ পাহাড় তৈরী করেন (নুজহাতুল মাজালিস) সংগৃহিত–ইসলামী হায়রত আনঙ্গীজ মালুমাত।
বিঃ দ্রঃ–গত সংখ্যায় জানা অজানার মধ্যে কোন প্রাণী এক বৎসর পুরুষ থাকে এবং পরের বৎসর নারী হয় ? তার উত্তর ইসলামী হারাত আনঙ্গীজ মালুমাত পুস্তকের ৫১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে খড়গোশ তিনি হায়াতুল হাইয়াওয়ান (উর্দু) ৯৮ পৃষ্ঠা হতে বর্ণনা করেছেন।

তাবলীগি দেওবন্দীদের আকিদা বিনষ্টকারী মত ও পথ সম্পর্কে জানতে–

তাবলিগী দেওবন্দী পরিচয়

লেখক–মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রাপ্তিস্থান–মুসলীম লাইব্রেরী, ১১কলুটোলা ষ্ট্রীট, ১২১ রবীন্দ্র সরণী. কোল-৭০০০৭৩

পাওয়া যাচ্ছে সর্বদা সাথে রাখার মত বই–

সুন্নী নামাজ শিক্ষা

লেখক–মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মোজাদ্দেদী

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাখোদা মাসজিদের নায়েবে ইমাম

দেওবন্দী মোলবী মোঃ শাফিক এর

------ঃ ভূল ফাতাওয়া ঃ-----

কিছু মানুষ মৌলবী মোঃ শাফিককে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাতে মোঃ শাফিক যে তার ফাতাওয়া প্রদান করে যা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

ফাতাওয়ার ফটো কপি ও তার বাংলা তরজমা

بسم اللہ الرحمن الرحیم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
کلکتہ ناخدا مسجد امام

(۱) محترم مکرم جناب مفتی صاحب
ایک بات گزارش یہ ہے کہ نبی کریم (صلعم)
کے قبر مبارک پکا ہے یا کچا

(۲) نبی کریم (صلعم) کے قبر کے اوپر چادر سے ڈھکا
ہے یا نہیں

(۳) نبی کریم (صلعم) کے قبر کے اوپر چادر چڑھتا
ہے یا نہیں

حضرت یہ سب مسئلہ جناب کی فتوا دیکر ہم لوگ
کو شکریہ کا موقع دینگے ۔

صورت مسئولہ سوال مذکورہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر
بالکل سادہ ہے اس پر کوئی پکی تعمیر نہیں ہے اور
اس کے روضہ پر چادر چڑھایا جاتا ہے
فقط واللہ تعالیٰ اعلم

pdf By Syed Mostafa Sakib

মূল ফটো কপি ফাতাওয়ার বাংলা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম, আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহ

কলকাতা নাখোদা মাসজিদ ইমাম

১। মুহতারাম মুকাররাম জনাব মুফতী সাহেব আপনার নিকট আবেদন যে নবী করীম (সোয়াদ) এর কবর মোবারক পাকা না কাঁচা ?

২। নবী করীম (সোয়াদ) এর কবরের উপর চাদর দিয়ে ঢাকা আছে না খালি ?

৩। নবী করীম (সোয়াদ) এর কবরের উপর চাদর দেওয়া হয় না হয় না ?

হযরত এই সব মাসলার ফাতাওয়া দিয়ে আমাদের শুকরিয়া আদায় করার সুযোগ দিন।

* উল্লিখিত জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের অবস্থা মোতাবেক হুজুর (সোয়াদ) এর পবিত্র রওজা বিলকুল সাদা তার উপর কোন পাকা পোক্ত নয় এবং না তাঁর রওজার উপর চাঁদর দেওয়া হয়।

ফাকাত ওয়াল্লাহু তায়ালা আলাম

NAKHODA JAMA MASZID ★ PESH EMAM
Jakana st
Kolkata-73

সিল

মহম্মদ শাফিক

আমাদের আবেদন আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মুফতীগণের নিকট যে উক্ত ফাতাওয়া সহীহ না ভূল সুন্নী জগৎ পত্রিকায় তা প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করছি। ইতি–

ইমাম
দক্ষিণ সাঁকরাইল পূর্ব মাসজিদ
পোঃ + থানা–সাঁকরাইল
হাওড়া

ক্বারী মোঃ আব্দুর রাকীব রেজবী
গ্রাম–ফুলশহরী, পোঃ–রমনা সেখদিঘি,
থানা সাগরদিঘী, জেলা–মুর্শিদাবাদ

آنکھوں کا نور روضۂ اطہر

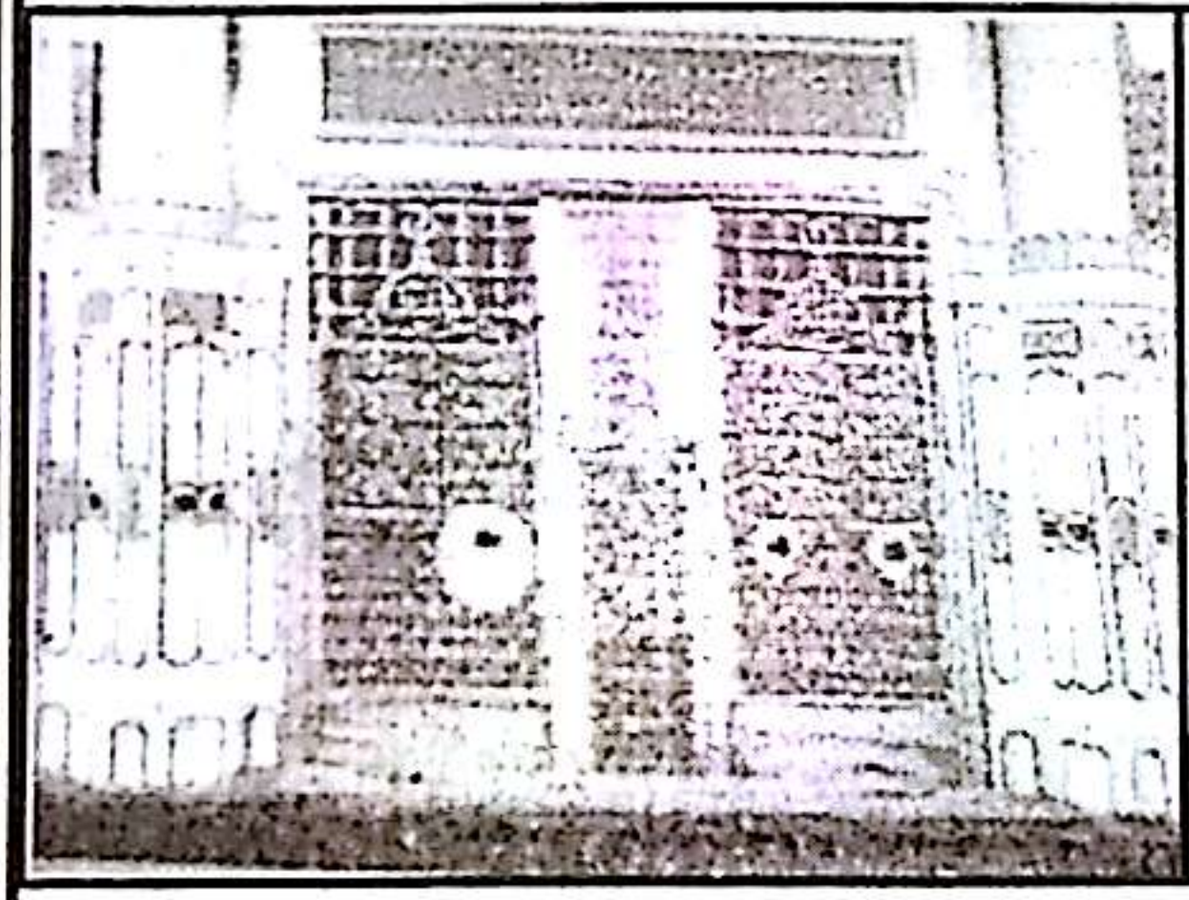

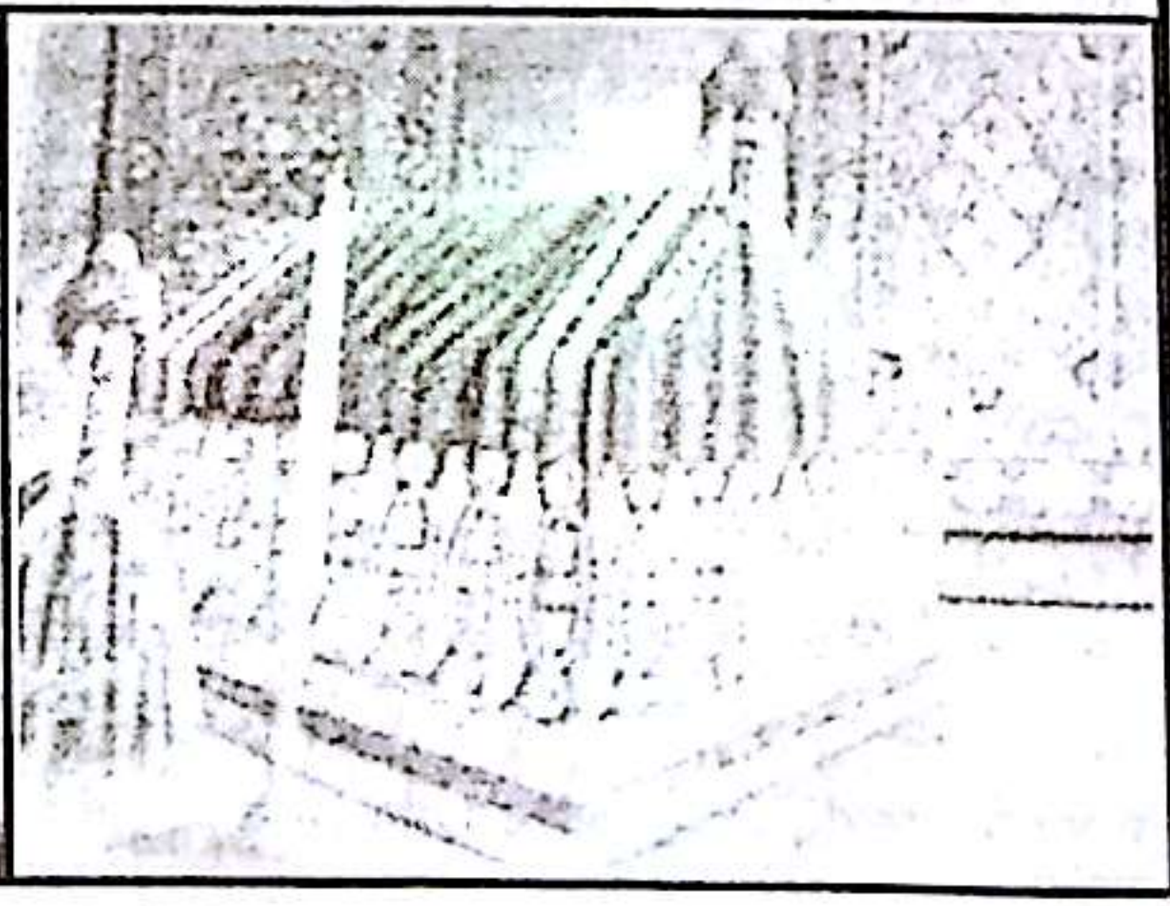

قبر انور سرکار اعظم ﷺ

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃ উত্তর ঃ-

যে সকল মানুষেরা নাখোদা মাসজিদের নায়েবে ইমাম মহম্মদ শাফিক কে মুফতী সম্বোধন করে ফাতাওয়া জিজ্ঞাসা করেছেন ইহাই প্রথম ভূল, কেননা মহম্মদ শাফিক সাহেব সনদপ্রাপ্ত কোন মুফতী নন বা কোন মদ্রাসার অভিজ্ঞ শিক্ষকও নন। তিনি এমন ব্যক্তি যার শরীয়তে ফাতাওয়া দেওয়ার কোন অধিকার নাই। আর মহম্মদ শাফিক এরও উচিৎ হয় নাই মুফতী না হয়ে মুফতীর মাসনাদে বসে ফাতাওয়া প্রদান করা। মুফতী না হয়ে মুফতীর মাসনাদে বসে ফাতাওয়া দেওয়া হারাম। তাঁর ফাতাওয়া লেখা দেখে মনে হচ্ছে যে তিনি কখনই কোন ফাতাওয়া লেখেন নাই বা লেখা দেখেন নাই। দুনিয়ার সকল মুফতীগন ফাতাওয়া লেখার পূর্বে বিসমিল্লা বা বি আওনিল মালিকিল ওহহাব লেখার পর ফাতাওয়া প্রদান করেন। ইহা তার সর্ব প্রথম ভূল। তিনি ফাতাওয়া লিখতে আরম্ভ করে হুজুর শব্দের পরে "সোয়াদ" লিখেছেন। সোয়াদ শব্দের অর্থ কি ? যদি ইহা দরুদের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে তবে ইহা ব্যবহার করা নাজায়েজ ও হারাম (নিজামে শরয়িত পৃষ্ঠা ১৭১) এবং বিদাতে সাইয়া। ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার তৃতীয় খন্ডে লিখেছে ইহা মুখামী, বেহুদা, কঠিন অপছন্দনীয় এবং হারাম।

ফাতাওয়া লেখার মধ্যে যে নবীপাকের রওজার উপর কোন পাকা পোক্ত নাই বলে উল্লেখ করেছেন ইহা তার মস্তবড়ো ভূল কেননা নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফের চতুর্দিকে মোজায়িক পাথর দ্বারা বাঁধানো এবং রওজা শরীফের উপর বিশাল কারুকার্য্য মন্ডিত অতুলনীয় গম্বুজ পৃথিবী বিখ্যাত যা দুনিয়ার মানুষ পরিদর্শন করছেন। অন্ধ শফিক সাহেব কি ইহা দেখতে পান না ?

আসলে মহম্মদ শাফিক সাহেব একজন দেওবন্দী ওহাবী মতাবলব্বী ও সেই মতবাদের অনুসরণ কারী। দেওবন্দী ওহাবী গণ নবী বিদ্বেষী, নবীগণের তাওহীনকারী। নবী বিদ্বেষের ছাপ তার ফাতাওয়ার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই রওজা পাককে সাধারণ ভাবে প্রকাশ করেছে।

ফাতাওয়ার মধ্যে রওজাপাকের উপর চাদর চড়ানো ব্যপারে বিরূপ মন্তব্য করেছে ইহা তার চরম মুর্খামী কেননা "জায়াল হক" ১ম খন্ডে প্রকাশিত মকতবা নায়িমিয়া দিপা সারায়ে সম্ভল মুরাদাবাদ ২৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে শত শত বৎসর পূর্ব হতে হুজুর আলায়হি স্বালাতু সালামের রওজা পাকের উপর সবুজ রেশমী চাদর চড়ানো আছে যা অত্যান্ত মূল্যবান। আজ পর্যন্ত কেউ তা নিষেধ করেন নাই।

শফিক সাহেব তার ফাতাওয়ার মধ্যে কোন কেতাবের হাওলা বা উদ্ধৃতি প্রদান করেন নাই ইহা তার ব্যক্তিগত মত যা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

শাফিক সাহেব আর একটি চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছেন, তিনি নিজে নায়েবে ইমাম কিন্তু ফাতাওয়ার নিম্নে শিলমোহর দিয়েছেন পেশ ইমামের। ইহা কি শরীয়তে জায়েজ ? এই রকমের ছল-চাতুরী কেবলমাত্র দেওবন্দীদেরই মানায়।

রওজা পাকের ইতিহাস ঃ-রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কবর শরীফ হচ্ছে মাসজীদ নববীর সংলগ্ন মা আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পবিত্র হুজুরা। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজ খেলাফতের সময়কালে তার চারপার্শ কাঁচা ইট দিয়ে গোলাকার দেওয়াল তৈরী করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারপর ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের সময়কালে সাইয়েদোনা আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের সমস্ত সাহাবাগণের উপস্থিতিতে ৮৮ হিজরীতে ইহার উপর অত্যান্ত মাজবুত ইমারত তৈরী করেন এবং তার উপর পাথর বসান। ইহাই আল্লামা সাইয়েদ সামহুদী তাঁর খোলাসাতুল ওয়া বি আখবারী দারিল মুস্তাফা পুস্তকে বর্ণনা করেছেন, আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "জজবুল কুলুব ইলা দয়ারিল মাহবুব" এর মধ্যে বলেছেন। ৫০৫ হিজরীতে জামালূদ্দিন ইস্পেহানী উলামাগণের উপস্থিতিতে সানদাল কাঠের (চন্দন) জালি উক্ত দেওয়ালের চতুর্দিকে তৈরী করান।

আল্লামা সামহুদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ওফাউল ওফা বি আখবারী দারিল মুস্তাফা" গ্রন্থের ১ম খন্ড ৪৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে, ৫৫৭ হিজরীতে দুজন খৃষ্টান সুড়ঙ্গ তৈরী করে নবীপাকের লাশ মোবারককে কবর শরীফ হতে বাহির করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেই সময় বাদশাহ নুরউদ্দিনকে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিনবার স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন। বাদশাহ চক্রান্তকারী দুজন খৃষ্টানকে মদিনায় এসে হত্যা করলেন এবং রওজা পাকের চতুর্দিকে নিচে পানি পর্যন্ত ভিত খনন করে রাং ও সিসা গলিয়ে পূর্ণ করলেন যাতে কোনদিন কারো পক্ষে নবীপাকের পাক শরীর পর্যন্ত পৌছানো সম্ভব না হয়।

ইহার পর রাসুলে পাকের রওজা পাকে সর্ব প্রথম বাদশাহ মানসুর কালাউন সালেহী এর সময়কালে ৬৭৮ হিজরীতে গম্বুজ তৈরী হয়। দ্বিতীয় বর্ণনায় এই গম্বুজ কামাল আহমদ ইবনে বারজান আব্দুল কাবি সওয়াবের নিয়তে তৈরী করেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর রওজা পাকের উপর গম্বুজ প্রথম তৈরীর পর বিভিন্ন বাদশাহ নিজ নিজ সময়কালে ইহার নতুনত্ব ও সংস্কার করান এবং সুশোভিত করার কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

এই সময়কালে গম্বুজের রঙ ছিল সাদা এজন্য আলকুব্বা তুল বায়দা নামে স্মরণ করা হতো। ইহার পর ১২৩৩ হিজরীতে বাদশাহ মাহমুদ খাঁ গম্বুজ সংস্কার করেন এবং ১২৫৫ হিজরীতে গম্বুজের উপর সবুজ রং করা হয়। সেই দিন হতে রওজা মোবারককে "গম্বুজে খাজরা" বলা আরম্ভ হয়। (হায়রাত আঙ্গীজ মা'লুমাত ৪৪৮ পৃষ্ঠা)

তফসীরে রুহুল বয়ান (উর্দু) ৫ম খন্ড ১০ পারা সূরা তৌবা, ১৮ আয়াত "ইন্নামা ইয়া মুরু মাসাজিদাল্লাহ ....." এর ব্যাখ্যায় ১২৪.১২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে আওলিয়া, উলামা, সোলাহাগণের মাজারের উপর চাদর দেওয়া ইমারত তৈরী করা এবং আলোকিত করা জায়েজ ও মুস্তাহাসান।

কাবা শরীফের উপর মাকামে ইব্রাহিমের উপর রাসুলেপাকের মিম্বরের উপর চাদর সম্মানের জন্য চাপানো আছে। সুতরাং নবীপাকের রওজাপাকের উপর চাদর চড়ানো কোন দোষনীয় নয় বরং নবীপাকের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষার্থে রাখা যায়। রওজা পাকের উপর চাদর দেওয়া পূর্বেও ছিল ও এখনও জায়েজ। কিছু মিথ্যাবাদী হাজী গুজব ছড়াচ্ছে যে নবীপাকের রওজা পাকের উপর চাদর দেওয়া নাই। ইহা চরম মিথ্যা কেননা রওজাপাকের জালির বাহির হতে ছোট ছিদ্র দিয়ে রওজা পাককে দেখা সম্ভব নয় এবং বর্তমান ওহাবী সরকার দেখার সুযোগও দেয়না। ওহাবী দেওবন্দীগণই রওজা পাকের অসম্মান করে থাকে। আমাদের আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের মতাবলম্বীগণের নিকট আবেদন তাদের কথায় ও কর্ণপাত না করে সুন্নী জামায়াতের পথ ও মতের উপর কায়েম থাকা। আল্লাহপাক মহাজ্ঞানী।

আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের পক্ষে–মুফতী আবুল কাসেম, মুফতী মোঃ নাইমুদ্দিন রেজবী, মুফতী আলীমুদ্দিন রেজবী, মুফতী জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী, মুফতী ফারুক হোসাইন মেসবাহী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দীদ

খলিফায়ে রাইহানে মিল্লাত মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী কাদেরী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

এশিয়া মহাদেশের বিখ্যাত মহাক্কিকের ফেকাহ শাস্ত্রে স্থান

আলা হযরত আজিমূল বরকাত আশ শাহ ইমাম আহমদ রেজা বেরেলবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফেকাহ শাস্ত্রে স্থান ঐ ব্যাক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে ব্যক্তি তাঁর ফেকাহ শাস্ত্রের খেদমত সম্পর্কে এবং তাঁর যুগের ও তাঁর পূর্ববর্তী যুগের ফকিহ গণের উপর গভীর ভাবে জ্ঞান রাখেন। ইহা সাধারণ আলেমগণের জ্ঞানের বাইরে। আমি একজন সাধারণ আলেম অল্প জ্ঞানের অধিকারী হয়েও তাঁর মত ব্যক্তিত্বের ফেকাহ শাস্ত্রের জ্ঞানের উপর সামান্য কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করছি মাত্র।

আমার আলোচনা হতে অবশ্যই উপলব্দি করতে পারবেন আলা হযরতের ফেকাহে শাস্ত্রের কি অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ১০ই শাওয়াল ১২৭২ হিজরী মোতাবেক ১৪ই জুন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ শনিবার জোহরের নামাজের সময় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ জুময়ার দিন ২-৩৮ মিনিটে বেরেলী শরীফে ইন্তেকাল করেন।

ফেকাহের সংজ্ঞা ঃ- এ সম্পর্কে ওসুলীইন, ফোকাহা এবং মুতাওয়াসসেফীন গণ বিভিন্ন রকমের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।

১। ওসুলীইনগণ বলেছেন, ফেকাহ আহকামে শারীয়াহ ফারীয়াহ এর ঐ জ্ঞানকে বলা হয় যা বিস্তারিত দলিল হতে সংগ্রহিত হয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে ফেকাহ মুজতাহিদিনদের জন্য নির্দৃষ্ট।

২। ফোকাহগণ বর্ণনা করেছেন, ফেকাহ মাসায়েলে ফারিয়াহ এর স্মরণ রাখাকে বলে। এই সব মাসায়েল সংগৃহিত হয়েছে বিস্তারিত দলিল হতে অথবা মুজতাহিদিনগণের ফায়সালা হতে। এই সংজ্ঞা অনুসারে মুকাল্লিদিনগণের (অনুসারীগণ) জ্ঞানকেও ফেকাহ বলা যেতে পারে।

৩। মুতাওয়াসসেফীন গণ বলেছেন, ফেকাহ দুনিয়া বিমূখ হওয়া, আখেরাতের প্রতি প্রবল ইচ্ছা পোষন করা, দ্বীনের প্রতি দৃষ্টি রাখা, ইবাদত পাবন্দী সহকারে আদায় করা, সৃষ্টি জগৎ কে উপদেশ দেওয়া, এ সংজ্ঞা অনুসারে আলেম বা আমল (শরীয়তের বিধি নিষেধ পাবন্দী সহকারে আদায়কারী আলেম) পূর্ণ পরহেজগারকে বলা হয়।

ফেকাহে ওসুলীইনদের দৃষ্টিতে আলা হযরত

আমরা আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে ইজতেহাদে মুতলাকের অধিকারী মনে করিনা। কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে তাঁর মধ্যে ইজতেহাদের যোগ্যতা ছিল। যেমন তিনি অগণিত ফেকাহের এমন নিয়ম বা কায়দা ধার্য্য করেছেন যদি সাইয়েদোনা ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্মুখে পেশ করা হত তবে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন। তিনি অনেক এই রকম কানুন নির্দিষ্ট করেছেন যা ফেকাহের কেতাবে পাওয়া যায় না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু আলা হযরত সে সব কানুন কেতাব ও সুন্নাত হতে বের করেছেন। এই জন্য আমরা দৃঢ় ভাবে বলতে পারি যে আলা হযরতের ইজতিহাদের ক্ষমতা ছিল। যারা আলা হযরতের ফেকাহ শাস্ত্র তাহকিকাত (অনুসন্ধান) খুব গভীর দৃষ্টিতে করেছেন তারাই আলা হযরতের ফেকাহ শাস্ত্রের গভীর জ্ঞানের পরিচয় লাভ করেছেন। উদাহারণ হিসাবে আমরা দুটি ফকিহ তাহাক্কিকাত বর্ণনা করছি।

----------ঃ ইজতিহাদের যোগ্যতা ঃ----------

সাধারণতঃ ওসুলের কিতাবে শরীয়তের আহকাম সাত প্রকার যথা ঃ– (১) ফরজ (২) ওয়াজেব (৩) মুস্তাহাব (৪) মোবাহ (৫) হারাম (৬) মাকরুহ তাহরিমী (৭) মাহরুহ তানজিহি কিন্তু আলা হযরত শরীয়তের আহকাম এগারো প্রকার বর্ণনা করেছেন যথা ঃ–(১) ফরজ : যা শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমানিত তা পালন করা আবশ্যক। বিনা কারণে ত্যাগ করলে ফাসেক ও জাহান্নামী হয়। ফরজ অস্বীকারকারী কাফের। যেমন– নামাজ , রোজা, হজ, জাকাত। আবার ফরজ দুই প্রকার যথা ফরজে আইন এবং ফরজে কেফায়া। ফরজে আইন যা আদায় করা প্রত্যেক বিবেকবান সাবালক মুসলমানের জন্য জরুরী। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। ফরজে কেফায়া–যা আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী নয় কিছু লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউ আদায় না করে তবে সকলেই গোনাহগার হবে। যেমন–জানাজার নামাজ।

(২) ওয়াজেব ঃ– শরীয়তের জান্নি দলিল অনুসারে যা প্রমানিত তা ওয়াজিব। তার অস্বীকার করা কুফর হবে না কিন্তু পরিত্যাগকারী আযাবের উপযুক্ত। এই পরিত্যাগ সর্বদা হউক বা কখনো কখনো।

(৩) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ঃ– সর্বদা পালন করার রাসুলে পাক হতে প্রমানিত। ইহাকে পরিত্যাগ করা আযাবের উপযুক্ত এবং কখনো কখনো ত্যাগ করা অসন্তুষ্টির কারন। যেমন ফজরে তুই রাকাত সুন্নাত নামাজ।

(৪) সুন্নাতে গায়ের মোয়াক্কাদা ঃ–যা রাসুলে খোদা করেছেন বা কখনো পরিত্যাগ করেছেন, ইহা পরিত্যাগ করলে আযাব হয় না কিন্তু করলে সওয়াব পাওয়া যায়। ইহা পরিত্যাগ করা অসন্তুষ্টির কারন। যেমন–আসরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত নামাজ।

(৫) মুস্তাহাব ঃ–যে সব কর্ম পালন করলে সওয়াব পাওয়া যায় কিন্তু পরিত্যাগ করলে গোনাহ হয় না। যেমন অজু করার সময় কেবলার দিকে মুখ করা।

(৬) মোবাহ ঃ–যা পালন করা বা না করা সমান। করলেও নেকী নাই আবার না করলেও কোন গোনাহ নাই। যেমন–উত্তম খাবার খাওয়া, উত্তম পোষাক পরিধান করা।

(৭) হারাম ঃ যে কর্ম অকাট্য দলিল দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত তা অস্বীকার কারী কাফের। এই কর্ম পালনকারী আযাবের উপযুক্ত ইহা সর্বদা হউক অথবা সাময়িক। ইহা পরিত্যাগ করা জরুরী না হলে ফাসিক, জাহান্নামী ও গোনাহে কবীরা হবে।

(৮) মুকরুহ তাহরিমী ঃ– যে কর্ম থেকে বিরত থাকা জান্নি (অস্পষ্ট) দলিল দ্বারা প্রমানিত। এই কর্মকারী আযাবের উপযুক্ত সর্বদা করুক অথবা কখনো।

(৯) ইসায়াত ঃ–যে কর্ম করাতে অভ্যস্ত হলে আযাবের উপযুক্ত এবং কখনো করলে অসন্তুষ্টির কারন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১০) মাকরুহ তানজিহি ঃ– যে কর্ম করা অসন্তুষ্টির কারন ইহা করতে অভ্যাস্ত হউক অথবা কখনো কখনো।
(১১) খেলাফে আওলা ঃ– যে কর্ম পরিত্যাগ করাতে সওয়াবের উপযুক্ত হয় এবং করাতে আযাব ও অসন্তুষ্টির কারন হয় না।

আলা হযরত নিজেই বলেছেন যে ইহা আলোকিত আলোচনা স্মরণ করে নেওয়া প্রয়োজন। যা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। ইহা হাজার হাজার মসলায় উপকারে আসবে এবং শত শত আকিদার সমাধান করতে পারবে। এই ফকিরের আশা যদি সাইয়েদোনা ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট ইহা পেশ করা হত তবে অবশ্যই বলতেন যে ইহা মাজহাবের খোশবু ও মাজহাবের নিয়ম নীতি। (সংগৃহিত ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া ১ম খন্ড ১৭৩–১৭৫ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয়তঃ–এই রকমের তায়াম্মুমের বিষয়ে আলা হযরত ৩১১ টি বস্তুর বর্ণনা দিয়েছেন যার মধ্যে ১৮১ টি বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। আর মুতাকাদ্দেমীন ফোকাহগণ ৭৪টি বর্ণনা করেছেন। ১০৭ প্রকার বস্তু আলা হযরত নিজ ইজতিহাদের দ্বারা ইমাম আযমের মাজহাব মুতাবিক বর্ণনা করেছেন। এই রকমই ১২০ প্রকার বস্তুর দ্বারা তায়াম্মুম না জায়েজ বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে পূর্বের ফোকাহগণ ৫৮টি বস্তুর বর্ণনা দিয়েছেন আর বাকী ৭২ টি বস্তুর বর্ণনা আলা হযরত নিজ ইসতিমবাত দ্বারা ইমাম আযমের মাজহাব মোতাবেক বর্ণনা করেছেন। ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া ১ম খন্ড ৬৯২–৭০১ পৃষ্ঠা)
আপনাদের অবগতির জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে দুটি উদাহারণ দেওয়া হল কিন্তু ফাতাওয়া রাজাবীয়া বিশাল ১২টি খন্ডে বিভক্ত কেতাবে এই রকম গবেষনা মূলক উদাহারণ অনেক আছে। ইহা দর্শন করে মানুষ বলতে বাধ্য হবে যে আলা হযরতের মস্তিষ্কে ইমাম আযমের ইজতেহাদী মস্তিষ্ক ছিল।

ঃ ফোকাহদের দৃষ্টিতে আলা হযরত ঃ

ফোকাহগণের সংজ্ঞা অনুসারে ফোকাহ এর সংজ্ঞা ঐ ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য যাদের কম পক্ষে তিনটি ফারয়ী মাসায়েল স্মরণ রাখা প্রয়োজন ইহার দলিল তার জ্ঞাত হোক অথবা তার ভিত মুজতাহিদ গণের কাওল সমূহের উপর থেকে হোক। উক্ত বিষয় অনুসারে আলা হযরতের ফেকাহ শাস্ত্রে অনেক উর্দ্ধে স্থান। সমস্ত মাসায়েলে ফারয়ী দলিলে শারয়ী সহকারে তাঁর অবগতি ছিল। কেননা মাওলানা আমজাদ আলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন যে আলা হযরতের ফাতাওয়া লেখা শ্রুতি লেখার মত, সমস্ত প্রশ্নাবলী একেবারেই পড়ে শুনিয়ে দেওয়া হত তিনি তার উত্তর পর পর লিখে দিতেন।

মৌলবী মোঃ হোসাইন মারাঠী বলেন, আমি একবার আলা হযরতকে তাঁর অসুস্থ অবস্থায় দেখতে গেলাম। তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন। সেই অবস্থাতেও তাঁর চার পার্শে চারজন লেখক বসেছিলেন। চারজনই প্রশ্ন শোনালেন শোনার পর চার জনকেই একই সঙ্গে চার রকমের ফাতাওয়ার উত্তর লিখতে বললেন। চার জনই নিজ নিজ প্রশ্নের উত্তর লিখতেছিলেন। উত্তর লিখতে তাদের কোন অসুবিধা হয় নাই।
আলা হযরতের ১২ খন্ডে বিভক্ত ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার অনেক ফাতাওয়া এমন আছে যা তিনি শুধু মাত্র দলিল দ্বারাই প্রমানিত করেন নাই ইহা উলামাগণের মতবাদ দ্বারাও সুশোভিত করেছেন। যেমন সাজদায়ে তাহইয়া হারাম হওয়ার প্রমানে একাধিক আয়াত, ৪০টি হাদীস, ১৫০টি ফাকহী দলিল বর্ণনা করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে "দাফিউল বালা" বলা জায়েজ সম্পর্কে একটি সতন্ত্র বই লিখেছেন বইটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে পবিত্র কোরআনের আয়াত এবং ৬০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৪টি আয়াত এবং ২১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহায্য চাওয়ার ব্যপারে ৩৩টি হাদীস এবং একাধিক ফোকাহের কাউল বর্ণনা করেছেন। ইয়া রাসুলুল্লাহ নেদা ডাকা ও দোয়ার জায়েজ হওয়া বিষয়ে হাদীস ব্যতিত ৬৫টি উলামায়ে কাউল বর্ণনা করেছেন। মোট কথা আলা হযরতের লিখিত বই পত্র পড়লে বোঝা যাবে ইলমে ফেকাহতে তাঁর স্থান বহু উর্দ্ধে। –আগামী সংখ্যায়।

(সংগৃহিত–মাহানামায়ে ক্বারী ইমাম আহমদ রেজা নম্বর এপ্রিল ১৯৮৯, দিল্লি)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত আমীরে মোয়াবীয়া

রাদ্দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সম্পর্কে

আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ফাতাওয়া

মাওলানা এম, আবুল কালাম আমজাদী, B.A.

প্রত্যেক মুসলমানের জানা অবশ্য দরকার যে ঈমানের বুনিয়াদ (ভিত) নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মান ও মহব্বত। তাঁর সম্মান ও মহব্বতে আল্লাহ তায়ালার ভয় ভীতির সৃষ্টি হয়। ইহা হতে সমস্ত নবীগণের সম্মান ও মর্যদা অর্জন হয় এবং কোরআন শরীফের মাহাত্য ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরে স্থান লাভ করে। মোট কথা যে অন্তরে হুজুরের মহব্বত আছে তার মধ্যে ইমান আছে আর যে অন্তর মহব্বত হতে খালি সে ঈমান হারা।

ইহাও মনে রাখা দরকার যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহব্বত ঐ সময় পর্যন্ত অর্জিত হবে না যতক্ষন পর্যন্ত হুজুরের সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়াত এমনকি হুজুরের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুর সঙ্গে আন্তরিক মহব্বত না হয়। ইহা এই জন্য যে আল্লাহ তায়ালা নিজ পরিচয় নিজ হাবিবের দ্বারাই করিয়েছেন আর হুজুর পাকের পরিচয় সাহাবায়ে কেরামগণের দ্বারাই লাভ করেছি। অতএব জানা গেল যে হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রব তায়ালার আয়না এবং হুজুরের সাহাবাগন রাসুলে খোদার আয়না। সুতরাং নবীয়ে পাককে জানো এবং মান্য করো। আর হুজুরে পাককে যদি মান্য করতে বা মহব্বত করতে চাও তবে সমস্ত আনসার ও মুহাজেরীন সাহাবাগণকে মান্য করো।

ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে একজন নবীকে অস্বীকার করা সমস্ত নবীকেই অস্বীকার করা। তার সাক্ষ্য পবিত্র কোরআন যেমন আদ, সমুদ, লুত সম্প্রদায় নিজ সময়কালে নবীকে অস্বীকার করেছিল কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে সমস্ত নবীকেই অস্বীকার করেছে। এই রকমই একজন সাহাবীকে অস্বীকার করা অথবা আহলে বায়াতের কোন একজনকে অস্বীকার করা সমস্ত সাহাবাগণকে অথবা সমস্ত আহলে বায়াতকে অস্বীকার করার সামীল।

হযরত আমীরে মোয়াবীয়া একজন সাহাবীয়ে রাসুল, কাতিবে ওহি এবং নবীপাকের একজন আত্মীয়। তাঁর সাহাবীয়াতকে অস্বীকার করা মানে সমস্ত সাহাবী এবং আহলে বায়াতকে অস্বীকার করা তথা নবীপাকের তাঁর সমন্ধে ভবিষ্যতবাণীকে অস্বীকার করা এবং নবীপাকের মহব্বতের মিথ্যা দাবীদার হওয়া।

বর্তমান সময়ে কিছু সুন্নী দাবীদার মুসলমান আমীরে মোয়াবীয়ার প্রতি হিংসার অসুখে জর্জরিত এবং তারা নিজেদের সুন্নী সহীহ আকীদাহ মনে করে আমীরে মোয়াবীয়ার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষন করে চলেছে ও পশ্চিম বাংলায় বই পুস্তকে তাঁর সমন্ধে অনেক কটুক্তি ও অশালীন শব্দ ব্যবহার করে ভুল ইতিহাস পরিবেশন করে চলেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই অবস্থা দর্শন করে বোর্জগানে দ্বীনেদের বেদনাহত করছে। যাতে সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে তাঁর আমীরে মোয়াবীয়ার প্রতি ভ্রান্ত ধারনা দূরীভূত হয় ও তাঁর প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হয় এবং নবীপাকের সাহাবীর প্রতি সম্মান ও ইজ্জত বৃদ্ধি পায় ইহার কারণেই এই লেখার অবতারণা।

শিয়া খারেজী ও রাফেজীদের নিয়ে আমাদের এই আলোচনা নয়, কারন তাদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করা এই রকমই বৃথা যেমন বিধর্মীদের সঙ্গে নামাজ ও অজুর মাসলা নিয়ে বাহাস করা। ঈমানদার মুসলমানদের ঈমান ও আকিদা সহীহ রাখার জন্য এবং আমীরে মোয়াবীয়ার প্রতি বিদ্বেষ পোষনকারীদের সহীহ তথ্য অবগত করানোর জন্য আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের কতিপয় ফাতাওয়া প্রদত্ব হইল।

ইমাম আযমের সাহাবী সম্পর্কে মতামত ঃ– হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু "ফিকহে আকবর" গ্রন্থে বলেন–আমরা আহলে সুন্নাত সমস্ত সাহাবাগণের মহব্বত করি এবং তাঁদেরকে উত্তম রূপে স্মরণ করি।

গাওসেপাক ও হযরত আমীরে মোয়াবীয়াহ ঃ–শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী হুজুর গাওসেপাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু "গুনিয়াতুত তালেবীন" কেতাবের ১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত একমত যে সাহাবাগণের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্তব্য করা ও তাঁদের সম্পর্কে অশালীন শব্দ ব্যবহার করা হতে বিরত থাকা দরকার। তাঁদের কর্ম সমূহকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা প্রয়োজন। যেমন হযরত আলী, হযরত আয়েষা, হযরত মোয়াবীয়া, হযরত তালহা, হযরত জোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমদের মতবিরোধ হয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে হযরত মোয়াবীয়া একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী এবং হুজুরের ওহি লেখক।

সাহাবীর সংজ্ঞা–সাহাবী সেই খোশ নসীব বান্দাদের বলা হয় যাঁরা ঈমানের অবস্থায় রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দর্শন করেছেন অথবা তাঁর সহবত অর্জন করেছেন এবং ঐ অবস্থাতেই ইন্তেকাল করেছেন।

চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দীদ ইমামে আহলে সুন্নাত, ইসলামিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, প্রায় ১৪০০ কেতাবের লেখক আলা হযরত আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু "ইনসাইক্লোপেডিয়া" কেতাব ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার একাদশ খন্ডে ৬৪,৬৫, ৮৫,৮৬,১০৪,১০৫ পৃষ্ঠায় হযরত আমীরে মোয়াবীয়া সম্পর্কে ফাতাওয়া প্রদান করেন----------

১। আহলে সুন্নাত ওঁয়া জামায়াতের আকিদা যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামগণ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমদের সম্মান প্রদর্শন করা ফরজ। তাঁদের মধ্যে কারো সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা বা কারো সমক্ষে ভৎর্সনা করা হারাম। তাঁদের মধ্যে যে বিরোধ বা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সে বিষয়ে তাঁদের কোন ত্রুটি অনুসন্ধান করা নিষেধ। হাদীসপাকে ইরশাদ হয়েছে–"ইজা জোকেরা আসহাবী ফানসাকু" অর্থাৎ যখন আমার সাহাবাগনের জেকের বা আলোচনা হবে তখন জিহ্বা সংযত করো। দ্বিতীয় হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–নিকটেই আমার সাহাবাগণের মধ্যে কিছু ভুল হবে যা আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিবেন। ইহা পূর্বে আমার সান্নিধ্যে থাকার কারনে। তারপর কিছু ব্যক্তি আবির্ভুত হবে যাদের আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন তারা ঐ ব্যক্তি যারা সাহাবাগনের ভুলের কারনে সাহাবাগণ সম্পর্কে বিদ্রুপ বা দোষারূপ করবে।

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে সমস্ত সাহাবাগণকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন ঃ–

প্রথম–যাঁরা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর পথে ব্যয় ও জিহাদ করেছেন

দ্বিতীয়–মক্কা বিজয়ের পরের মোমেনগন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম সাহাবাগণকে দ্বিতীয় সাহাবাগণের উপরে ফজিলত প্রদান করা হয়েছে। সূরা হাদীদ ২৭ পারা আয়াত ১০–"তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐ সব লোক যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জেহাদ করেছেন তারা মর্যদায় ঐ সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যারা বিজয়ের পর ব্যয় ও জেহাদ করেছেন এবং তাদের সবার সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন ও আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত আছেন"।

দুই শ্রেণী সাহাবাগণের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। তাঁদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জাহেলানা কটুক্তি করা বা বিদ্রুপ করার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁরা পূর্বের হউক বা পরের যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের ওয়াদা করেছেন তাঁদের সম্পর্কে বলেন–"নিশ্চয় ঐ সব লোক যাদের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি কল্যানের হয়েছে, তাঁদেরকে জাহান্নাম থেকে দুরে রাখা হয়েছে। তারা সেটার ক্ষীণ ধ্বনি ও শুনবে না এবং তারা তাদের মন যেমন চায় তেমন ভোগ বিলাসের মধ্যে থাকবে, তাদেরকে বিষাদে ফেলবে না ঐ সর্বাপেক্ষা মহাভীতি এবং ফেরেস্তাগণ তাদের অভ্যার্থনা করার জন্য আসবেন। এটাই হচ্ছে তোমাদের ঐ দিন, যার সম্পর্কে তোমাদের সাথে ওয়াদা ছিল। (সূরা আম্বিয়া, ১৭ পারা আয়াত ১০১,১০২)

প্রকৃত ইসলামী অন্তর নিজ প্রতিপালকের ইরশাদ শ্রবণ করে কখনো কোন সাহাবা সম্পর্কে খারাপ বা সন্দেহ পোষন অথবা তাঁদের কৃতকর্ম সমূহের অনুসন্ধান করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা যাঁদের সম্পর্কে কল্যানের ওয়াদা করেছেন যাঁদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ফায়সালা করে দিয়েছেন ইহার পরেও তাঁদের সম্পর্কে মুসলমানদের বিরুদ্ধ মত পোষন করার কি কোন অবকাশ থাকতে পারে ? মহা বিচারক আল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে ফয়সালা করে দিয়েছেন ইহার পরে তাঁদের বিচার করার অধিকার মানুষকে কি দিয়েছে ? অবশ্য অবশ্যই প্রত্যেক সাহাবীর নামের পরে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলতে হবে। তাদের সম্মান ও ইজ্জত করা অবশ্যই ফরজ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রত্যেক সাহাবীর শান ও মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন ইহার পর কোন সাহাবীকে বিদ্রুপ করা আল্লাহ তায়ালাকে মিথ্যাবাদী প্রমানিত করা। সাহাবীগণের কিছু কর্ম সম্পর্কে কিছু মিথ্যা ঘটনাবলী বর্ণিত হয়ে আছে যা আল্লাহ তায়ালার ফরমানের বিরুদ্ধে মতামত পোষন করা। ইহা আহলে ইসলামের কর্ম নয়। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সাহাবীগণের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। ইহার পরেও যদি কেউ তাঁদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে বা বাজে কথা বলে বা মাথা ঠোকে তবে সে নিজেই জাহান্নামে যাবে। আল্লামা সাহাবুদ্দিন খাফাজী "নাসিমুর রিয়াদ" শারাহ শেফার মধ্যে ইমাম কাজী আইয়াজ বলেন–যে হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ভৎর্সনা বা বিদ্রুপ করবে সে জাহান্নামের কুকুরের মধ্যে একটি কুকুর। আহলে সুন্নাতের নিকট হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খাত্বা বা ভুল খাত্বায়ে ইজতেহাদী ছিল। ইজতেহাদের উপর বিদ্রুপ করা জায়েজ নয়। খাত্বায়ে ইজতেহাদী দুই প্রকার–মুকাররার ও মুনকার। মুকাররার উহাকেই বলে যাতে ইজতেহাদকারী উহার উপরই দৃঢ়বদ্ধ থাকে এবং বিরুদ্ধ করা চলে না। আর মুনকার উহাকেই বলা হয় যার অস্বীকার করায় যদি ফেতনার সৃষ্টি হয় যেমন বিখ্যাত সাহাবীগণ যাঁদের জান্নাতী হওয়া অকাট্য দলিল হতে প্রমানিত তাঁদের খাত্বা অবশ্যই ইজতেহাদী। সুতরাং কোন সুন্নী মুসলমানের তাঁদের বিরুদ্ধে মত পোষন করা অসম্ভব। সাহাবাগণের মধ্যে যে মতবিরোধ বা যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার সমালোচনা করা হারাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিঃসন্দেহে ইমাম হাসান মুজতাবা রাদিয়াল্লহু তায়ালা আনহু হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে খেলাফত সমর্পণ করেছিলেন।ইহার দ্বারা সন্ধি ও যুদ্ধ বন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। আর এই সন্ধি করা ও খেলাফত প্রদান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পছন্দতেই হয়েছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইমাম হাসানকে পবিত্র কোলে নিয়ে বলেছিলেন–"ইন্না ইবনী হাজা সাইয়েদুন.....মিনাল মুসলেমীন" নিশ্চয় আমার পুত্র সাইয়েদ আমি আশা করছি যে আল্লাহ তাঁর দ্বারা মুসলমানদের দুই বড় দলের মধ্যে সন্ধি করাবে।

হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যদি খেলাফতের উপযুক্ত না হতেন তবে ইমাম হাসান মুজতবা কখনই তাঁকে খেলাফত সমর্পন করতেন না, না আল্লাহ ও রাসুল তা জায়েজ করতেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী।

(২) সাদরুশ শারিয়াহ অখন্ড ভারতবর্ষের বিশিষ্ঠ ফেকাহ শাস্ত্রবিদ আল্লামা মুফতী মোঃ আমজাদ আলী আজমী কাদেরী আলায়হির রহমা ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়া ৪র্থ খন্ড ৪৬৪ পৃষ্ঠা, ৪৯২, ৪৯৭ পৃষ্ঠায় ফাতাওয়া প্রদান করেছেন–যে ব্যক্তি হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে বিদ্রুপ ও ভৎর্সনা করে সে ব্যক্তি নিজেকে খারেজী রাফেজী হওয়া প্রমান করে অথবা যে ব্যক্তি হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জন্য বলে যে তাঁর আহলে বায়াত এর সঙ্গে হিংসা বিদ্বেষ ছিল ইহা তার খারাপ ধারনা। সহীহ বোখারী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায় যে তিনি একজন মুজতাহিদ ছিলেন, সাহাবাগণ এবং তাবেয়ীনগণ তাঁকে মুজতাহিদ বলে সম্মান করেছেন, মান্য করেছেন। হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর হুকুমাত ও খেলাফত তাঁকে অর্পন ও সমার্পন করেছেন। হযরত আমীরে মোয়াবীয়ার অসম্মান করা আহলে বায়াতেরই অসম্মান করা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর সম্পর্কে বলেছেন " ফাইন্নাহু কাদ সাহেবান নাবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলেন। ইহা বোখারী শরীফের বর্ণনা। ইহা ছাড়া তাঁর সাহাবা হওয়ার ব্যপারে কি প্রমান দরকার ? (বর্ণিত হাদীসকে কেউ জাল প্রমান করতে পারবেনা) ইমাম নবুবী মুসলীম শরীফের শারাহতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি একজন সাহাবীয়ে রাসুল (২য় খন্ড ২৭২ পৃষ্ঠা কায়ায়েলে সাহাবা)

বাহারে শরীয়ত প্রথম খন্ড ৭৩–৭৭ পৃষ্ঠায়–সমস্ত সাহাবাগণের সম্মানের সঙ্গে আলোচনা করা ফরজ। কোন সাহাবা সম্পর্কে খারাপ আকিদা রাখা বদ মাজহাবী, গোমরাহী, জাহান্নামের উপযুক্ত। ইহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হিংসা রাখা। এ ব্যক্তি রাফেজী যদিও সে চার খলিফাকে মান্য করে বা নিজেকে সুন্নী বলে প্রকাশ করে। যেমন হযরত আমীরে মোয়াবীয়া, আবু সুফিয়ান, আমর বিন আস, হযরত মোগীরা ইবনে সোবা, হযরত মুশা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ইহাদের মধ্যে কারো সম্পর্কে বেয়াদবী করা অভিশাপ। সাহাবাগণের মধ্যে যে মতবিরোধ সংঘটিত হয়েছে তার সমালোচনা করা হারাম, কঠিন হারাম। জানা দরকার তারা সকলেই নবীপাকের সাচ্চা গোলাম।

হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আমীরে মোয়াবীয়ার সঙ্গে সন্ধী করেন। খেলাফত অর্পন করেন এবং তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁর সন্ধিকে দয়ার নবীও পছন্দ করেছেন। হযরত আমীরে মোয়াবীয়ার বিদ্রুপ ও ভৎর্সনা কারী প্রকৃত হযরত ইমাম হাসান মুজতবা, হুজুর সাইয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও রাব্বুল আলামীন এরই বিদ্রুপ ও ভৎর্সনা কারী।

৩। হযরত হাকীমূল উম্মত এশিয়া মহাদেশের বিখ্যাত হাদীস ও তফসীর বিশারদ মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ নায়িমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "ফাতাওয়ায়ে নায়িমীয়া" ৩২ নং ফাতাওয়া ৪নং প্রশ্নের উত্তরে ৪১ পৃষ্ঠায় বলেছেন–

প্রশ্ন ঃ–হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জায়েদ খারাপ বলে এবং তাঁর সম্পর্কে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলতে নিষেধ করেন এবং খারাপ মনে করেন। সুতরাং এ রকম মতবাদ পোষনকারী জায়েদ সুন্নী মাজহাব ও হানাফী হতে পারে কিনা ?

উত্তর ঃ–জায়েদ হচ্ছে খাঁটি গোমরাহ, পথভ্রষ্ঠ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কোন সাহাবীর সঙ্গে সামান্যতম শত্রুতা রাখা প্রকৃত হুজুর পাকের সাথেই শত্রুতা রাখা এবং কোরআনপাকের বিরোধীতা করা। "কুল্লাঁও ওয়াদাল্লাহুল হুসনা"। অর্থাৎ তাঁদের সবার সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। (সূরা হাদিদ, ১০ আয়াত) হুজুরে পাক স্বয়ং বলেছেন–তাঁদের যারা ভালবাসে আমার কারণেই ভালবাসে আর যারা তাঁদের সঙ্গে হিংসা করে তা আমার হিংসার কারণেই তাদের সঙ্গে হিংসা করে। হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অনেক ফজিলত আছে, তিনি সাহাবীয়ে রাসুল যা একটি বিরাট মর্যদা, তিনি কাতিবে ওহি, সাহেবে ইসরার এবং হুজুর পাকের আত্মীয় ও মুজতাহিদ সাহাবী। যেমন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন যা বোখারী শরীফে বর্ণিত।

মেশকাত শরীফ ৫৭৯ পৃষ্ঠা আব্দুর রহমান ইবনে আবি আমীরা নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে নবীপাক আমীরে মোয়াবীয়ার জন্য দোয়া করেন–হে আল্লাহ মোয়াবীয়াকে হেদায়েত প্রাপ্ত এবং হেদায়েত প্রদান কারী তৈরী করো এবং তার দ্বারাই মানুষকে হেদায়েত দাও। তাঁর সমন্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন–মোয়াবিয়াতু ফিল জান্নাতে অর্থাৎ মোয়াবীয়া জান্নাতে। নবীপাকের সমস্ত পবিত্রা স্ত্রীগণ ও আহলে বায়াত তাঁর সম্মান করেছেন এবং তাঁর দেওয়া হাদিয়া (উপঢোকন) কবুল করেছেন। তাঁর সম্পর্কে অভদ্র আচরণকারী বেয়াদব, বদনসিব। তাঁর নামের সাথে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলা অবশ্যই দরকার। পবিত্র কোরআনের ১৪ পারা সূরা তোবা আয়াত ১০০ বলা হয়েছে–আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। (রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও রাদু আনহু)

৪। উমদাতুল মুহাক্কেকীন, সুলতানুল মুনাজেরীন, আজমালুল উলামা বদরুল ফোযালা হযরত আল্লামা মুফ্তী আশশাহ মোঃ আজমল সাহেব ক্বাদেরী আলায়হির রহমা "ফাতাওয়ায়ে আজমালীয়া" গ্রন্থের ১ম খন্ড ১১৬–১১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন–হযরত মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিঃসন্দেহে একজন সাহাবীয়ে রাসুল। বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ৫৩১ পৃষ্ঠা হযরত আবু মোলায়কা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন যে আমীরে মোয়াবীয়া একজন সাহাবীয়ে রাসুল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"তাতহীরুল জিনান ৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে নিঃসন্দেহে মোয়াবীয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রিয়।

এই হাদীস হতে প্রমানিত যে হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মাহবুব ও প্রিয়। সুতরাং যে বদবখত তাঁকে ঘৃণা করে সে আল্লাহ ও তাঁর নবীকে ঘৃণা করে। যা তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের অনিষ্টতার কারন। আমীরে মোয়াবীয়াকে জালিম, গাদ্দার, আত্মসাতৎকারী বলা তার উপর লানত বা অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার কারণ। হাদীস শরীফ তিবরানী, হাকিম ও দারে কুতনী কিছু শব্দ পরিবর্তনের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "ফালা তাসুব্বু আসহাবী....." অর্থাৎ তোমরা আমার সাহাবাগণকে গালি দিও না। যে ব্যক্তি আমার সাহাবীকে গালি দিল তার উপর আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত।

সুতরাং যে ব্যক্তি সাহাবীয়ে রাসুল হযরত আমীরে মোয়াবীয়াকে গালি দেয় তার এই রাফেজী মতবাদ পোষন করা হতে অবশ্যই তোবা করা দরকার।

হযরত আমীরে মোয়াবীয়া হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে যে সন্ধি করেছিলেন তা পূর্ণ করেছেন এবং তিনি শরীয়তের বিরুদ্ধে কোন কর্ম করেন নাই।

উক্ত কেতাবের ২৯৪ পৃষ্ঠায় তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে হাদীস পাকে বর্ণিত যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–আমার পর খেলাফত ৩০ বৎসর পর্যন্ত চলবে। ইহা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পূর্ণ করেন। ইহার পর আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে সন্ধি করেন এবং সর্বসম্মতি ক্রমে ন্যায়তঃ খলিফা নির্বাচিত হন। ইহার পর যদি কেউ হযরত আমীরে মোয়াবীয়াকে খলিফা মান্য না করে তবে সে ইজমায়ে মুসলেমিনকে ভঙ্গ করে এবং সে ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরোধী ও শত্রু।

৫। মুফতী আযম হল্যান্ড হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল ওয়াজেদ ক্বাদেরী "ফাতাওয়ায়ে ইউরোপ" প্রকাশক ইন্টার ন্যাশনাল ইসলামিক ফাউন্ডেশান, নেদারল্যাণ্ড, (পৃষ্ঠা ৮৯–৯০) বর্ণনা করেছেন প্রত্যেক সাহাবীর ফজিলত ও কারামত সর্বসম্মত ক্রমে স্বীকৃত। সকলেই আসমানের নক্ষত্র সদৃশ্য। তাদের মধ্যে যার অনুসরণ করবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। "আসসাহাবী কাননোজুম....."

হযরত আলী এবং হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমাদের ফজিলত, বরকত মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসের কেতাব সমূহের মধ্যে এবং সিয়াহ সিত্তার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। তাদের স্থান অনেক উর্দ্ধে। এই সাহাবাদ্বয় সাধারণ সাহাবাগণ হতে জ্ঞান, পরহেজগারী, ধার্মিকতা, আমানত, নম্রতা ভদ্রতা, সত্যবাদিতা, ইজতেহাদের মর্যাদায় অনেক উর্দ্ধে।

তাঁদের নিজেদের মধ্যে যে মতানৈক্য ও যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার বর্ণনা আমাদের মত গুনাহগার ব্যক্তিদের করা উচিৎ নয়। কারণ তাদের মতানৈক্য ইজতেহাদের কারণে হয়েছিল। ইজতেহাদের মর্যাদা উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। আর ইজতেহাদের ভিত্তিতে মতানৈক্য শরীয়তে কোন অপরাধ নয়। যদিও মুজতাহিদগণের ইজতেহাদে ভুল হয়ে যায় তাতে ও একটি সওয়াবের অধিকারী হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৬)ফাকিহুল হিন্দ শারহে বোখারী আল্লামা মুফতী মোঃ শারিফুল হক আমজাদী আলায়হির রহমা "নুজহাতুল ক্বারী" সপ্তম খন্ড ১৫৬, ১৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। (মহম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী রহমাতুল্লাহি আলয়হি বোখারী শরীফের ১ম খন্ডের ৫৩১ পৃষ্ঠায় বাবো জিকরে মোয়াবীয়ার মধ্যে তিনটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন তারই ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে)

হযরত মোয়াবীয়া একজান সাহাবী ও মুজতাহিদ। ইহা তাঁর উচ্চ স্তরের ফজিলত। তাঁর ফজিলত সম্পর্কে একাধিক মারফু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৭। মেশকাত শরীফের শারাহ "মিরাতুল মানাজীহ" ৮ম খন্ড মেশকাত শরীফের ৫৭৯ পৃষ্ঠায় হাদীস আব্দুর রহমান ইবনে আবি আমীরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাদীসের ব্যাখ্যায় বর্ণিত যে–আল্লাহর রাসুল মোয়াবীয়ার জন্য তিনটি দোয়া করেন–হেদায়েত প্রাপ্ত, হেদায়েত প্রদানকারী এবং তাঁর দ্বারা মানুষের হেদায়েত প্রদান করা। ইমাম আহমদ উরবাদ ইবনে শারীয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে হুজুরপাক দোয়া করেন হে আল্লাহ মোয়াবীয়া কে কেতাব ও হিসাবের জ্ঞান দাও, তাঁকে আযাব হতে বাঁচিয়ে নাও এবং রাষ্ট্রের আধিপত্য দান করো। দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে–হে মোয়াবীয়া যখন তুমি বাদশাহ হবে তখন কঠোর হইও না। নম্র ব্যবহার করিও। তিনি হুজুরপাকের ওহি লেখক অথবা পত্র লেখক ছিলেন। তিনি তাঁর ভাই ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানের পর শাম দেশের হাকিম হন ওমর ফারুকের সময়কালে। ওমর ফারুকের সময়কাল চার বৎসর,হযরত ওসমান গনীর সময়কালে চার বৎসর, হযরত আলীর সময়কালে চার বৎসর হাকিম ছিলেন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম)। তার পর ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে সন্ধির পর ২০ বৎসর বাদশাহী করেছেন। এই সন্ধি ৪১ হিজরীতে স্বাক্ষরিত হয়। ৭৮ বৎসর বয়সে ৬০ হিজরীতে রজব মাসে দামাস্কাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর নিকটে হুজুরের তহবন্দ, চাদর, কামিস, কিছু চুল ও নখ মোবারক ছিল। ইন্তেকালের সময় ওসিয়ত করেছিলেন যে এই পবিত্র কাপড় দ্বারা আমার কাফন দিও বরং আমার মুখ নাক ও চোখের উপর নবীপাকের পবিত্র চুল ও নখ রেখে দিও। (মেরকাত)

পাঠকবৃন্দ আমরা আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মতালম্বী। সাহাবাগণের বর্ণিত হাদীস হতে মহাদ্দিসগণের উক্তি হতে, ইমাম আযম, সহ সমস্ত ইমাম গণের সিদ্ধান্ত হতে, গাওসে পাক, মুজাদ্দিদে আলফে সানী, আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা, খাজা গরীবে নওয়াজ, মাওলানা রুমী এবং ভারতবর্ষের সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মুফতীগণ একমত যে হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সাহাবীয়ে রাসুল, কাতিবে ওহি বা পত্র লেখক এবং একজন মর্যাদাসম্পন্ন মুজতাহিদ সাহাবী । আল্লাহ তায়ালা সাহাবাগণের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন সুতরাং সাহাবাগণ নিঃসন্দেহে সকলেই জান্নাতী। সমস্ত আহলে সুন্নাতের মতে সাহাবাগণকে সাহাবী বলে মান্য করা এবং তাঁদের মর্যাদা রক্ষা করা ফরজ।

কয়েকদিন পূর্বে সৈয়দ গোলাম মুর্শেদ লিখিত "কারবালা ও মুয়াবিয়া" নামক একখানা বই (প্রকাশনায় খানকাএ কাদেরীয়া ২২, খানকা শরীফ লেন, কোলকাতা ১৪) আমাদের হস্তগত হয়েছে।

লেখক কাদেরীয়া তরিকার মান্যকারী প্রকাশ করে হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিরুদ্ধে অশালীন শব্দ, কটুক্তি, গালি-গালাজ করেছে তা বড়ই দুঃখের ও আশ্চর্যের। ইহা কাদেরীয়া তরিকার মান্যকারীদের কলঙ্ক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আপনি কেমন সুন্নী ও ক্বাদেরী যেখানে কাদেরীয়া তরিকার ইমাম গওসুল আযম শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী হাসানী ও হোসাইনি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যাকে মর্যদা সম্পন্ন সাহাবী ও ওহি লেখক বলে আখ্যায়িত করেছেন সেই সাহাবীর বিরুদ্ধে কেমন করে কলম ধরলেন। আপনিকি গওসেপাক অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী না বেশী আহলে বায়াতের মহব্বতকারী ? আপনিকি প্রকাশ করতে পারেন যে হযরত ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন, ইমাম জয়নুল আবেদীন, ইমাম জাফর সাদেক, ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম হযরত মোয়াবীয়ার বিরুদ্ধে কোন অশালীন শব্দ ব্যবহার করেছেন বা কোন বিরূপ মন্তব্য করেছেন ?

আপনি আপনার পুস্তকে হযরত আমীরে মোয়াবীয়া সম্পর্কিত ফজিলতের হাদীস গুলোকে জাল বলেছেন এবং সুন্নী জামায়াতের হক ফাতাওয়া প্রদানকারী উলামাদের শানে অসম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন, ইহা কি শরীয়ত সম্মত এবং হাদীস গুলিকে কি আপনি জাল প্রমান করতে পারবেন ?

আপনি যদি সত্যই ক্বাদেরী হন তবে ভ্রান্ত রাফেজী সুন্নী জামায়াত বিরোধী মন্তব্য প্রত্যাহার করে গওসে পাকের ও সুন্নী জামায়াতের আদর্শ মতামত গ্রহণ করুন।

আমরা আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের মান্যকারী আমরা রাসুলে পাককে খোলাফায়ে রাশেদীনকে, পাক পাঞ্জাতনকে, আহলে বায়াতকে, সাহাবায়ে কেরামগণকে এবং আমীরে মোয়াবীয়াকে ও মান্যকরি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করি এবং এজিদকে ঘৃণা করি এবং তাকে পাপিষ্ঠ, শরাবী, সিয়াকার ও শরীয়তের আইন লজ্ঘনকারী খাবিস মনে করি।

আসসালামো আলায়কুম-

SUN SHINE GLOBAL AGRO LTD

সান সাইন গ্লোবাল এগ্রো লিমিটেড

আপনি কি বেকার অথবা প্রয়োজনের তুলনায় আয় কম, আমরা আপনাকে সম্মানজনক রোজগারের পথ দেখাব, যেখানে আপনি পাবেন সম্মানজনক ভাবে অর্থ রোজগারের সুবর্ণ সুযোগ। বিজ্ঞাপন পড়লে সালাম জানাতে ভুলবেন না।

-ঃ যোগাযোগ করুন ঃ-

মোঃ মিজানুল হক

বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস ও রঞ্জু কম্পিউটার্স, সাং-নশীপুর, পোঃ-নশীপুর বালাগাছি, থানা-রানীতলা জেলা-মুর্শিদাবাদ

আসুন আলাপ করি ফোনে-9733527526 (৯৭৩৩৫২৭৫২৬)

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্বাধীনতা সংগ্রামী

মুফতী স্বাদরুদ্দিন আজরুদা দেহলবী

মুফতী জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

বৃটিশ শাসনের দাসত্বের যাঁতা কলে অত্যাচারিত হিন্দুস্থানের সুপুত্রদের রক্তে আযাদীর ঢেউ সৃষ্টিকারীদের মধ্যে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম মুফতী মোঃ স্বাদরুদ্দিন আজরুদা দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এমন আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল যা আজও স্মরণীয়। যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক পরিকল্পিত ভাবে ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁকে ও তাঁর আত্মত্যাগকে মুছে দেবার চেষ্ট করছে।

নাম ঃ- তাঁর নাম মোঃ স্বাদরুদ্দিন, পরিচিতি আজরুদা দেহলবী নামে। সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের রাজত্বকালে ১২০৪ হিজরী মোতাবেক ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লিতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

বংশ পরিচয় ঃ- মুফতী মোঃ সাদরুদ্দিন আজরুদা কাশ্মিরী বংশের লোক ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ খাজা বাহাউদ্দিন খারজামী ফারুকী সম্রাট আকবরের সময়কালে কাশ্মির হতে দিল্লিতে এসে বসবাস শুরু করে ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। পরে খায়রুদ্দিন আবুল খায়ের রহমাতুল্লাহি আলায়হি আপন বংশ পরম্পরা ত্যাগ করে জ্ঞান সাধনায় রত হন এবং নিজ সাধনায় সমসাময়ীক সময়ে তিনি ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের আলেম। ফেকাহে হানাফীর বিখ্যাত কেতাব ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীর একত্রিত কারীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তিনার পর হতেই এই বংশে ইলম ও ইরফানের সিলসিলা আরম্ভ হয়। মুফতী সাহেবের পিতা মৌলবী লাতিফুল্লা কাশ্মিরী দিল্লির শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের মধ্যে একজন ছিলেন এবং তিনি একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন।

শিক্ষা ঃ-বাল্যকাল হতেই তিনি মেধাবী এবং নম্র স্বভাবের ছিলেন। পিতার নিকট হতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর পরবর্তী শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য শাহ ওলিউল্লাহ বংশের উত্তরাধিকারীদের নিকট গমন করেন। কেননা তৎকালীন সময়ে তাদের শিক্ষালয় হিন্দুস্থানের মধ্যে পঠন পাঠন এর কেন্দ্রস্থল ছিল। তিনি ইলমে আদব, ইলমে কালাম, ইলমে তাফসীর, প্রভৃতি শাহ আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ইলমে হাদীস, ওসুলে হাদীস, ইলমে রেজাল ও সায়ের শাহ আব্দুল কাদীর রহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট অর্জন করেন। ইলমে মানতিক, ইলমে ফালসাফা, অঙ্ক, জ্যামিতি মাওলানা ফাজলে ইমাম খায়রাবাদী রহমাতুল্লাহ আলায়হির নিকট লাভ করেন।

কর্মজীবন ঃ-শাহ ওলিউল্লাহ বংশের উল্লিখিত ব্যক্তিদের সাহচর্যে ইলমের জগতে খ্যাতি লাভ করেন। শাহ আব্দুল কাদের তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধার কারণে অত্যান্ত ভালবাসতেন। জ্ঞান শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি চাকুরির সন্ধানে কলকাতা গমন করেন। গমনকালে শাহ আব্দুল কাদের সেখানকার সেক্রেটারী মাওলানা আমিনুদ্দিনের নিকট একটি সহানুভুতি সূচক পত্র প্রেরণ করেন। কিছু দিনের মধ্যে মুফতী সাহেবের জ্ঞানের খ্যাতি সারা দেশে বিস্তার লাভ করে এবং বিখ্যাত আলেম সমাজের নজরে পড়েন। এমনকি ইংরেজ সরকার তাঁর জ্ঞানের ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পেয়ে তাঁকে প্রধান সচিবের পদে নিযুক্ত করেন। উক্ত পদে তিনি দীর্ঘ দিন সাফল্যের সহিত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি যে একজন রাজনৈতিক চিন্তাবীদ, বিচক্ষন, জ্ঞানী ছিলেন ইহাই তার পরিচায়ক।
তাঁর ছাত্র নবাব সিদ্দিক হাসান ভূপালী লিখেছেন–মুফতী সাহেবকে ইংরেজ সরকার প্রায় ১২৪০ হিজরী মোতাবেক ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে প্রধান সচিব ও দিল্লির মুফতী নিযুক্ত করেন। সেই সময় তিনি সমগ্র দিল্লিতে ফাতাওয়া প্রদান করতেন। তিনি মাদ্রাসার পরিক্ষক ও দেওয়ানী কোর্টের প্রধান সচিবও ছিলেন। ত্রিশ বৎসর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ("আগ্রা গেজেট" ইংরেজী ১৮৪৪ খৃঃ, ১৯৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ১৫ ই জুন ১৮৪৪ খৃঃ তাকে দিল্লির প্রধান সচিব নিযুক্ত করেন।)
নবাব সিদ্দিক হাসান খান আরও বলেন– তিনি কর্ম জীবনে যে পদে কর্মরত ছিলেন সেখানে এত বিশ্বস্ততা ও সততার সহিত দায়িত্ব পালন করে' যে ইংরেজ শাসক ও তাদের উচ্চ পদস্থ আমলারা, এমনকি সাধারণ প্রজাগণও তাঁর প্রশংসায় মুখর থাকত সর্বদা।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে মুফতী সাহেবের ভুমিকা ঃ–১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে মুফতী সাহেব উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেন। তিনি প্রথমতঃ নিজ পদ ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রকাশ্য এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নাই তথাপী সংগ্রামকারীদের প্রথম শ্রেণীর নেতৃবর্গের সহিত যুক্তি পরামর্শে অংশ গ্রহণ করতেন। বিচার বিভাগীয় কর্ম হতে অবসর গ্রহনের পর পরই তিনি সংগ্রাম সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনার জন্য বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের নিকট উপস্থিত হতেন। যখন তিনি দিল্লিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেলেন তখন ইংরেজদের সঙ্গ ত্যাগ করে ১৯শে রমজান মোতাবেক ১২ই মে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ বাহাদুর শাহ জাফরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে আন্দোলনে যোগদেওয়ার জন্য মিলিত হলেন। (কানজুত তারিখ পৃষ্ঠা ৩০৭, মুফতী স্বাদরুদ্দিন আহরুজা দেহলবী পৃষ্ঠা ৭৩)

মুফতী সাহেব নিজ গৃহে ও সময়মত বিদ্রোহীদের পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেন। এই কারণে বিভিন্ন প্রান্তের সংগ্রামী নেতৃবর্গ তাঁর বাড়িতে মিলিত হতেন। আব্দুর রহমান পরওয়াজ লিখেছেন, ইতি পূর্বে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মত ইংরেজ সরকার এত প্রবল বিরোধীতার সম্মুখিন হয়নি
সেই কারণে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তারা ভয়ানক শত্রু বলে মনে করত কারন তাদের সংগ্রাম ছিল ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে দেশ স্বাধীন করার।

৯ই আগষ্ট ১৮৫৭, ৫০ জন ইংরেজ সিপাহী মুফতী সাহেবের বাড়ি অবরোধ করে। মুন্সী জীবন লালের বর্ণনানুযায়ী–অবরোধ কালে তারা প্রত্যক্ষ করেন যে প্রায় ৭০ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী তাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের আগ্রাসী মনভাব দর্শনে ইংরেজ সি[illegible]রা পিছু হটতে বাধ্য হয়। (রোজ নামাচে মুন্সী জীবনলাল ২১২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ফজলে হক খায়রাবদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে দিল্লির জামেয় মাসজিদে যে জিহাদের ফাতাওয়া প্রকাশ করেন উক্ত ফাতাওয়ায় স্বাক্ষর কারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম সারীতে।

তার সংগ্রাম সম্পর্কে মাওলানা মহম্মদ মিঞা মন্তব্য করেছেন–১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রায় ১০ বৎসর পূর্বের কথা আহমদুল্লাহ শাহ মাদরাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করার কাজে দিল্লি আসেন তখন মুফতী সাদরুদ্দিন সাহেব তাকে বিদ্রোহ পরিচালনার কেন্দ্র দিল্লি না করে আগ্রায় করার পরামর্শ দান করেন এবং সেই সাথে আগ্রার ইংরেজ বিরোধী উলামাদের সাথে তার পত্র মারফৎ পরিচয় ঘটিয়ে দেন।

আল্লামা সাইয়েদ মোঃ হাশেমী মিঞা মুফতী সাহেব সম্পর্কে লিখেছেন যে ইংরেজদের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে দেখে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ঝান্ডা তুলে ধরেন এবং জেহাদের ফাতাওয়া প্রদান করেন। এবং এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ কারীগণ নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। (মাহনামায়ে ক্বারী ইমাম আহমদ রেজা সংখ্যা পৃষ্ঠা ৩৯৮)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সত্যের বিসর্জন ঃ–সর্ব কালেই জাতপাতের বিদ্বেষ বশতঃ কিছু ইতিহাস বিকৃতকারী ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করে প্রকাশ করে চলেছে। যেমন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের ইতিহাসে মুফতী স্বাদরুদ্দিন আজরুদা দেহলবী তার অবদান অস্বীকার এর সাথে সাথে মিথ্যা কলঙ্কের কালিতে তাকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। তার অবদানের, আত্মত্যাগের সঠিক মূল্যায়ন করা হয়নি। তার অবদানকে অপবিত্র করে দেখানের জন্য বলা হয়েছে আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদীর জিহাদের ফাতাওয়ায় তার সম্মতি ছিলনা তার সম্মতির বিরুদ্ধে জোর করে তাকে দস্তখত করানো হয়েছিল।

ফজলে হোসাইন বিহারী "আল হায়াতু বাদাল মুমাত" বইয়ের ৭৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন–উক্ত উক্তির কোন সত্যতা নাই। কেননা জেহাদের ফাতাওয়ার নকল "আখবারুজ জাফার" দিল্লি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ২০শে জুলাই ১৮৫৭ খৃঃ সাদেকুল আখবার দিল্লি পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হয়। আজও ঐ পত্রিকাদ্বয়ের কপি "ন্যাশনাল আরকাউজ" দিল্লিতে রক্ষিত আছে। (সংগৃহিত–মাহানামায়ে জামে নূর দিল্লি পৃষ্ঠা ৪৮)

জেহাদের ফাতাওয়ায় তার সম্মতি সূচক দস্তখতের জন্য ইংরেজ সরকারের পক্ষ হতে তার উপর শুরু হয় নির্মম অত্যাচার ও আবিচার। তার কর্মজীবনের, পূর্বের, ও পরের সমস্ত সম্পত্তি ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাকে সচিবের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় ও কারারুদ্ধ করা হয়। শেষ পর্যন্ত বিচারে তিনি মুক্তি পান। (আতহাফুল নিবালা পৃঃ ২৬১)

মুফতী সাহেবের গ্রন্থাগারে প্রায় তিন লক্ষ পুস্তক ছিল যা ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে কড়ির দামে বিক্রয় করে দেয়।

জেহাদে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শুধু তাকে নয় তার সাথে অংশ গ্রহণকারী ও সহযোগিতাকারী , তার সাথে সম্পর্ক যুক্ত সকলকেই সহ্য করতে হয়েছিল নির্মম অত্যাচার। এমনকি মাওলানা ইমাম বক্স সাহেব মুফতী সাহেবের বিশেষ বন্ধু ছিলেন তাকে এবং তার পরিবার বর্গকে দিবালোকে সারিবদ্ধভাবে গুলিকরে হত্যা করা হয়েছিল। (নয়া দাওর ইনকেলাব ১৮৫৭ সংখ্যা ২২৮ পৃষ্ঠা)

মুফতী সাহেবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খিদমত ঃ–১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ইংরেজরা জয়লাভ করে দিল্লিতে পূর্ণ আধিপত্ত কায়েম করে। তখন তারা দিল্লীর জামে মাসজিকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করে কারণ এখান হতেই জেহাদের ফাতাওয়া প্রকাশিত হয়েছিল। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত তারা মাসজিদ দখল করে রাখে এবং তা সেনা নিবাস হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। মানুষের ক্ষোভ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে মাসজিদে অবস্থানরত সৈন্যদের সাথে বিদ্রোহীদের ভীষন লড়াই শুরু হয় কিন্তু বীরত্বের সাথে দীর্ঘক্ষণ লড়াই চালানোর পরে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

শেষ পর্যন্ত মুফতী সাহেব ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে দিল্লি শহরের সংগ্রামীদের সাথে পরামর্শ করেন এবং তাঁরই নেতৃত্ব ও প্রচেষ্টায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের নিকট হতে মাসজিদ মুক্ত করেন। সেই সাথে মাসজিদ হেফাজতের জন্য ১০ জন মানুষের একটি হেফাজত কমিটি তিনি গঠন করে দেন। গাদ্দার কে চান্দ উলামা পৃষ্ঠা ৪৮)

বাদশাহ শাহজাহান দিল্লিতে মাদ্রাসায়ে দারুল বাকা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দীর্ঘ অযত্নে তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুফতী সাহেব নিজ খরচায় উক্ত মাদ্রাসা পুনঃনির্মান করান এবং সেখানে শিক্ষা দানের কাজ পুনরায় আরম্ভ করান। (আসারুস সানাদিদ পৃষ্ঠা ২৮২)

বেস্বাল ঃ–বস্তি নিজামুদ্দিন আওলিয়া দিল্লিতে ৮১ বৎসর বয়সে ২৪ শে রবিউল আওয়াল রোজ বৃহস্পতিবার ১২৮৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মুফতী সাহেব ইন্তেকাল করেন।

(সংগৃহিত–জঙ্গে আযাদী আউর অত্বন কে জানবাজ,
মাহ্নামা আশরাফিয়া ইনকেলাব ১৮৫৭ সংখ্যা ২০০৮)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মানুষের পূর্ব পুরুষ কি বানর ?

মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি মালিক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের। যিনি বিশ্ব জগৎ স্রষ্টা, যিনি চির জিবন্ত চির জাগ্রত, চির বিস্ময়, চির অক্ষয়, করুনাময় দানশীল। যিনি জন্মদাতা, মৃত্যুদাতা, ত্রাণ কর্তা, রক্ষাকর্তা, ধংসকর্তা, যিনি শ্রবণকারী, দর্শনকারী, ক্ষমাকারী, গোপনকারী, সৃষ্টিকারী। যিনি মহামহিম, মহাজ্ঞানী, মহা বিজ্ঞানী, মহা সম্মানী, মহা বিচারক, ও মহা শাসক, যিনি মহামহিয়ান, মহা গরিয়ান, মহা শক্তিমান, মহা সামর্থবান, যিনি মনে বনে, আকাশ ভুবনে, পাতাল গহনে, সবার মনে, এই মহা স্রষ্টা মাবুদের পরিচয় বিশ্ব জগৎ লাভ করে মহান সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ আদর্শ , শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, শ্রেষ্ট মানব মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। তাঁর মাধ্যমেই আমরা লাভ করেছি মহা গ্রন্থ খোদার কালাম কোরআন পাক।

কোরআন কি ? কোরআন আল্লাহর মহাবানী যা হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। ইহা নির্ভুল ও নির্ভেজাল চোদ্দশত বৎসর পূর্বে যেমন ভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল সেই রকমই আজও বিদ্যমান আছে। যা অপরিবর্তনীয় ও অশংসধনীয় এবং অধ্বংসশীল। ইহাকে কারো ধ্বংস করা, সংযোযন ও সংশোধন করার সাধ্য নাই। ইহা চিরন্তন।

ইহা কোন কবির কবিতাছন্দ নয়, বৈজ্ঞানিকের সুত্র নয়, দার্শনিকের দর্শন নয়, উপন্যাসিকের উপন্যাস নয়, সাহিত্যিকের সাহিত্য নয়, ঐতিহাসিকের ইতিহাস নয়, মহাপুরুষের মন গড়া কথা নয়, জ্ঞানীর উপদেশবাণী নয়, পাগলের প্রলাপ নয়। ইহা মহামহিমান্বিত, মহাজ্ঞানীর সর্বাপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবানী যা ভাষা শৈলী, শব্দচয়ন পদ্ধতিতে, ছন্দে ও রূপে, ভাষায় ও ভাবে, বাক্য বিন্যাসে ও জ্ঞানে সাধনায় দর্শনে ও বিজ্ঞানে, আদেশ ও উপদেশে পরিপূর্ণ যা সর্বকালের মানবের জন্য পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত গ্রন্থ। ইহা অবিনশ্বর, চিরন্তন, তুলনাহীন, উদাহারণহীন, বিজ্ঞানময়, সমস্ত জ্ঞানের মহা ভান্ডার মহা গ্রন্থ।ইহা বিশ্ব সংবিধান, বিশ্ব কোষ।

পবিত্র কোরআনের ঘোষনা, ২২ পারা সূরা ইয়াসিন –"ইয়া সিন। ওয়াল কোরআনিল হাকিম" অর্থাৎ হিকমত ময় (বিজ্ঞানময়) কোরআনের শপথ। অর্থাৎ কোরআন চিরন্তন পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান। ইহা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। ইহা অবতীর্ণকারী আল্লাহ এবং সংরক্ষণকারীও আল্লাহ। ইহা নিঃসন্দেহে সত্য এবং ইহার মধ্যে কোন সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। সমগ্র মানবজাতীকে কোরআনের চ্যালেঞ্জ যে ইহার মত কোন সূরা বা আয়াত পৃথিবীতে কেউ তৈরী করতে পারবে না।

অমুসলীম মনিসীদের দৃষ্টিতে কোরআন ঃ–

১। স্যার উইলিয়াম মূর–There is probably in the world no other book, which has remained twelve (but forteen) centuries with so pure a text" (Life of Mohammad)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ কোরআনের মত এমন কোন গ্রন্থ পৃথিবীতে নাই যা দ্বাদশ (বরং চতুর্দশ) শতাব্দি ধরে এমন নির্ভেজাল ভাবে বিরাজ করছে।

২। ফ্রান্সের দার্শনিক আলকাস লোযায়েজোন বলেন–

"কোরআন একটি জ্ঞান পূর্ণ ও জ্যোর্তিময় গ্রন্থ।"

৩। পপুলার ইনসাইক্লোপিডিয়ায় লিখিত আছে–

কোরআনের হুকুম আহকাম জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রকৃতির সহিত খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪। বিশিষ্ট গবেষক জর্জ বিল বলেছেন–

"আল কোরআন অলৌকিক গ্রন্থ এবং ইহা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নির্ভর যোগ্য গ্রন্থ।"

৫। ডঃ আরনল্ড টোয়াইন তাঁর প্রেসিং অফ ইসলাম গ্রন্থে বলেছেন– "আল কোরআন পূর্ণাঙ্গ বিধানের সমষ্টি"

৬। মি. এস লিডর বলেছেন–"কোরআনের শিক্ষা হতেই দর্শন বিভাগের উদ্ভব হয়েছে।

৭। কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন–"আল কোরআন মানব জগতের সংস্কারক, আধ্যাত্মিক নির্দেশনা এবং জ্ঞানগর্ভ তথ্য সমৃদ্ধ।"

৮। মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেল "আল কোরআন এক চিরন্তন আদর্শ"

৯। লন্ডন থেকে প্রকাশিত "নিউ ইষ্ট" নামক একটি পত্রিকা পুস্তক সমালোচনা স্তম্ভে লিখেছে–"কোরআন হচ্ছে অতি আশ্চর্য জনক এক গ্রন্থ যা জ্ঞান বুদ্ধির আওতার বাইরে"।

পবিত্র কোরআন শুধুই ধর্ম গ্রন্থই নয় ইহা স্বয়ং সম্পুর্ণ একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, প্রাচুর্যপূর্ণ বিজ্ঞানের এক মহা উৎস।

১০। জি,এম,রডিউইর তার "দি কুরআন" গ্রন্থে লিখেছেন, আল কুরআন জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার উৎস।

বিজ্ঞান কি ? –বিজ্ঞানের আভিধানিক অর্থ যা "সংসদ বাংলা অভিধান" শৈলেন্দ কুমার বিশ্বাস কতৃক সংকলিত এর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। ঈশ্বরানুভব, অপরোক্ষজ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষনার দ্বারা কোন বিষয়ে ক্রমঅনুসারে লব্ধ জ্ঞান।

বিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি বিশেষ জ্ঞান। বিজ্ঞানের তিনটি ধাপ রয়েছে, পরিক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত। পরিক্ষা ও পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে আমরা যে নিয়ম খুজে পায় তাকে এক কথায় বিজ্ঞান বলে।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বহু বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা মহম্মদ নুরুল ইসলাম বলেন–সাধারণ জ্ঞানের উর্দ্ধে যে জ্ঞান তাকেই বিজ্ঞান বলা হয়। অবশ্য প্রকৃত অর্থে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যকে নিখুত ভাবে পর্যালোচনা করে মানব সম্মুখে প্রকাশ করার অপরিসীম কৌশল ও জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা হয়।

কিন্তু বিজ্ঞান স্বয়ং সম্পুর্ণ নয়। যুগে যুগেই পরিবর্তন শীল। ইহা আপেক্ষিক সত্য।

The scientific theories of to day differ greatly from those of a century ago; no one doubts that the theories of a century hence are likely to deffer greatly from those of the day. how then can we put faith in any of them ? Belief and Action, Viscount Samuel, P. 25.

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ আজকার বৈজ্ঞানিক মতাবাদ এক শতাব্দির পূর্বের মতবাদের সহিত বহু পরিমানে মিলে না এখন হতে এক শতাব্দির পরের মতবাদের সহিত ও আজকার মতবাদ সেরূপ মিলবেনা। কেমন করে তবে ইহাদের একটাকেও আমরা বিশ্বাস করতে পারি ?

বিজ্ঞানের অনেক দাবিই যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত তা বৈজ্ঞানিকগণ নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন।.

"We have seen that the new self consciousness of Science has resulted in the recognition that the claims were greatly exaggerated." Limitations of Science, P, 194.

অর্থাৎ বিজ্ঞান এতদিন যে সব দাবী করে আসছে তার অধিকাংশই যে অতিরঞ্জিত, বিজ্ঞানের নবজাগ্রত আত্মচেতনা এ সত্য এখন বুঝতে পেরেছে।

Prof. A.N. Whitehead তার "Science and the Modern World" পুস্তকের ১৩৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন–অষ্টাদশ শতাব্দির সঙ্গে সঙ্গেই লোকের ধারনা জন্মিল যে অবশেষে গাঁজাখরী ব্যপার হতে আমরা রক্ষা পেলাম। আজ কিন্তু আমরা এর বিপরীত কথায় চিন্তার করছি। আল্লাহ জানেন কোন গাঁজাখরী ব্যাপার কাল পরিক্ষীত সত্য রূপে আমাদের সম্মুখে ধরা দেবে না।

ইংলন্ডের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক রোমানেস তার মৃত্যুর স্বল্পকাল আগে স্বীকার করেছেন–তার সমূদায় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা মূলতঃ ভূলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মনিষী আইনষ্টাইন একটি সুত্র প্রচার করেন তার নাম Theory of Relativity ইহাতে তিনি বলেছেন–বিশ্বপ্রকৃতি সমন্ধে আমাদের যে জ্ঞান লাভ হয়েছে বা হচ্ছে তা ধ্রুব সত্য (Absolute Truth) নহে, তা আপেক্ষিক। বিশ্ব জগৎ সমন্ধে সর্ব দেশ সর্বকাল ও সর্বসম্মত কোন সত্যকে লাভ করা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব।

বিজ্ঞানের বিরোধীতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং বিজ্ঞান শিক্ষা করা ধর্ম বিরোধীও নয়। বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চা করা আল্লাহরই নির্দেশ। বিজ্ঞানের অবদানও অনস্বীকার্য ইহার দ্বারা আবিস্কৃত হচ্ছে বহু নতুন তথ্য। যে দিকে দৃষ্টি যায় সেদিকেই চোখে পড়ে তার কারিগুরী ও কারসাজী। বিজ্ঞানের দানে মানুষ আজ উন্নতির চরম শিখরে পৌছেছে।

কিন্তু বিজ্ঞান চিরসত্য চিরন্তন নয় ইহা আপেক্ষিক। আজ যা সত্য কাল তা মিথ্যায় পরিণত হতে পারে। কিন্তু কোরআন চির সত্য, চিরন্তন, নির্ভুল, নির্ভেজাল, স্বয়ং সম্পুর্ণ।

আমাদের ঈমান পবিত্র কোরআন ও হাদীসের উপর। আমরা বিজ্ঞান মান্য করি, উপকার লাভ করি কিন্তু যে বিজ্ঞানের সুত্র ও তথ্য কোরআন হাদীসের পরিপন্থি তা অমান্য করি অবিশ্বাস করি।

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে মানব সৃষ্টি ঃ–

১) সূরা বাকারা, ১ম পারা, আয়াত ৩০

"এবং (স্মরণ করুন) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদের কে বলেছিলেন, আমি পৃথিবীতে আপন প্রতিনিধি সৃষ্টি করব"।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইন পৃষ্ঠা ৭ তাফসীরে রুহুল বয়ান (উর্দূ) ১ম খন্ড ২০১ পৃষ্ঠা, তফসীরে নুরুল ইরফান (বাংলা) ১২ পৃষ্ঠা, তফসীরে জিয়াউল কোরআন ১ম খন্ড ৪৫ পৃষ্ঠা, তফসীরে ইবনে কাসীর (উর্দূ) ১ম খন্ড ৯১ পৃষ্ঠা, তফসীরে খাজাইনুল ইরফান (বাংলা) ১৬ পৃষ্ঠা, তফসীরে নায়িমী ১ম খন্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা, ২৪৯, ২৫০ পৃষ্ঠা, প্রভৃতি তফসীরে খলিফা বলতে হযরত আদম আলায়হিস সালামের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানবজাতীর সর্বপ্রথম সৃষ্টি আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস সালাম বাহ্যিক জগতে এবং আধ্যাত্মিক জগতে সাইয়েদোনা হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

২) সূরা ত্বীন পারা ৩০, আয়াত ৪,

"নিশ্চয় আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি"।

৩) সূরা সোয়াদ পারা ২৩, আয়াত ৭১

"যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাদেরকে বললেন, আমি মাটি থেকে মানব সৃষ্টি করব"। তফসীরে নুরুল ইরফান উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ১২২৪ পৃষ্ঠায় টিকা নং ১২৪ বর্ণনা করেছেন–খোদ আল্লাহ নিজ কুদরতের হাতেই আদম আলায়হিস সালামের দেহ শরীফ তৈরী করেন। একারণে তাকে বাশার বলেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ) আপন কুদরতের হাতে গড়া (অর্থাৎ সরাসরি হাতের তৈরী) এখানে পরিস্কার ভাবে জানা যাচ্ছেযে আল্লাহ তায়ালা নিজ হস্তেই হযরত আদম আলায়হিস সালামকে তৈরী করেছেন।

৪) সূরা সোয়াদ আয়াত ৭২

"অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করে নিব এবং তাতে আমার নিকট হতে রুহ ফুৎকার করবো তখন তোমরা তারই প্রতি সেজদাবনত হও।"

৫) সূরা সাফাত পারা ২৩ আয়াত ১১

"নিশ্চয় আমি তাদেরকে আঠালো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি"।

তফসীরে নুরুল বয়ান উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ১১৯৩ পৃষ্ঠায় (বাংলা) বর্ণনা করা হয়েছে–হযরত আদম আলায়হিস সালামকে ঐ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর সমস্ত মানুষকে হযরত আদম আলায়হি সালাম থেকে সৃষ্টি করেছেন। তফসীরে রুহুল বয়ান প্রণেতা বলেছেন যে মানুষের মূল হচ্ছে কাদা মাটি যাকে মাখা ও লেপন করা যায়।

৬) সূরা বানী ইস্রাইল পারা ১৫ আয়াত ৭০"এবং নিঃসন্দেহে আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মন দিয়েছি"

"তফসীরে নুরুল ইরফান, খাজায়েনুল ইরফান, ও তফসীরে জালালাইন উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে–মানুষ অন্যসব সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অভিজাত . এই কারণে তাকে সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত বলে। তাকে বিবেক, জ্ঞান, বাক শক্তি, পবিত্র আকৃতি, মাঝারী গড়ন, জীবিকা অর্জন এবং সমস্ত বস্তুর্ উপর প্রাধান্য দান ও নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা প্রদান এতদ্ব্যতীত আরও বহু মর্যাদা দান করেছেন। মানুষের মধ্যে রয়েছে নবী ও ওলি এবং মানুষের জন্যই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীসপাকে মানব সৃষ্টি

বোখারী শরীফ ২য় খন্ড ৯১৯ পৃষ্ঠা, মুসলীম শরীফ ২য় খন্ড ৩২৭ পৃষ্ঠা, মেশকাত শরীফ বাবুস সালাম ৩৯৭ পৃষ্ঠা।

হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ তায়ালা আদম আলায়হি সালামকে তার আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আকৃতি ছিল ৬০ হাত।

মেশকাত শরীফ ৪০০ পৃষ্ঠা হযরত আবু হোরায়রাহ হতে বর্ণিত নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত আদমকে সৃষ্টি করে আত্মা (রুহ) দান করলেন তখন তিনি হাঁচি তুললেন এবং বললেন আলহামদুলিল্লাহ।

আদি মানব আদম (আলায়হিস সালাম) এর সৃষ্টি

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা যখন পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখন ফেরেশতা ইজরাইল আলায়হিস সালামকে পৃথিবী হতে সব রকমের একমুষ্ঠি মাটি আনার নির্দেশ দিলেন। ইজরাইল আলায়হিস সালাম মাটি নিয়ে এসে খানায়ে কাবা যেখানে অবস্থিত সেখানে রাখলেন। সেই মাটিকে আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন রকমের পানে দ্বারা কাদায় পরিণত করা হল। ৪০ দিন পর বিভিন্ন হাওয়াতে তা শুকিয়ে গেল। ইহার পর সেই মাটি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তি স্থান (ওদিয়ে নোমান) আরাফাত পাহাড়ের নিকট রাখা হল। ইহার পর আল্লাহ তায়ালা নিজ কুদরতি হস্ত দ্বারা উক্ত মাটি দ্বারা হযরত আদম আলায়হিস সালামের দেহ বা কাঠামো তৈরী করলেন এবং ফেরেশতাগণ তার সুরাত বা আকৃতি তৈরী করলেন। এমন আশ্চর্য আকৃতি যা কেই কখনও দেখে নাই। তারপর রুহকে হুকুম দেলেন দেহে প্রবেশ করার জন্য কিন্তু দেহের নিকট বর্তি হয়ে রুহ দেহ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখে দাড়িয়ে গেল। তখন নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম এর নূর দ্বারা দেহের ভিতর আলোকিত করা হল এবং রুহ ধীরে ধীরে তার ভিতর প্রবেশ করলো। তারপর হযরত আদম আলায়হিস সালাম উঠে দাঁড়ালেন তখন আল্লাহ পাকের হুকুম হলো যে ফেরেশতাগণকে সালাম করো।

ইহারপর আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম এর পৃষ্ঠদেশে তাঁর কুদরতী হাত ফিরালেন তখন কিয়ামত পর্যন্ত যত মানব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে তাদের সকলের রুহ বেরিয়ে আসল এবং হযরত আদমকে তা দেখানো হল। তারপর আল্লাহ আদমকে জান্নাতে প্রেরণ করলেন। জান্নাতে তিনি আরাম করছেলিন সে সময় তাঁর বাম পাঁজরের হাড় হতে প্রথম নারী মা হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন। প্রথম সৃষ্টি মানব মানবী হযরত আদম ও হযরত হাওয়া এবং তাদের হতেই সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের জন্ম।

পবিত্র কোরআনের সূরা নিসা পারা ৪ আয়াত ১

"হে মানবজাতী স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই থেকে তাঁর জোড়া (সঙ্গীনিকে) সৃষ্টি করেছেন আর এই দুজন থেকে বহু নর নারীর বিস্তার করেছেন।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

এখানে কোরআন হাদীস হতে মূল বিষয় জানা গেল সর্ব প্রথম সৃষ্টি হযরত আদম ও হাওয়া এবং আদম ও হাওয়া পিতা মাতা হতেই সমগ্র মানবের জন্ম। বানর হতে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব নয়।

বৈজ্ঞানিক ডারউনের সুত্র (থিওরী) ঃ-

ইংলন্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী চার্লস ডারইনের জন্ম। ১৬ বৎসর বয়সে ডারউইনকে ডাক্তারী পড়ার জন্য এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। কিন্তু ডাক্তারী পড়তে তার মন লাগে নাই কেননা ঔষধের নাম মনে রাখতে পারতেন না এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম পড়তে বিরক্ত বোধ করতেন। অপরেশাণের কথা শুনলে আঁতকে উঠতেন। তার পিতা ছেলের অবস্থা দেখে তাকে কেমব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজে ভর্তি করেন। উদ্দেশ্য ছেলেকে ধর্ম যাযক করবেন। কেমব্রিজ হতে পাশ করে কিছুদিন ভূবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে থেকে H.M.S. Beagle নামে একটি জাহাজ আমেরিকার অভিমুখে বের হয় উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার বৈশিষ্টকে পর্যবেক্ষণ করা। চার্লস ডারউইন এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে জাহাজটি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমন করতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে ডারউইন ৫৩৫ দিন সাগরে এবং ১২০০ দিন মাটিতে অবস্থান করেন।

তিনি সর্ব প্রথম বিবর্তনবাদের একটি খসড়া তৈরী করেন এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইহার বিস্তৃতি ঘটান ৩৫ পাতার একটি রচনার মধ্যে। দুই বৎসর পর বিস্তারিত ভাবে বিবর্তন এর উপর ২৩০ পাতার পান্ডুলিপি তৈরী করেন এবং তাকে ১৫ বৎসর ধরে সংশোধন ও সংযোজনের কাজ করে ২৪শে নভেম্বর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন।

বিবর্তনবাদের তথ্যকে আরও উন্নত করে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি The Desent of Man নামে বিখ্যাত রচনা প্রকাশ করেন। এই রচনাতে তিনি উল্লেখ করেন এক প্রজাতি থেকে জন্ম নিচ্ছে অন্য এক প্রজাতি। প্রাণী প্রতিনিয়ত নিজেকে উন্নত করছে এক স্তর থেকে আর এক স্তরে। ডারউনের সুত্র অনুসারে মানুষ নিম্নতর জীব থেকে ধাপে ধাপে উন্নত জীবের স্তরে এসে পৌছেছে। ইহাই ডারউনের সুত্র অর্থাৎ ক্রম বিবর্তনবাদ।

উক্ত সুত্র হতেই কিছু চিন্তাবীদ ও বৈজ্ঞানিকের ধারনা যে মানুষ প্রথমে বনমানুষ ছিল। পরে গায়ের লোম আস্তে আস্তে কমে হনুমানের আকৃতিতে আসে। তারপর ধীরে ধীরে বানরে পরিণত হয়। কালক্রমে লেজ খসে গিয়ে মানুষের রূপ ধারন করে। অর্থাৎ মানুষের পূর্বপুরুষ বানর।

বৈজ্ঞানিক মোঃ নুরুল ইসলামের ভাষায় "বিজ্ঞান না কোরআন" পৃষ্ঠা (১৪৫-১৪৭) আফ্রিকার জঙ্গলে এখনও যথেষ্ট পরিমান বনমানুষ আছে। বছরের পর বছর চিন্তা করে এ ফরমূলায় না পৌঁছে কিছু বন মানুষ ধরে দুধ-কলা ঘি ভাত খাইয়ে আর তেল সাবান গায়ে মাখিয়ে দেখা যাকনা কেন যে এরা মানুষের রূপ ধরে কিনা অথবা হনুমান বা বানরের আকৃতিতে আসে কি না। বিশেষ দুরে যাবার দরকার পড়ে না। লংকা দ্বীপে ও বাংলাদেশে প্রচুর পরিমানে হনুমান ও বানর দেখা যায়। ভাত মাছ হতে আরম্ভ করে চানাচুর বাদাম পর্যন্ত এরা খেতে ছাড়ে না। বছরের পর বছর মানুষের বাড়ির পাশে বনজঙ্গলে এমনকি চিড়িয়াখানাতেও সভ্য সমাজের গন্ডিতেই থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবুও একটা নিদর্শনও আজ পর্যন্ত দেখা গেলনা যে কোন বানর অথবা হনুমান লেজ পড়ে গেয়ে রাতারাতি মানুষ হয়ে গিয়েছে এবং শহরের রাস্তায় ভদ্রলোকের সাথে চলাফেরা করছে অথবা পল্লি গ্রামে একজন সাধারণ চাষী হয়ে সরল জীবন যাপন করছে। যুগের পর যুগ চলে যাচ্ছে কোটি কোটি মানুষ আমরা এর একটা ব্যতিক্রমও দেখতে পেলাম না। আর দার্শনিক ডারউইন চিন্তা করেই এর সমাধান করলেন এবং এতগুলো সভ্য লোকের মাথায় তালগোল পাকিয়ে দিলেন। কি আশ্চর্য তাঁর চিন্তাধারা ! কি অমূলক তাঁর কল্পনা ! কি ভ্রমাত্মক তাঁর থিওরী : তিনি একবার ইতিহাসের খবর নিলেন নাতিনি আমাদের পূর্ব পুরুষকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি জন্তু জানোয়ারের সাথে মানুষের পার্থক্যটুকু বুঝলেন না। আদি মানব আদম আলায়হিস সালামকেই তিনি ভুল গেলেন। আদম আলায়হিস সালাম কি বানর হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন ? তাঁর হাজার বছরের দৈনন্দিন কার্য প্রণালী ও শারীরিক আকৃতি প্রকৃতিকি তবে মিথ্যা ? যদি আদম আলায়হিস সালাম মিথ্যা হয় তবে বাপ-দাদার বর্ণনা মিথ্যা অর্থাৎ ইতিহাস মিথ্যা এবং আমরা মিথ্যা। তাই নয় কি ? যদি তা না হয় তবে বলব যে তারা সত্য তাদের পূর্বপুরুষ সত্য, ইতিহাস সত্য, আদম আলায়হিস সালাম সত্য। তবে মিথ্যা কি ? মিথ্যা ঐ চিন্তাধারা, মিথ্যা ঐ কল্পনা, মিথ্যা ঐ লিখিত থিওরী। কেন শুনুন–

সৃষ্ট জীবদের মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের আকৃতির সঙ্গে বানরের আকৃতির অনেকটা মিল থাকলেও একথা কোনক্রমেই বলা যায় না যে মানুষ পূর্বে বানর ছিল বা বানরের পূর্ব পুরুষ মানুষ ছিল। দৈহিক গঠন ও অস্থিমজ্জার সাদৃশ্যই যথেষ্ট প্রমান নয় যে তারা এক জাতীয় প্রাণী। কেননা অনেক প্রানীই ধরার বুকে বিদ্যমান যাদের প্রকৃতিগত স্বভাব, বুদ্ধি ও আকৃতি একই রূপ। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায় যে কড ও হেডেক একই প্রকার মাছ সমুদ্রে বাস করে। তারা একই প্রকার মাছ খায়, একই প্রকারের অস্থি পঞ্জরের অধিকারী। তবুও এদের কেউ কি এক জাতীয় প্রাণী বলতে পারবে ? বাবুই ও চড়াই পাখির প্রকৃতি এক। বাবুই ও চড়াই পাখিকে মেরে যদি তাদের অস্থি নিয়ে পরিক্ষা করা যায় তাহলে কোন পার্থক্যই মিলবে না। এদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় তাদের স্বভাব ও কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে। বাবুই পাখির নবজাত বাচ্চার স্বভাব বাবুই পাখির মতই হয়। একটা বাচ্চাও চড়াই পাখির অনুকরণ করে না। সৃষ্টির আদি কাল থেকেই এরা দুই শ্রেনী ভুক্ত ? বিড়াল ও বাঘের সাদৃশ্য কি একই প্রকার নয় ? তবুও কি এরা একই শ্রেণী ভুক্ত ? স্বভাব ও বুদ্ধির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ।

একটি প্রাণীর সঙ্গে অন্য একটা প্রাণীর সাদৃশ্য আছে বলেই কি বলতে হবে যে একটার পূর্ব পুরুষ অন্যটা ছিল ? একবার চোখ মেলে এই বিশ্বের দিকে তাকান। দেখতে পাবেন একটির সঙ্গে অন্যটির সাদৃশ্য কত বেশি। এলিগেটর ও কুমির একই আকৃতির। পাবতা মাছ ও বোয়াল মাছ, শোল টাকি, কবুতর-ঘুঁঘু, টিকটিকি-গুই সাপ এদের কি সাদৃশ্য নেই ? আকৃতির দিক থেকে এরা কি একরূপ নয় ? তাই শরীর বিজ্ঞানীরা বলবেন যে, বোয়ালের পূর্ব পুরুষ পাবতা মাছ ছিল ?

শোলের পূর্ব পুরুষ টাকি মাছ ছিল ? আকৃতির দিক থেকে এদের যতটুকু মিল আছে, বানরের সঙ্গে মানুষের ততটুকু মিলও নেই। মানুষের মত এত সুন্দর আকৃতি ও প্রকৃতি কোন প্রাণীর আছে ? বানরের মন এত কুশ্রী ও কদাকার খুব কম প্রাণীই আছে। এদের পরবর্তী বংশধর আরও কুশ্রী কদাকার ও খর্বাকৃতি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ আকৃতি থেকে সুস্থ, সবল, সুশ্রী ও লম্বাকৃতি মানুষ হওয়া অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মানুষ যে কোন কালেও বানর ছিল না এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ তার বৃদ্ধাঙ্গুলিতে। কারণ মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলী সচল ও সক্ষম। ভাত খাওয়া হতে আরম্ভ করে অস্ত্রের ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক যুগের কলকব্জার ব্যবহার এই বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারাই সম্পন্ন হয়। হয়ত অনেকেই একথা জানেন এবং স্বচক্ষে দেখেছেন যে বানরের বুদ্ধাঙ্গুলী অকর্মণ্য। বিজ্ঞান একথা প্রমাণ করেছে যে কোন অচল, অকর্মক অথবা লয়প্রাপ্ত বস্তু হতে সচল, সকর্মক এবং বর্ধিষ্ণু বস্তু হতে পারে না। মানুষের আকৃতি লয় পেতে পেতে বানরের আকৃতিতে আসা সম্ভব। কিন্তু বানরের আকৃতি হতে বৃহৎ সুন্দর আকৃতি সম্পন্ন ও বুদ্ধিজাত মানুষ হওয়া অসম্ভব।

উক্ত পুস্তকের ১৫৩ পৃষ্ঠায়– মানব দেহ নিয়ে যারা গবেষনা করেন তারা এর উর্বর মস্তিষ্ক, আত্মিক শক্তি, শারীরিক বল, বুদ্ধি-কৌশল, শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, পড়া-শুনা, গবেষনা বিচার করে কোন দিনই বলবেনা যে অনুর্বর মস্তিষ্ক খর্বাকৃতি, কুৎসিত দেহ, অতি সাধারন বুদ্ধি সম্পন্ন একটি নিকৃষ্ট প্রাণী বানর হতে মানুষের উদ্ভব। বিজ্ঞানের যুক্তিতে ইহা অচল। কেননা আদমের দেহ ছিল ৯০ ফুট লম্বা আর বানরের দেহ লেজসহ ৩/৪ ফুটের অধিক নয়।একটি পাহাড় চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে অনুপরমানুতে রুপান্তরিত হতে পারে কিন্তু একটি পরমানু বিবর্তনের মাধ্যমে কোন সময় পাহাড়ে রুপান্তরিত হতে পারে না তদ্রূপ বানর ৯০ ফুট লম্বা আদম হতে পারে না বরং আদম বংশানুক্রমে ছোট হতে হতে বানরের পর্যায়ে আসতে পারে। তবে সৃষ্টি-কর্তার ইচ্ছা বা কোপে পড়ে বহু কিছুরই স্বরূপ পরিবর্তন হয় এবং হয়েছে।"

–ঃ মানুষ বানর হয়েছে ঃ–

সূরা বাকারা ১ম পারা আয়াত ৬৫

"এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাদের জানা আছে তোমাদের মধ্যকার তারাই যারা শনিবারে সীমা লঙ্ঘন করেছে অতঃপর আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, তোমরা হয়ে যাও বিকৃত বানর।"

উক্ত আয়াতের আলোচনায় তাফসীরে খাজায়েনুল ইরফান (বাংলা) ২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে–আয়লা নামক শহর যা মদীনা মুনাওয়ারা ও সিরিয়ার মধ্যভাগে লৌহিত সাগরের পাশে অবস্থিত ছিল। সেখানে ইস্রাইল সম্প্রদায়ের আবাস ছিল। তাদের প্রতি শনিবার ইবাদতের জন্য নিদ্ধারণ করার নির্দেশ ছিল আর ঐ দিন যেন তারা মাছ শিকার করা বন্ধ রাখে এবং পার্থিব কার্যাদি থেকেও বিরত থাকে।

তাদের একদল লোক চালবাজী করলো যে তারা শুক্রবার সমুদ্রের তীরে বহু গর্ত খনন করতো। আর শনিবার ভোরে সমুদ্র থেকে সেই গর্তগুলো পর্যন্ত ছোট ছোট খাল খনন করত্রো। সেগুলো দিয়ে মাছ পানির সাথে এসে গর্তে আটকা পড়তো।রবিবার সেই মাছ গুলো শিকার করতো আর বলতো "আমরা মাছ গুলো পানি থেকে শনিবার উঠাচ্ছি না"।

চল্লিশ কিম্বা সত্তর বছরকাল তাদের এই অপকর্ম চলতে থাকে। যখন হযরত দাউদ আলায়হি সালামের নবুয়ত জামানা আসলো তখন তিনি তাদের এ কর্ম করতে নিষেধ করলেন। আর বললেন–মাছগুলো আটক করাই শিকারের নামান্তর। শনিবারে যা করছো তা থেকে বিরত হও। নতুবা তোমরা কঠিন শাস্তিতে আক্রান্ত হবে। কিন্তু তারা তা থেকে বিরত হয় নাই। দাউদ আলায়হিস সালাম দোয়া করলেন। ইহার পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বানরের আকৃতিতে বিকৃত করে দিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও অনুভুতি শক্তিতো বহাল ছিলো। কিন্তু কথা বলার শক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের শরীর হতে দুর্গন্ধ বের হতে লাগলো। নিজেদের এ শোচনীয় অবস্থার উপর কাঁদতে কাঁদতে মাত্র তিন দিনের মধ্যেই সবাই ধ্বংশের শিকার হলো। এদের বংশধর দুনিয়ায় বাকী নেই। তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজারের কাছাকাছি।

আধুনিক সৃষ্টির নয়া তত্ত্ব

বৈজ্ঞানিক মোঃ নুরুল ইসলামের বিজ্ঞান না কোরআন গ্রন্থের ১৫৪–১৫৫ পৃষ্ঠা)

[দৈনিক ইত্তেফাক, সোমবার ১৮ই জানুয়ারী ১৯৮২ সাল] লণ্ডন ১৬ই জানুয়ারী (রয়টার)

পৃথিবীর প্রাণীকুল সম্ভবত কোটি কোটি বছর পূর্বে মহা বিশ্বের অপর কোন অংশের কোন বুদ্ধিমান জীবেরই সৃষ্টির ফল।

এই তত্ত্বটি উপস্থাপন করেছেন ব্রিটেনের একজন শীর্ষস্থানীয় জ্যোতিঃ বিজ্ঞানী স্যার ফ্রেড। এটা চিরাচরিত ধ্যান ধারনার প্রতি এক চ্যালেঞ্জ। মানুষ দৈবসৃষ্টির ফল কিংবা ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্ম হয়েছে এই চিন্তা ধারাকে নাকচ করে দিয়ে তিনি এক নতুন তত্ত্ব হাজির করেছেন।

স্যার ফ্রেড চলতি সপ্তাহে লণ্ডনে রয়াল ইনস্টিটিউশনে বিজ্ঞানীদের এক সভায় বলেন, বিবর্তনবাদীরা মনে করেন, পর পর বহু আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রানের রাসায়নিক কাঠামোর উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু এই কাঠামো এতই জটিল যে সে ভাবে প্রাণের উদ্ভব ঘটা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, জীব, জীবন ও বস্তুর চমকপ্রদ সুশৃংখল কাঠামো দেখলে মনে হয় অবশ্যই এটা বুদ্ধি প্রসূত পরিকল্পনারই ফল। তিনি বলেন সে পরিকল্পনা হয়তো অতি দুর অতিতের কোন প্রাণীরই কীর্তি। স্যার ফ্রেড তার বক্তৃতায় এই ব্যাখ্যা দেন যে, মনুষ্য-প্রানীর কর্মকান্ড দুই লক্ষ এমবাঈনো অ্যাসিড একটি নিদৃষ্ট রীতিতে বিন্যাস্ত। সে রীতির মধ্যে আকস্মিক প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য হীনতার উদ্ভব ঘটেছে বলে ডারউইন যে কল্পনা করেছেন তা ভ্রান্ত। স্যার প্রেড বলেন, পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বের বর্তমান আকারের পেছনে বুদ্ধিমান জীবের পরিকল্পনা ছাড়া আর কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা থাকতে পারে বলে মনে করা যায় না। (বুদ্ধিমান জীব বলতে এখানে স্রষ্টার শক্তি) সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে মানুষ মানুষই ছিল মানুষ কখনো বানর, বনমানুষ বা শিয়াল কুকুর ছিল না। ভেড়া ভেড়াই সে কখনো বাঘ বা মুরগী ছিলনা। হাঁস হাঁসই আছে সে কখনও গরু হয় নাই বা হবে না। যদিও পূর্বের মানুষের জীবন যাত্রার বিকাশ ঘটিয়ে বর্তমান আধুনিক শিক্ষিত মানুষে পরিণত হয়েছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্পুর্ণই ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিমূলক। কল্পনা করে চির অভ্রান্ত কোরআনের সিদ্ধান্ত তত্ত্বকে অস্বীকার করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এই সৃষ্টির সাথে কারো তুলনা চলেনা। সারা বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি এ মানব সৃষ্টির মূলে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ চয়ন করে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে স্রষ্টা কে জানবার, চিনবার, বুঝবার, তাঁর বন্ধুত্ব অর্জন করবার ও স্বীকার করবার জন্যই এ সুন্দর মানুষ সৃষ্টি।

"সবার উপরে মানুষ সত্য তার উপর নাই"

সংগৃহিত–কোরআন, হাদীস, তফসীর হতে এবং মোঃ নুরুল ইসলামের বিজ্ঞান না কোরআন হতে।)

বিশ্বনবী, কোরআন ও কম্পউটার, বৈজ্ঞান হযরত মহম্মদ, পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে প্রভৃতি হতে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অহংকারী জেন্টেলম্যান

বি, ইসলাম

বিরাট ধর্মিও সভা জালসা। বহু জ্ঞানী গুনি আলেম উলামা উপস্থিত হয়েছেন এই ধর্মীয় জালসায় দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন রকমের মানুষ উপস্থিত হয়েছেন। জালসার ময়দানে সকলের উদ্দেশ্য এক নয়। কেউ এসেছেন শুনতে, কেউ এসেছেন দেখতে, কেউ আবার সমালোচনার সুত্র খুজতে। কেউ এসেছেন কেমন জমায়েত তাই দেখতে, অনেকে বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করতে বিক্রেতা সেজে আবার কেউ ক্রেতা সেজে। যত মানুষ তত মত,তত উদ্দেশ্য। কেউ এসেছেন আলেম উলামাদের নিকট হতে ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করতে।

এক জেন্টেলম্যান তিনি পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সে জন্য সে গর্বিত। তার জালসায় এসে বক্তৃতা শ্রবণ করার বা উলামাদের প্রাচীন কথা শোনার তার কোন আগ্রহ নাই। বরং এসব তার কাছে তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল ব্যাপার। ধর্ম তার নিকট আফিং, তার নিকট আল্লাহর কোন অস্তিত্ব নাই। There is no God or Relegion. এই তার মানসিকতা। তার চলনে বলনে বিদেশী শব্দ ব্যবহার সদা সর্বদা।

জালসায় এক মাওলানা সাহেব ওয়াজ করছিলেন, আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক সৃষ্টিকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যে জিনিসকে যে ভাবে সৃষ্টি করেছেন, তাহাই তার সজন্য সুন্দর ও শেষ্ঠ আকৃতি বা সুরত। তাঁর দেওয়া সুরাত বা গঠন আকৃতি ছাড়া অন্য আকৃতি বেমানান।

ওয়াজ কানে আসায় জেন্টেলম্যান মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল। মনে মনে বলতে লাগল, কি সব বক্তৃতা দেয়, জানে না, বোঝে না, শোনে না, চিন্তা করে না। আধুনিকতা কি সে সম্পর্কে কোন Knowledge (নলেজ) নাই, কোথা থেকে কি শিখে এই সকল সাধারণ Man কে শুনিয়ে বেড়ায়। এরাই দেশের মানুষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে। এদেরকে শিক্ষা না দিলে হবে না।

প্রচন্ড রাগে গজ গজ করতে করতে মাওলানা সাহেবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এবং ভাবতে লাগল একে উচিৎ জবাব না দিয়ে যাব না।

মাওলানা সাহেব বক্তৃতা সমাপ্ত করে সভা হতে বেরিয়ে আসতেই তিনি তাকে ধরলেন এবং বললেন আপনি বাইরে ঐ বাগানের দিকে চলুন, আপনার সাথে কিছু কথা আছে। মাওলানা সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে এক আম গাছের তলায় এলেন। সেখানে এসে মাওলানা সাহেবকে বললেন, আপনি জালসার ষ্টেজে বসে লেকচার করছিলেন, আল্লাহ প্রত্যেক জিনিষ সুন্দরতম আকৃতিতে তৈরী করেছেন কিন্তু ইহা একেবারে মিথ্যা কথা। দেখুন কত বড় বড় গাছ অথচ তার ফল গুলো কত ছোট আবার ছোট ছোট গাছে এত বড় ফল এ রকম বিরাট বড় যা তাকে মানায় না, যার সৌন্দর্য্য ফুটে না। বড় তরমুজ, কুমড়ো,কিন্তু গাছ ছোট লতানো ইহা বিদৃশ্য। আবার বড় আম জামের গাছের ফল কত ছোট। আপনারা ইংরেজী, বিজ্ঞান, আধুনিক শিক্ষাহীন, মানুষকে যা তা বলে অন্ধকারে রাখছেন। আলোর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন না। আর যাবেনই বা কেমন করে আপনাদের পুঁজি তো সব পুরানো বস্তা পচাঁ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই সময়ই ঐ আমগাছ হতে একটি আম টপ করে জেন্টেলম্যানের চুলহীন টাক মাথায় এসে পড়ল। জেন্টেলম্যান বাপরে বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মাওলানা সাহেব তাড়াতাড়ী তার টাকে মাথায় মালিশ করে, পানি দিয়ে, বাতাস করে তাকে সুস্থ করে তুললেন।

জ্ঞান ফিরে আসতেই তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা। যদি এই রকম বড় বিরাট গাছের ফল বিরাট বড় হতো আর তা আমার এই টাক মাথায় পড়ত তাহলে আজ আমাকে বাঁচতে হতো না। আল্লাহর হিকমতের কোন সীমা নাই। আমরা চিন্তা করি না আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষনা করিনা বলে আমাদের এই পরিণতি। আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আমার আজ ভুল ভাঙ্গল। আমি তৌবা করছি।

? ফাতেহা কি এবং কেন ?

মাওলানা আব্দুল্লাহিল মারুফ নকশেবন্দী, হাওড়া

ইসালে সওয়াব–কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, কলেমা শরীফ পাঠ করা, নফল নামাজ পড়া অথবা শারীরিক বা আর্থিক ইবাদাতের সওয়াব কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পৌছানো জায়েজ। ইহাকে সাধারণ ভাবে মানুষ ফাতেহা দেওয়া বা দেওয়ানো বলে। জীবিত ব্যক্তির সওয়াব পৌছানোতে মৃত ব্যক্তিরা উপকৃত হন। ফেকাহ ও আকিদার পুস্তকে উল্লিখিত আছে ইহাকে বেদয়াত ও না-জায়েজ বলা মুর্খামী ও একগুয়েমী। হাদীসপাকে ইহা জায়েজ ও প্রমানিত। ইহা বোর্জগানে দ্বীন, সালফে সালেহীন ও আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরাম গন পালন করে আসছেন। তিজা, চাহরাম, চল্লিশা, বাৎসরিক মৃত্যু দিবসের দিন বা মহরম, শাবেবারাত, রাজব, গিয়ারমী শরীফে ফাতেহা দেওয়া এবং সম্মুখে খাবার বা মিষ্টান্ন দ্রব্য অথবা হালুয়া খিঁচুড়ী বা সিরনী রেখে ফাতেহা দেওয়া জায়েজ।

ফাতেহা পড়ার পদ্ধতি ঃ–সর্ব প্রথম তিনবার দরুদ শরীফ, তারপর সূরা কাফেরুন ১বার, সূরা ইখলাস ৩ বার, সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা ফাতেহা একবার করে তারপর সূরা বাকারার আলিম-লাম হতে মুফলেহুন পর্যন্ত পড়তে হবে। ইহার পর ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার রহমানুর রাহিম, ইন্না রাহমাতাল্লাহি কারিবুম মিনাল মুহসিনিন, ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামিন, মাকানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালা কির রাসুলাল্লাহি ও খাতামান নবিয়ীন, ওয়া কানাল্লাহু বি কুল্লি শায়ইন আলিমা, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাই কাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবিয়ী ইয়া আইয়োহাল্লাজিনা আমানু স্বালু আলায়হি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা পড়তে হবে। তারপর তিনবার দরুদ শরিফ পাঠ করতে হবে। তারপর সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতে আম্মায়ে ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসারীন ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। পাঠ করার পর আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে এই ভাবে দোওয়া করতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হে আল্লাহ আমরা দরুদ শরিফ পাঠ করেছি, কোরআন শরীফ হতে আয়াত তেলাওয়াত করেছি ইহা কবুল করো এবং ইহার সওয়াব (খাবার বা শিরনীর সওয়াব) আমাদের পক্ষ হতে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌছে দাও। তাঁর অসিলায় সমস্ত নবীগণের, সাহাবাগনের, আজওয়াজে মুতাহারাত, আহলে বায়াত, শোহদায়ে কারবালা, সমস্ত ওলি আওলিয়া, উলামা, শোহদা সালেহীনগণের নিকট পৌছে দিন। যদি কোন বিশেষ বোজর্গানের ইসালে সওয়াব হয় তবে তার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে সওয়াব পৌছাবে ইহার পরে সমস্ত মোমেনাত ও মোমেনীন গণের রুহে সওয়াব পৌছাবে। সাধারণ ভাবে কোন ব্যাক্তির ইসালে সওয়াব হলে তার নাম উল্লেখ করে তাকে সওয়াব পৌছাবে। তারপর পড়বে সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা খায়রে খালকিহি সাইয়েদেনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহী আজমায়ীন আমিন ইয়া রাববাল আলামিন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম। দোওয়ার আগে অথবা পরে আদব সহকারে সমবেত স্বরে দাঁড়িয়ে নবীপাকের উপর সালাম পাঠ করবে।

ইয়া নবী সালাম আলায়কা ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা
ইয়া হাবিব সালাম আলায়কা সালাওয়াতুল্লাহ আলায়কা
বা মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখুঁ সালাম

এই ফাতেহা দেওয়ার যারা বিরোধিতা করছে তারা সিরাতে মুসতাকিম হতে বিপথগামী পথহারা। এই দলগুলি হল দেওবন্দী, তাবলিগী, ওহাবী, জামাতে ইসলামী। ইহাদের হতে দূরে থেকে আহলে সুন্নাতে কায়েম থাকায় আমাদের মুক্তির পথ

৭৮৬/৯২

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী

মোঃ মুনজুর আলী নঈমী, মখদুমনগর বীরভূম, মোবাইল নং-৯৪৩৪৮৩৪৯৩৫

আল্লাহ মুসলমানদেরকে এই অবস্থায় ছাড়বার নন, যে অবস্থায় তোমরা রয়েছ, যে পর্যন্ত না পৃথক করবেন অপবিত্রকে পবিত্র থেকে এবং আল্লাহর শান এই নয় যে, হে সর্বসাধারণ ! তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দেবেন। তবে আল্লাহ নির্বাচিত করে নেন তার রাসুলগণের মধ্যে থেকে যাঁকে চান।

(পারা ৪, সূরা আল-ই-ইমরান, রুকু ১৮) (কানজুল ইমান)

এই পবিত্র আয়াতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সুস্পষ্ট প্রশংসা করা বিদ্যমান। আয়াতের শানে নুযুল ঃ–একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন জন্ম লাভ করার পূর্বেই আমার উম্মতগণকে আপন আপন চেহেরায় আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিল। যে ভাবে হযরত আদম আলায়হিস সালামের সামনে তাঁর সন্তানদের উপস্থিত করা হয়েছিল এবং কে আমার উপর ইমান আনবে আর কে আনবেনা তাও আমাকে জানানো হয়েছে। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কথা শুনে মুনাফিকরা উপহাস করে বলল, তিনি দাবি করছেন যে কে কাফের হবে আর কে মুসলমান হবে তা তাঁর জন্মের পূর্ব হতেই তাঁর জানা আছে অথচ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমরা তার সাথে থেকে বাহ্যিক ভাবে মুসলমান হয়ে অন্তরে কুফরী গোপন করিতেছি কিন্তু আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাদের এই ধরনের মন্তব্য শুনে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে খোৎবা দেবার জন্য দাঁড়ালেন এবং ইরশাদ করলেন, লোকেদের কি হলো যে আমার জ্ঞানের ব্যপারে তারা উপহাস করছে। অথচ আজ হতে কেয়ামত পর্যন্ত কোন ঘটনা এমন নেই যে সম্পর্কে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে কিন্তু আমি তোমাদেরকে সে সম্পর্কে সংবাদ দিতে পারবো না। এ সময়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর হাবীব, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমার পিতা কে ? তিনি বললেন, হুজাফা এরপর হযরত ওমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, হে আমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমরা একত্বরাদ, রিশালাত এবং ইসলামের উপর পূর্ণ রাজী আছি আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই। হুজুর বিশ্বকুল সর্দার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন–আশা করি এবার তোমরা সত্যের দিকে ফিরে আসবে। এই কথা বলে তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। (খাযায়েনুল ইরফান, খাযেন)

এই পবিত্র আয়াতখানি থেকে কয়েকটি বিষয় বোঝা গেল।প্রথমতঃ–হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে উপহাস করা এবং এভাবে বলা যে, হুজুর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অমুক জিনিসের কোন জ্ঞান নেই। এসব মুনাফেকদের আদত। মুসলমানদের ফরজ তাদের প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রত্যেকটি উপদেশ তর্কাতীত ভাবে মেনে নেওয়া ফরজ।

দ্বিতীয়তঃ–রাব্বুল আলামিন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কেয়ামত পযন্ত সকল বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন–তোমরা যা চাও জিজ্ঞাসা করো। যার জ্ঞান পরিপূর্ণ তিনি এই ধরনের আহ্বান করতে পারেন।

তৃতীয়তঃ–আমরা ঘরের কোণে বসে গোপনে যে কাজ করি তাহাও নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দৃষ্টির বাইরে নয়। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালার আনহুর পিতা হুজাফা ছিল। এটি গোপন ব্যাপার। পিতা তাকেই বলে যার বীর্য হতে সন্তান জন্ম লাভ করে। আর এটি ঐ সত্তারই জানা থাকে সৃষ্টির প্রতিটি বালুকণা যার দৃষ্টি সীমা মধ্যে। আসল কথা, চক্ষু মোবারক মেরাজের রাত্রিতে সৃষ্টির শ্রষ্ঠাকেই দেখেছেন তিনি সৃষ্টিকে কেন জানবেন না ?

অর্থাৎ যখন রাব্বুল আলামিনও আপনার নিকট হতে লুকায়িত রইল না তখন অন্য আর কোন গায়েব আপনি হতে লুকায়ত হবে। যিনি গোটা সৃষ্টির শ্রষ্ঠাকেই নিশ্চিত ভাবে দেখেছেন তার চক্ষু মোবারক হতে এই সৃষ্টি কি করে গোপন থাকবে।

চতুর্থতঃ–কেয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমান, কাফের এবং মুনাফেকদের পরিসংখ্যান প্রিয় নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জানা ছিল। যদি কারো গোপন ত্রুটির কথা বলে না থাকেন, তা একথার প্রমান নয় যে হুজুরপাক সে সম্পর্কে জানতেন না, বরং এ ক্ষেত্রে তিনি তার ত্রুটিকেই গোপন করে রেখেছেন। এটি প্রিয় রাসুলের শানে সাত্তাররেই (ত্রুটি গোপনকারী) বহিঃপ্রকাশ। আর তাঁর পরদার পরও এ্ জ্ঞানে সামান্যতম ঘাটতি আসেনি। কেননা ওফাতের বা পর্দার পর আত্মার জ্ঞান ও শক্তি আরো বেড়ে যায়। তাই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অদৃশ্য জ্ঞান কে অস্বীকার করা মানে পবিত্র কোরআন শরীফকেই অস্বীকার করা। আর কোরআন শরীফকে অস্বীকার করা মানে সে আর মুসলমান থাকবেনা। সে কাফের হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবিতা গুচ্ছ

"শক্তিমান তুমি এসো"

মোঃ ফারুক হোসাইন

তুমি এসো–

অমানুষদের মানুষ করো।
যারা গনতন্ত্রের অজুহাতে
তাণ্ডব নৃত্য করে।
তুমি তাদের ধ্বংস করো,
হে শক্তিমান, বুদ্ধিমান
তুমি এসো ॥

বুলেট ও এ্যাটোমপ্রুফ
জ্যাকেট পরে।
রণাঙ্গনে রনসাজে সজ্জিত হয়ে।
কোটি কোটি রূপে প্রত্যেক মানবের,
ঘরে ঘরে ॥
তুমি এসো –

হে শক্তিমান বলবান
তুমি এসো –
যারা লক্ষ লক্ষ নিরুপমাদের
ঘোর অন্ধকারে ঠেলে দেয়,
তুমি তাদের হত্যা করো
হে শক্তিমান, বীর্য্যবান
তুমি এসো ॥

মানবাত্মার হিংসা ও ঈর্শ্বাকে বিনষ্ট করো,
পুষ্প বিল্ব পত্রাঞ্জলী নিয়ে এসো।
মোদের শাসন করে, আদর করো,
শান্ত করো।
হে শক্তিমান, ধনবান, তুমি এসো।

তুমি এসো–

সিডার সুনামীর মতো–
মানুষ রূপী রাক্ষসদের,
ঝেড়ে ফুঁকে খাক করে দিও,.
তুমি এসো–

হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ
শত কোটি মানুষকে–
বুদ্ধি দিয়ো, জ্ঞান দিয়ো, আলো দিয়ো,
কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে,
অন্তর আত্মাকে জাগরিত করো।
তুমি এসো–

তুমি এসো–

অহংকারী আত্মবিলাসী লোভী
পাপাত্মাদের বিতাড়িত করো
তুমি এসো।
ধূঁ ধূঁ খাঁ খাঁ তেপান্তর মাঠে–
দু ফোঁটা অশ্রু নিয়ে
তুমি এসো।
হে শক্তিমান, হে সর্ব গুনবান,
তুমি এসো – তুমি এসো,
এসো, এসো, শ্রীঘ্রই এসো।

আইলা

নিয়াজ মোহাম্মদ

সর্বনাশা "আইলা"
তোমার কারণে বিমুখ বর্ষা "লাইলা"
কত জীবন খাইলা
সর্বনাশা আইলা।
বৃষ্টির চরিত্র বদলে গেছে
আইলার হাত ধরে কেন মায়ানমারে রইলা
বর্ষা "লাইলা"
ত্বরা করি এসো অভিমান ভুইলা
বর্ষা "লাইলা"।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"খেদ"

মাজরুল ইসলাম

আশৈশব নিরন্ন, তাই
চোরাবালি পিছু করে হাঁটাহাঁটি–
একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা,... কথা হল।

পায়ে তাঁর নাগরা জুতো
পরনে ধোপদুরস্ত ধুতি
গায়ে ঢিলা পাঞ্জাবী।

বন্ধুটির দু'দিকে দু'টো আস্ত মুখ।

এক মুখে বন্ধুটি দিচ্ছি বলে, আমাকে
অথৈ জলে দাঁড়িয়ে রাখে,
অপর দিকে
সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে উঠে গেল
রঙিন চশমায় দু'চোখ ঢেকে।

খবরা খবর খবরা খবর

–ঃ রাবুল বোনা নুরীয়া মাদ্রাসার উদ্বোধন ঃ–

গত ০৭/১২/২০০৮ রবিবার সকাল ৮ ঘটিকার সময় ডোমকোল মহকুমার অন্তর্গত বাবলা বোনা গ্রামে হাইরোডের পার্শ্বে, এক সান্দার দ্বীতলা সুন্নী জুম্মা মসজিদ সংলগ্ন স্থানে একটি নুরীয়া মাদ্রাসা উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে এই স্থানটিতে গত ১১/৪/২০০৮ তারিখের পূর্বে স্বপ্নে প্রাপ্ত ইলিয়াসী তবলিগের মার্কাজ ছিল, মহান আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় এবং অত্র এলাকার মৌঃ নুরুল ইসলাম সাহেবের নেতৃত্বে তার অবসান ঘটে সেই সঙ্গে সমস্ত সুন্নী দিগের ইমান ও আকিদার শিক্ষা কেন্দ্রের চাহিদাটি পুরন হয়।

উক্ত উদ্বোধনী সভায় উপস্থিত ছিলেন সুন্নী জগৎ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মুফতী নইমুদ্দিন রেজবী সাহেব, মুফতী জুবায়ের হোসাইন মোজাদ্দেদী সাহেব, মাওলানা আলমগীর হোসাইন সাহেব এবং অত্র জুম্মা মাসজিদের সম্পাদক মোঃ হায়দার আলী মোল্লা, তিনি সভার শুরুতেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাবলাবোনা নুরিয়া মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়াতার উপর জোর দেন এবং এলাকার সমস্ত জনগনের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর এই পবিত্র আহ্বানের গুরুত্ব জানিয়ে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত উলামায়ে কেরাম ও মুফতীয়ানে ইজাম সেই সঙ্গে এলাকার উপস্থিত জনগন সর্ব-সম্মতিক্রমে সমর্থন জানান। আল্লাহুম্মা আমিন বি ওসিলায়ে মহাম্মাদীন (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

মোঃ নুরুল ইসলাম,
ডোমকল, মুর্শিদাবাদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিম্ন লিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে

১) মাদ্রাসা নায়িমিয়া রেজবীয়া, দিয়াড় জালিবাগিচা, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
২) সুলতানপুর মালীপুর মাদ্রাসা–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।
৩) নুরী বুক ডিপো–গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৪) দারুল উলুম আলিমিয়া–পোঃ ইকড়া, সিউড়ি, বীরভুম।
৫) মুফতী বুক হাউস–ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৬) রেজা লাইব্রেরী–নজরুল পল্লী, নলহাটি, বীরভুম।
৭) মাদ্রাসা ফায়জানে আলা হযরত, জসইতলা, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
৮) এম, এ, বুক ডিপো, রামপুরহাট বাসষ্টপেজ, বীরভূম।
৯) সাঈদ বুক ডিপো–নিউ মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা।
১০) হাফিজ লাইব্রেরী–বর্ণালী বাজার (চামড়ার গুদাম) ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১১) মাদ্রাসা জামেয়া রাজাকিয়া কালিমিয়া–(মোজওয়াজা আরবী ইউনিভারসিটি) সাইদাপুর,মুর্শিদাবাদ
১২) মাদ্রাসা আশরাফিয়া রেজবীয়া–মুন্সিপাড়া, নলহাটী, বীরভুম।
১৩) মাদ্রাসা ফোরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া–নশীপুর বালাগাছি, রানীতলা,
১৪) মাদ্রাসায়ে রেজবীয়া দারুল ইমান–নবকান্তপুর, মুর্শিদাবাদ
১৫) মাওলানা মেহের আলী–জিবন্তী বাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
১৬) ক্বারী আবুল কালাম–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১৭) মাওলানা আলমগীর হোসাইন–গোয়াস, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ
১৮) মাওলানা নুরুল ইসলাম–(মাদ্রাসা নুরিয়া) বাবলাবোনা, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ
১৯) মুফতী নিয়াজ আহমদ, (হরিবাটি মাদ্রাসা) কুলী, মুর্শিদাবাদ
২০) মাখদুমনগর, মহম্মদ বাজার, বীরভূম, মোঃ মুনসুর আলী
২১) মাদ্রাসা নাসিরুদ্দিন আউলিয়া, পোনকামরা, দক্ষিন ২৪ পরগনা।

আল্লাহ পাকের দয়ায় ও নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দোয়ায়
এবং আপনাদের ভালবাসায় ছাপার কাজে পরিচিত প্রতিষ্ঠান–

বুলবুলা প্রিন্টিং প্রেস ও রঙ্গু কম্পিউটার্স

এখানে যে কোন বই. ম্যাগাজিন. মেমো. ফ্রেক্স. ছবি সহ কার্ড. ভিজিটিং কার্ড.সহ কম্পিউটার ডিজাইন ও লেটার প্রেসে যাবতীয় ছাপার কাজ করা হয়

নশীপুর বড় মসজিদ মোড়, নশীপুর বালাগাছি, মুর্শিদাবাদ
আসুন আলাপ করি ফোনে–9733527526

pdf By Syed Mostafa Sakib

SUNNI JAGAT QUARTERLY

No. RNI/Cal/77/2004-(W.B.) 946

Vol-5, ISUE No -2 ✻ Octo - 2009

Editor- Md. Badrul Islam Muzaddadi

P.o.-Nashipur Balagachi, P.s.-Ranitala, Dist.- Murshidabad

RS.- 15.00 Only

সুন্নী জগৎ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

ধর্মীয় সমাজ সংস্কার মূলক রুচিশীল লেখা সুন্নী জগৎ পত্রিকায় স্থান পাবে।

লেখা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১২/- টাকা (বারো টাকা)।

বাৎসরিক সডাক ৫০/- টাকা (পঞ্চাশ টাকা)।

টাকা পাঠানো, লেখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

সম্পাদক–সুন্নী জগৎ পত্রিকা

পোঃ–নশীপুর বালাগাছি ✦ থানা–ভগবানগোলা ✦ জেলা–মুর্শিদাবাদ

পিন নং–৭৪২৯৬৯, ফোন নং–৯৬৭৯৪৮৮৮০২,

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহনীয়

Printed, Published and Owned by Md.Badrul Islam Muzaddadi

Printed by-Bulbul Printing Press, Nashipur

Published at Nashipur Balagachi, P.s.-Bhagwangola, Dist.Murshidabad

Editor- Md.Badrul Islam Muzaddadi